অজ্ঞাত নজরুলের সন্ধানে

আবুল আহসান চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজ্ঞাত নজরুলের সন্ধানে • আবুল আহসান চৌধুরী

ISBN 978 984 8976 04 3
9 789848 976043

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান পুরুষ। সাহিত্যের জগতে তাঁর আবির্ভাব ও প্রস্থান দুই-ই আকস্মিক– অনেকটা যেনো তাঁর প্রিয় শিল্প-প্রতীক 'ধূমকেতু'র মতোই। তাঁর জীবন যেনো এক নাটকীয় বিন্যাসে রচিত। সাহিত্য-সঙ্গীত-সাংবাদিকতা-রাজনীতি—এর সব ক'টি ক্ষেত্রে তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ এবং এক আশ্চর্য প্রতিভায় তিনি এর সমন্বয় সাধন করেছেন! বাংলা সাহিত্যে— বিশেষ করে কবিতায় এক নতুন সুরের প্রবর্তক তিনি– বাংলা গানে যোগ করেছেন বাণী ও সুরের বৈচিত্র্য– সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পাদনা-পরিচালনায় এনেছেন অভিনবত্ব— রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্রমজীবী গণমানুষের মুক্তির সংগ্রামে সমর্পিত করেছেন নিজেকে। এক উদার-অসাম্প্রদায়িক মন ও মতের মানুষ ছিলেন নজরুল।

বাঙালিসমাজে নজরুলের যতোটুকু মনোযোগ গুরুত্ব ও স্বীকৃতি-সম্মাননা লাভের কথা ছিল, তা তিনি পুরোপুরি পান নি। তাঁর জীবন ও কর্মকৃতির যথার্থ ও সামগ্রিক মূল্যায়নও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গোছালো স্বভাব, গুণগ্রাহী পরিকরের সহায়তা এবং সবার ওপরে প্রাতিষ্ঠানিক আনুকূল্যের কল্যাণে তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মের তথ্যোপকরণ সংরক্ষিত ও সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু নজরুলের ক্ষেত্রে তা সেইভাবে হওয়ার সুযোগ মেলে নি। সমকালে এই উদ্‌যোগের গুরুত্ব তাঁর ঘনিষ্ঠ দু-চারজন ছাড়া আর কেউ অনুভব করেন নি। উত্তরকালে নজরুলচর্চার গরজে এ-বিষয়ে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে। কিন্তু বিলম্বের কারণে ততোদিনে অনেক মূল্যবান উপকরণই বিনষ্ট বা দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। 'অজ্ঞাত নজরুলের সন্ধানে' বইটিতে অনুসন্ধিৎসু গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী নানা সূত্র থেকে নজরুল-সম্পর্কিত অজ্ঞাত-দুষ্প্রাপ্য তথ্য উদ্ধার-সংগ্রহ করে পাঠক-সমীপে পেশ করেছেন, যার ফলে নজরুলের অনেক অজানা দিকের প্রতি আলোকপাত সম্ভব হয়েছে।

প্রচ্ছদ : আকরাম রতন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল আহসান চৌধুরী মননসাহিত্যের এক সব্যসাচী লেখক। সমাজমনস্ক ও ঐতিহ্যসন্ধানী। তাঁর চর্চা ও গবেষণার প্রধান বিষয় ফোকলোর, উনিশ শতকের সমাজ ও সাহিত্য, সাময়িকপত্র, আধুনিক সাহিত্য, আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংগীত-সংস্কৃতি। অনুসন্ধিৎসু এই গবেষক সাহিত্যের নানা দুষ্প্রাপ্য ও বিলুপ্তপ্রায় উপকরণ সংগ্রহ করে তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে তাঁর লালন সাঁই, কাঙাল হরিনাথ ও মীর মশাররফ হোসেন-বিষয়ক গবেষণা-কাজ দেশে-বিদেশে সমাদর পেয়েছে। সংগ্রহ-সংকলন-সম্পাদনা করেছেন সাহিত্যসেবীদের মূল্যবান পত্র, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও রচনাবলি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৮০।

আবুল আহসান চৌধুরীর জন্ম কুষ্টিয়ার মজমপুরে, ১৩ জানুয়ারি ১৯৫৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি। প্রায় চৌত্রিশ বছর অধ্যাপনা-পেশায় যুক্ত। বর্তমানে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর।

সাহিত্যচর্চার জন্যে দেশ-বিদেশের নানা সারস্বত প্রতিষ্ঠানের সম্মাননা ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য– লালন পুরস্কার (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালন মেলা সমিতি, ২০০০), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার (কলকাতা, ২০০৮), মীর মশাররফ হোসেন পদক (কুষ্টিয়া জেলার প্রশাসন ও কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ, ২০১২)। গবেষণাকর্মে অবদানের জন্য অর্জন করেন বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (২০০৯)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজ্ঞাত নজরুলের সন্ধানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজ্ঞাত নজরুলের সন্ধানে

আবুল আহসান চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উ ৎ স র্গ

আমার শিক্ষক
নজরুল গবেষক
এমিরিটাস অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম
শ্রদ্ধাভাজনেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবেদক

কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি আমার মায়ের কাছ থেকে। তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল নজরুলকে ঘরোয়া পরিবেশে খুব কাছ থেকে দেখার ও তাঁর স্নেহলাভের। মা একেবারে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছেন তাঁর অগ্রজ ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের কাছে। মোতাহার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রাবাসের আবাসিক শিক্ষক হওয়ার সুবাদে একসময় সপরিবার বর্ধমান হাউসে থাকতেন। কাজে কাজেই আমার মায়ের বাসের ঠিকানাও হয়েছিল সেখানেই। ঢাকায় এসে তাঁর প্রিয় 'মোতাহারের' এই নিবাসেই ওঠেন নজরুল। সেই পুরোনো দিনের নানা কথা ও কাহিনি শুনিয়ে শিশুমনে নজরুলের একটি অন্তরঙ্গ ছবি এঁকে দিয়েছিলেন মা। বড়ো হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মাতুল কাজী মোতাহার হোসেনের সেগুনবাগিচার বাড়িতে যখন থাকি, তখন তাঁর মুখে হামেশাই নজরুলের স্মৃতিচারণ আমাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে রাখতো। তাই নজরুলের প্রতি আমার আগ্রহ ও অনুরাগ, মনোযোগ ও সন্ধিৎসার মূলে প্রথম ও প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন এই দুই পরম প্রিয়জন।

প্রথম থেকেই ভেবেছি, নজরুল সম্পর্কে গতানুগতিক কিছু লিখবো না। নজরুলের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে তাই দুষ্পাপ্য, অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত তথ্যোপকরণ সংগ্রহে মন দিই এবং তারই ভিত্তিতে লেখালেখি শুরু করি। আর এর পাশাপাশি নজরুলের সঙ্গে যাঁদের নানা সূত্রে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে থাকি। এইসব কাজে যাঁদের সহায়তা ও আনুকূল্য পেয়েছি, সেই তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ। তবুও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের দায়ের জন্যে উল্লেখ করতে হয় শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের পুত্র এম. আশরাফ-উল-হক, কবি আবদুল কাদির, কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও সৈয়দ আবদুর রবের পরিবার, কমরেড সুধীর সান্যাল (নন্দ), কল্পতরু সেনগুপ্ত, ইরা সরকার, সমীর দাশগুপ্ত, শ্যামসুন্দর দে, মানিক সরকার, কমলেশ সেন, মোহিত রায়, ড. বাঁধন সেনগুপ্ত, ড. অশোক চট্টোপাধ্যায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবজাতক প্রকাশনের মজহারুল ইসলাম, 'নতুন গতি'-সম্পাদক এমদাদুল হক নূর, আবদুল মান্নান সৈয়দ, ড. মাসুদ রহমান এবং বিশেষ করে আমার শিক্ষক নজরুল বিশেষজ্ঞ এমিরেটাস অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের নাম। রোদেলা প্রকাশনীর রিয়াজ খানের ক্রমাগত তাগিদ না থাকলে এ-বইয়ের প্রকাশ যে আরো বিলম্বিত হতো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নজরুলের প্রামাণ্য জীবনীরচনা ও সামগ্রিক নজরুলচর্চার প্রয়োজনেই তাঁর অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত রচনা ও চিঠিপত্র এবং তাঁর জীবনের নানা পর্বের দুর্লভ তথ্যের সন্ধান বিশেষ জরুরি। এই বই সেই চেতনা ও প্রয়াসেরই ফসল।

আবুল আহসান চৌধুরী

বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূ চি

নজরুলের 'বিদ্রোহী' : একটি অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া ১১
রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল : এক সুরের দুই কাননের পাখি ২১
নজরুলের অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত-বিলুপ্ত পত্রাবলি ৩৮
নজরুলকে লেখা একটি দুষ্প্রাপ্য খোলা চিঠি ৫৫
নজরুল ও 'শনিবারের চিঠি': উত্তর পর্ব ৬৪
নজরুল জীবনের কুষ্টিয়া পর্ব ৭২
নজরুল-বিদূষণ ও নীরদচন্দ্র চৌধুরী ৮৪
নজরুল ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় : কিছু অজ্ঞাত প্রসঙ্গ ৯২
নজরুল : অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্মৃতি-অনুভবে ১০১
নজরুল প্রসঙ্গে মুজফ্ফর আহমদ : চিঠিপত্রের আলোকে ১০৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলের 'বিদ্রোহী' : একটি অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া

'বিদ্রোহী' কবিতা কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) একটি স্মরণীয় শিল্পকর্ম। এই কবিতাটি নজরুলের পরিচয়ের পরিধি-প্রসারে এবং তাঁর কবি-স্বভাবের প্রকৃতি-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) সম্পাদিত 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় (কার্তিক ১৩২৮) ।[১] ভাব-ভাষা-ছন্দে অভিনবত্ব-চিহ্নিত এই কবিতাটি অকল্পনীয় সমাদর ও লোকপ্রিয়তা অর্জন করে। ফলে এটি ক্রমান্বয়ে সাপ্তাহিক 'বিজলী' (২২ পৌষ ১৩২৮), 'প্রবাসী' (মাঘ ১৩২৮), 'সাধনা' (বৈশাখ ১৩২৯), ধূমকেতু' (২২ আগস্ট ১৯২২), দৈনিক 'বসুমতী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। এই কবিতা নজরুলকে অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। কেউ-কেউ একে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি' বলেও চিহ্নিত করেছেন ।[২] এই কবিতার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন,...'বিদ্রোহী' শুধু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সম্পদ নয়, বিংশ শতাব্দীর সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্যতম।'[৩] অবশ্য প্রশংসা-অভিনন্দনের পাশাপাশি 'বিদ্রোহী' কবিতা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য ও কঠোর সমালোচনাও কম হয়নি। স্মরণ করা যেতে পারে 'ইসলাম-দর্শন' (কার্তিক ১৩২৯), 'ছেলেতান' (১৭ ফাল্গুন ১৩৩০) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার তীব্র কটাক্ষ ও নিন্দাবাদ। সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) 'শনিবারের চিঠিতে ব্যাঙ' ; ১৮ আশ্বিন ১৩৩১) আর গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) 'সওগাতে' (নিয়ন্ত্রিত ; মাঘ ১৩২৮) 'বিদ্রোহী'র প্যারডি রচনা করে কবি কবিতাকে কৌতুক-ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেন।

এই 'বিদ্রোহী' কবিতা সম্পর্কে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয় মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) 'আমি' ('মানসী', পৌষ ১৩২১) নামের একটি গদ্যরচনার সঙ্গে এর কথিত সাদৃশ্যের প্রসঙ্গ নিয়ে। এই কবিতা প্রকাশের প্রতিক্রিয়া হিসেবে মোহিতলাল নজরুলের সঙ্গে যে কেবল সম্পর্কই ছিন্ন করেন তা নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সঙ্গে নানাভাবে বিরূপতা-বিরুদ্ধতা, পোষণ ও অপপ্রচারও করতে থাকেন। মোহিতলাল স্বয়ং এবং তাঁর বন্ধুবর্গ ও ভক্তমণ্ডলী এ-কথা প্রচার করতে সচেষ্ট হন যে ঋণস্বীকার না করে 'আমি' গদ্য-নিবন্ধটির অনুকরণেই নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচিত। এ-সম্পর্কে জানা যায় :

> মোহিতলাল প্রচার করেছিলেন যে, নজরুল ইসলাম তাঁর 'আমি' শীর্ষক একটি লেখা ভাব নিয়ে কবিতাটি লিখেছে, অথচ কোনো ঋণ-স্বীকার করেনি। এই প্রচারটি তিনি মৌকিকভাবেই করছিলেন, অদ্ভুত সংগঠিত প্রচার। অন্তত কয়েকজন লোকও তাঁর এই প্রচারের সহায়ক না হলে কলকাতাময় তিনি একা মৌখিক এই কথা ছড়িয়ে দিতে পারতেন না। শুরুতে তিনি 'আমি'র ভাব নিযে বিদ্রোহী' রচনার কথাই বলে বেড়াচ্ছিলেন। সম্ভবত তাতে তেমন কাজ না হওয়ার অনেক পরে তিনি বলা শুরু করেছিলেন যে নজরুল তাঁর লেখার ভাব চুরি করেছে।[৪]

অবশ্য নজরুল-বন্ধু, 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রথম শ্রোতা, মোহিতলাল কর্তৃক নজরুলকে 'আমি' কথিকা পড়ে শোনানো সাক্ষী মুজফ্ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩) মোহিতলালের উপরিউক্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন :

> কিন্তু, মোহিতলালকে তাঁর 'আমি' একবার মাত্র পড়তে শোনার এক বছরেরও বেশি সময় পরে,-১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নজরুল তার 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করেছিল। একবার মাত্র শুনে এত দীর্ঘকাল পরে সে 'আমি'র ভাবসম্পদ 'নিয়ে' বা 'চুরি' করে যে 'বিদ্রোহী' রচনা করেছিল আমি তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনে। কারণ আমি শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সব কিছু নিজের চোখে দেখেছি। নজরুল যদি এতই শ্রুতিধর ব্যক্তি ছিল যে, একবার মাত্র শুনে তার সবকিছু মুখস্থ ও আয়ত্ত হযে যায় তবে তার অপরের ভাব গ্রহণ বা চুরি করার প্রয়োজনই বা কী? এটা আমি মানতে রাজি আছি মোহিতলালকে লেখাটি পড়তে শুনে তার মনে হয়তো এ কথাটা আসতে পারে যে এই ধরনের একটি কবিতা লেখা যায়।[৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, মোহিতলালের 'আমি'ও মৌলিক রচনা নয়। এতে ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ে (?-১৯১৪) 'অভয়ের কথা'র (প্রথম প্রকাশ : 'মানসী', জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন ১৩২০) প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট, এখানে ক্ষেত্রমোহনের 'শিষ্যত্বই পরিস্ফুট।[৬]

মোহিতলালের অভিযোগকে ভিত্তিদান ও তা প্রমাণের জন্য তাঁর ভক্ত-বন্ধুদের পক্ষ থেকে কেউ-কেউ উৎসাহী-ভূমিকা পালন করেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৮৮-১৯২৯) এই ধরনের একটি প্রয়াস আমাদের আলোচ্য বিষয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির জামাতা স্বল্পজীবী মণিলাল সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন 'ভারতী' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক (১৩২২-১৩৩৩) এবং 'জাপানী ফানুস', 'জলছবি' 'মনে মনে', 'মহুয়া', 'আলপনা', 'কল্পকথা' এইসব বইয়ের লেখ। মণিলাল 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পরপরই 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন এবং মোহিতলালের 'আমি' নিবন্ধের একটি অনুলিপি, কথিত সাদৃশ্য-স্থানগুলোর নিচে দাগিয়ে পত্রের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সংযত ও মার্জিত ভাষায় মণিলাল তাঁর পত্রে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রশংসা করে [যদিও নিছক প্রশংসাবাণী উচ্চারণের জন্য এই চিঠি যে লিখছেন না সে-কথাও জানিয়েছেন] এর সমানধর্মা রচনা হিসেবে মোহিতলালের 'আমি'র প্রসঙ্গ। উত্থাপন করেছেন এবং 'বিদ্রোহীর বন্ধুস্বরূপ' এই রচনাটি পুনর্মুদ্রণের অনুরোধ জানিয়েছেন। উপরিউক্ত রচনা দুটির 'ভাব ভাষার এমন একটি আশ্চর্য মূলগত সাদৃশ্য আছে, যাহা পাঠককে সন্দিহান করে, এ-কথা বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন, 'কিন্তু তাহাতে কোনোটিরই রসভোগের ব্যাঘাত জন্মায় না।' তাঁর বক্তব্য আপাত নিরপেক্ষ-ভঙ্গি আশ্রয় করে রচিত হলেও তাঁর উদ্দেশ্যে ও মনোভাব প্রচ্ছন্ন থাকেনি। তাঁর সূক্ষ্ম প্রয়াস ছিল 'আমি' নিবন্ধের সঙ্গে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্য প্রমাণ করা। তিনি হয়তো চেয়েছিলেন 'মোসলেম ভারতে' মোহিতলালের 'আমি' নিবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হলে পাঠকের পক্ষে স্বাধীনভাবে আলোচ্য রচনা-দুটির সাদৃশ্য-প্রভাব বা অনুকরণ-সম্পর্কিত অভিযোগ-বিষয়ে তাঁদের অর্জন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে।

এখানে মণিলালের তারিখবিহীন পত্রটি[৭] সম্পূর্ণই উদ্ধৃত হলো :

শ্রীযুক্ত 'মোসলেম ভারত' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু-
সবিনয় নিবেদন,
আপনার মোসলেম ভাতের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রিয় বন্ধু কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি পড়িয়া আমি বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছে। আজকাল আমাদের দেশের চিত্তের মধ্যে যে মহা আলোড়ন চলিতেছে এই কবিতায় তাহার ঝঙ্কার ও হুঙ্কার এমন সুন্দর সত্যভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে যে ইহার সুরে মন মুগ্ধ না হইয়া যায় না। কিন্তু শুধু এই প্রশংসাটুকু বিজ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যেই আপনাকে যে এই চিঠি লিখিতেছি তাহা নহে।
কাজী সাহেবের এই 'বিদ্রোহীর'র উদ্দাম সুর আজ আমাকে যেমন মুগ্ধ করিয়াছে বহুদিন আগে আমার বন্ধু কবি শ্রী মোহিতলাল মজুমদারের ১৩২১ পৌষ, 'মানসী'তে প্রকাশিত 'আমি' শীর্ষক রচনাটি আমাকে তেমনি একইভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহিত করিয়াছি। তখন এ রচনাটি বেশি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু এখন একালে এটি সাধারণের আদৃত হইতে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সেই জন্য এ রচনাটিকে আপনার কাগজে বিদ্রোহীর বন্ধুস্বরূপ স্থান দান করিবার অনুরোধ জানাইতেছি। এটি পুনর্মুদ্রিত করিলে আজকালকার দিনে এর সার্থকতা পুনজীবিতি হইতে-এই আশা ও আনন্দ আমার আছে।

মোহিতলাল ও কাজী সাহেবের ঐ দুটি রচনার মধ্যে মিল আছে এবং নাইও। তার প্রধান কারণ এর একটি কবিতা, অপরটি গদ্য কিন্তু দুই কবির মধ্যেই যে এক প্রেরণা, এক চিন্তা ও এক চাঞ্চল্য কাজ করিয়াছে তাহা দুটি লেখা একসঙ্গে পড়িলেই বোঝা যাইবে। দুই বিভিন্ন সময়ে দুই বিভিন্ন কবি কেমন করিয়া একই সুরে বীণা বাজাইয়াছেন তাহাও লক্ষ করিবার বিষয়। এই দুই রচনার ভাব ও ভাষায় এমন একটি আশ্চর্য মূলগত সাদৃশ্য আছে যাহা পাঠককে সন্দিহান করে বটে কিন্তু তাহাতে কোনোটিরই রসভোগের ব্যাঘ্যাত জন্মায় না ।

ইতি

ভরদীয়

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কিন্তু 'মোসলেম ভারত'-সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই অনুরোধ রক্ষা করেননি।

তাঁর পত্র বা মোহিতলালের 'আমি' কোনোটাই শেষ পর্যন্ত এই পত্রিকায় ছাপা হয়নি।

'মোসলেম ভারতের প্রকৃত পরিচালক ছিলেন এর সম্পাদক মোজাম্মেল হকের পুত্র মোহাম্মদ আফজাল-উল হক (১৮৯১-১৯৭০)। তিনি ছিলেন নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি হয়তো চাননি তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে নজরুল বিতর্কিত হয়ে উঠুক হয়তো এই অভিযোগও তাঁর অনুমোদন পায়নি যে 'বিদ্রোহী' কবিতা 'আমি'-র অনুকরণে রচিত। আর এ-ক্ষেত্রে পত্রিকায় স্বার্থও ছিল জড়িত। 'মোসলেম ভারতে'র নিয়মিত ও প্রধান লেখকই ছিলেন নজরুল। প্রকৃতপক্ষে নজরুলকে অবলম্বন করেই অনেকাংশে পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাই স্বাভাবিক কারণেই পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এমন কিছু ছাপতে রাজি হননি যাতে নজরুল অপ্রসন্ন হন, তাঁর শিল্প-সত্তা আহত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত মোহিতলালের অভিযোগকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ-কেউ মনে করেন 'বিজলীতেই 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথ প্রকাশিত হয়। 'মোসলেম ভাতের প্রকাশনা অনিয়মিত হওয়ার কারণে পত্রিকায় প্রদত্ত প্রকাশনা-তারিখ ও প্রকৃত প্রকাশকালের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকত। তাই 'মোসলেম ভাতের যে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্যায় 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হয় সেই সংখ্যাটি প্রকৃতপক্ষে 'বিজলীর' উপরিউক্ত সংখ্যার পরেই বাজারে আসে।

২. মুজফ্‌ফর আহমদ : কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা'। ১ম বাংলাদেশ সংস্করণ : ঢাকা, অক্টোবর ১৯৭৩ ; পৃ ১৯০।

৩. আবদুল মান্নান সৈয়দ : 'নজরুলের 'বিদ্রোহী' : কয়েকটি বিরূপ সমালোচনার জবাব'। নজরুল একাডেমী পত্রিকা' : নব পর্যায় ২য় সংখ্যা : শীত-বসন্ত ১৩৯৩ : পৃ. ২২।

৪. মুজফ্‌ফর আহমদ : পূর্বোক্ত পৃ. ১৯৩।

৫. ঐ; পৃ. ১৯৪-৯৫।

৬. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৪র্থ খণ্ড)। বর্দ্ধমান, ১৯০৮ ; পৃ. ২৪৮।

৭. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই পত্র ও 'আমি'র অনুলিপি ; 'মোসলেম ভারতের নানা কাগজপত্রের সঙ্গে এতদিন ফাইলবন্দি ছিল। এগুলো শান্তিপুরে কবি ও 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদক মোজাম্মেল হকের পুত্র অবসরপ্রাপ্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার জনাব এম. শরাফ-উল হক সাহেবের (১৯০৯-১৯৯২) সৌজন্যে পাওয়া গেছে। 'বিদ্রোহী' কবিতার সমকালীন প্রতিক্রিয়ার সাক্ষর হিসেবে বিশেষ মূল্যবান এই অপ্রকাশিত পত্রখানা। এইসঙ্গে পরিশিষ্টে মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি' শীর্ষক রচনাটিও সংযোজিত হলো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট : সংযোজন

আমি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, বি.এ.

(১)

আমি বিরাট। আমি ভূধরের ন্যায় উচ্চ, সাগরের ন্যায় গভীর, নভো-নীলিমার ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। চন্দ্র আমারই মৌলিশোভা, ছায়াপথ আমার ললাটিকা, অরুণিমা আমার দিগন্তসীমান্তের সিন্দুরচ্ছটা, সূর্য্য আমার তৃতীয় নয়ন এবং সন্ধ্যারোগ আমার ললাটচন্দন।

বায়ু আমার শ্বাস, আলোক আমার হাস্য জ্যোতি। আমারই অশ্রুধারায় পৃথিবী শ্যামলীকৃত। অগ্নি আমার বুভুক্ষা-শক্তি, মৃত্তিকা আমার হৃৎপিণ্ড, কাল আমার মন, জীবন আমার ইন্দ্রিয়। আমি মেরুতারকার মতো অচপল।

আমি ক্ষুদ্র। প্রত্যুষের শিশিরকণা আমার মুখ-মুকুর, সাগরগর্ভের মুক্তিমুক্তা আমার অভিজ্ঞান পতঙ্গের পক্ষপত্র আমারই নামাঙ্কিত ; অশ্বত্থবীজে আমার শক্তিকণা, তৃণে আমার রসপ্রবাহ, ধূলি আমার ভস্মাঙ্গরাগ।

আমি সুন্দর। শিশুর মতো আমার ওষ্ঠাধর, রমণীর মতো আমার কটাক্ষ, পুরুষের মতো আমার ললাট, বাল্মীকির মতো আমার হৃদয়। সূর্য্যাস্তশেষ প্রায়ান্ধাকারে আমি শশাঙ্কলেখা, আমি তিমিরাবগুণ্ঠিতা ধরণীর নক্ষত্রস্বপ্ন। আমার কান্তি উত্তরউষার (Aurora Borealis) ন্যায়।

আমি ভীষণ,– অমানিশীথের সমুদ্র, শ্মশানের চিতাগ্নি, সৃষ্টিনেপথ্যের ছিন্নমস্তা, কালবৈশাখীর বজাগ্নি, হত্যাকারীর স্বপ্নবিভীষিকা, ব্রাহ্মণের অভিশাপ, দম্ভান্ধ পিতৃরোষ। আমি ভীষণ,-রণক্ষেত্রে রক্তোৎসবের মতো, আগ্নেয়গিরির ধূমাগ্নিবমনের মতো, প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের মতো; কাপালিকের নরবলির মতো, সদ্যশোকের মতো, অখণ্ডনীর প্রাক্তনের মতো, দুর্ভিক্ষের সচল নরকঙ্কালে আমাকে দেখিতে পাইবে, যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর ভোগলালসায় আমারই জিহ্বা লকলক করিতেছে। আমি মহামারী। রুধিরাক্ত-কৃপাণ ঘাতকের অট্টহাসিতে, মৃত-জনের শূন্যদৃষ্টি চক্ষুতারকায় আমার পরিচয় পাইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মধুর-জননীর প্রথম পুত্রমুখচুম্বনেনর মতো, তৃষিত বনভূমির উপর নরবরষার পুষ্পকোমল ধারাস্পর্শের মতো; দিব্যমাল্যাম্বরধরা ব্রীড়াবেপথুমতী বিরাহধূমারুণ লোচনশ্রী নববধূর পাণিপীড়নের মতো, যমুনাপুলিনে বংশীধ্বনির মতো, প্রণয়িনীর সমসমঙ্কোচের মতো, কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধির মতো। আমি ম্যাডনা-বক্ষে নিমীলিত নয়ন স্তনন্ধয় শিশু ;আমি সাবিত্রী অঙ্কে মৃত পতি; আমি বিদর্ভরাজ তনয়ার প্রণয়দূত-হংস; আমি মহাশ্বেতার নয়নসলিলার্দ্র তন্ত্রী বীণা; আমি স্বামীর সহিত সপত্নীর মিলনের স্মিতমুখী বাসবদত্তা; আমি পতিপরিত্যক্তা ত্বমেব ভর্ত্তা ন'চ বিপ্রযোগ"-চনা জানকী। সান্ধ্য আকাশের মেঘস্তরে আমার বসনাঞ্চল ঘুরিয়া যায়, ঊষার আরক্ত কপোলে আমরাই লজ্জারাগ। আমি করুণার অশ্রুজল প্রেমের আত্মত্যাগ, স্নেহের পরাজয়। আমার নত নেত্রের কিরণ সম্পতে রজনী জ্যোৎস্নাময় আমারই সুগোপন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধরণীর উপবন কুসুমিত হইয়া উঠে; আমিই সুখসপ্তের নয়নপল্লবে মৃণাল-বর্ত্তিকায় স্বপ্নাঞ্জন পরাইয়া দিই। আমি হৃদয় সীমায় চুম্বনের মত জাগিয়া উঠি এবং নেত্রপ্রান্তে অশ্রুর মতো ঝরিয়া যাই।

আমি আনন্দ-শরৎ প্রভাতের স্বর্ণলোক। পত্রপুষ্পে ওষধিলতায় সে আনন্দ শিহরিয়া উঠিতেছে; ক্ষুদ্র মৃত্যু, তুচ্ছশোক, অজ্ঞান-অশ্রুর উপরে আমার আনন্দ বৃহৎ অসীম অনন্ত আকার ধারণ করিয়াছে। আমি শনির উপরে বৃহস্পতি, শয়তানের পার্শ্বে জেহোবা, আহিমান শত্রু ওরমজদ, মারবিজয়ী নির্ব্বাণ দেবতা। শ্মশানকুলবাহিনী জাহ্নবী, নিশীথ অন্ধকারে প্রস্ফুটিত ফুলদল, অসহায় ক্রন্দদনের উপাস্য। আমি ধান্তারি হিরণজ্যোতি, গিরিশিলার কলনির্ঝরিণী, ধূসর মৃত্তিকার শ্যাম রোমাঞ্চ। আকাশ আমার আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারে না, আলোক কাঁপিয়া উঠিতেছে গ্রহজগৎ অশ্রুপ্লাবিত, কখনও হিন্দোলোৎসবে মাতিয়া উঠিতেছে। নিখিলের অশ্রুশিশির আমারই হাস্যকিরণে অরুণায়মান।

আমি রহস্রময়, আমি দুর্জ্ঞেয়। অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়াছে, ঊর্ধ্বে আকাশ ও নিম্নে জলস্থল আমার সত্তায় স্তম্ভিত হইয়া আছে। দিগন্তে মৃত্যুর চক্রনেমি সুষুপ্তির রাজ্য। আকাশে অমৃত আলোকের দীপালি-উৎসগ, পৃথিবীপৃষ্ঠে জীবন-মরণের আলোছায়া। আমিই আলোক, আমিই অন্ধকার : আমি নির্ব্বাণোন্মুখ প্রাণশিখা, আমি অনির্ব্বাণ স্থির রশ্মি। আমি বৈতরণীর নাবিক, স্বচ্ছ অন্ধকারে রজতচিক্কণ খরস্রোতে আমার প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট দেখাইবে, জ্যোৎস্নালোকে আমার মুখ গুণ্ঠনাবৃত।

আমি জগতে চেতনা দিয়া নিজে অচেতন। অস্তির মধ্যে আমি নাস্তি। আমিই বিশ্বচিত্র আমিই তাহার চিত্রকর। আমিই হোম, আহুতি এবং হোতা। আমি এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে আপনাকে আপনি অন্বেষণ করিতেছি। আমি অমৃত আস্বাদনের জন্য বিষ পান করিয়াছি, জীবনের জন্য মৃত্যু এবং ধ্বংসের জন্য সৃষ্টি বিধান করিয়াছি। ভোগের জন্য আমি এক হইতে বহু হইয়াছি। পূজা লইবার জন্য আপনি পূজারী হইয়াছি; পরমানন্দের জন্য দুঃখানুভূতি এবং সত্যের জন্য মিথ্যার সৃষ্টি করিয়াছি। আমি মহাচেতনা-ক্ষুদ্রচেতনায় বিভক্ত। আমি এক অদ্বৈত শাশ্বত মহাসঙ্গীত-বিশ্ববীণার অসংখ্য তন্ত্রীর মধ্য বাজিয়া উঠিতেছি। এই গ্রহ-উপগ্রহময় বিশ্বরচনা আমার কন্দুক-ক্রীড়া। আমি জড় জগতের আকর্ষণ শক্তি প্রাণী জগতের ক্ষুধা, এবং মানব জগতের প্রেম। পরমাণুর বিবাহে বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে। আমি সেই বিবাহে প্রজাপতি, আমি স্রষ্টা, আমি ব্রহ্মা। আমি সর্ব্বভূতে আত্মরক্ষণ ধর্ম বিষ্ণুরূপে অবস্থিত। আমি মানব হৃদয়ে প্রেম-মৃত্যুঞ্জয়, আমি মহাদেব। দয়িতের জন্য, প্রিয়জনের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ; সন্তানের জন্য মাতৃরূপার প্রাণত্যাগ, নবীনের জন্য পুরাতনের উচ্ছেদ-আমি সেই মধুর মৃত্যু, সেই মহাপ্রেমিক, মহাকাল। আমিই জীবন, আমিই মৃত্যু, আমিই আবার অমৃত; আমিই সুখ, আমিই দুঃখ, আমিই আবার আনন্দ ; আমিই ষড়রিপু, আমিই আবার প্রেম।

আমি মৃৎপুত্তল, ধরণী আমার প্রসূতি, খণ্ড আমার সহোদর। ঊর্দ্ধে নক্ষত্রমালিনী নিশিথিনী, নিম্নে অযুত তরঙ্গ-কোলাহল-বিক্ষুব্ধ মহাসাগর, আমি বাতাহতপক্ষ বিহঙ্গ। আকাশে সুবর্ণ-চূর্ণ মুঠি ছিটাইয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিলে নিদ্রালস চক্ষু ঢুলিয়া পড়ে। নিম্নের গভীর বজ্রনাদী সাগর গর্জ্জনে কর্ণ বধির হয় এবং ঝাটকান্দোলিত পক্ষ দুইটি ব্যথার ভরে অবসন্ন হইয়া পড়ে।

পৃথিবী শ্যামল, আকাশ নীল ও রৌদ্র হিরন্ময়-আমি সদ্যোদগত পক্ষ পতঙ্গ। পত্রপুষ্প দুলিতে থাকে, বায়ু মধুময় বোধ হয়, বসন্তদিনের কুসুম-সঙ্গীত চিত্তহরণ করে ; কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যার তিমিরাবরণে যখন সকলই ঢাকিয়া যাইবে, তখন হিমসিক্ত পক্ষ দুইটি বায়ুভরে আর কাঁপিবে না। পৃথিবীর পুষ্প বীথিকায় আমার হাসি-অশ্রুর মেলা। রজনীর হিমকণা আমার বক্ষ ও আনন অভিষিক্ত করে, কখনও তাহা হইতেই সুরভির সৌরভের সঞ্চার হয় ; তখন মর্ত্যের বায়ুমণ্ডল একটি প্রদোষ বা একটি প্রভাত ব্যাপারিয়া আমোদিত হইয়া থাকে। শুক্লাযামিনীর কৌমুদী-কিরণ ও শারদ প্রভাতের অরুণিমা যখন হৃদয়ের সহস্রদলকে পূর্ণ বিকশিত করে, যখন পাখি পঞ্চমে গায়িতে থাকে, বসন্ত বায়ুর আতপ্তশ্বাসে নয়নের অশ্রু শুকাইয়া যায়, তখনই অসহ্য পুলকে ঝরিয়া যাই। নিম্নে ধূলিতলে কি অপূর্ব্ব সমাধি-শয়ন। আবার কখন প্রবল বাত্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশনিসম্পাতেও করকা-বৃষ্টি অর্দ্ধ-মুকলিত পুষ্প-জীবত ছিন্নবৃন্ত হইয়া যায়, কালরাত্রির অন্ধকারে অকালে হারাইয়া যাই।

আমি সৃষ্টি-গ্রন্থের প্রহেলিকা। আমার হাসি ক্রন্দনের ন্যায় শোকোদ্দীপক এবং ক্রন্দন হাসি ন্যায় চিত্তহারা। আমি নক্ষত্রলোকের গান গাই, সমগ্র বিশ্বরচনা আমার মানসপটে প্রতিবিম্বিত; আমি নূতন কল্পলোক সৃজন করিতে পারি, কিন্তু পৃথিবীর কঙ্কর কণ্টকে আমার পদতল রক্তাক্ত, পবনতাড়িত ধূলিজালে আমি অন্ধ ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আমি আম-মাংসভোজী। আমি মৃত্যু জলধির উপর শয়ন করিয়া অমৃত-ইন্দুর স্বপ্ন দেখি। কিন্তু কোথায় আকাশের স্থিররশ্মি নক্ষত্রমালা, কোথায় আমার গৃহকোণের তৈল-নিষেকপুষ্ট বায়ুবিকল্পিত ধূমমলিন দীপশিখা! আমি তাহারই আলোকে ছায়া ধরাধরি করিতেছি।

আমি দুর্ব্বল অসহায়। আমার ক্ষুদ্র তনুযষ্ঠি মাধবী মদিরায় ঘুরিয়া পড়ে, অসহ্য শীতবাতে আমার হস্তপদ যূপবদ্ধ পশুর মতো কাঁপিতে থাকে। কিন্তু আমার হৃদয়তলে যে বহ্নি জ্বলিতেছে তাহাও নির্ব্বাপিত হয় না-সে অগ্নিকুণ্ডে বহ্নিবিক্ষু পতঙ্গের মতো ভস্মসাৎ হইয়া যাই। আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছিঁড়িয়া ফেলি, আকাশে দেবতা হাসিয়া উঠে। খধূপের মতো ঊর্ধ্বে উঠিতে যাই, কিন্তু ভস্মাবশেষ হইয়া ধূলিচুম্বন করি। আমি কাষ্ঠস্রোতের অম্বুবিম্ব, প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তে তৃণখণ্ড, স্রোতোবেগ কম্পিত বেতসলতা।

আমি কখনও তন্দ্রাতুর– স্বপ্নবিলাসী; কখনও কর্ম্মবীর্য্যের অবতার। কখনও নিদ্রোত্থিত সিংহের মতো জীবন-গুহার গ্রন্থিছেদনের নিষ্ফল প্রয়াস করিয়া আপনার অহঙ্কারে আপনি মত্ত হইয়া উঠি, শেষে মৃত্যু নিষাদের অব্যর্থশরে আহত হইয়া ক্লিষ্ট জীবন বিসর্জ্জন করি। কখনও স্থির নির্ব্বকার হইয়া মনোরাজ্যে অধিষ্ঠান করি; তখন সোমসূর্য্য লোক-লোকান্তর, গ্রহ উপগ্রহ কিছুই আমার মনোরথের অনধিগম্য নয়। তখন বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব কৌশল ভেদ করিতে পারি, সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা অনুষ্টুপ ছন্দে গাঁথিয়া যাই।

আমি মূর্খ, আমি নির্ব্বোধ। বৃথা বৃদ্ধির গর্ব্বে স্ফীত হইয়া সরল আনন্দ ও সহজ উপভোগ হইতে বঞ্চিত হই। পুষ্পমুকুল যে সৌরভস্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকে, তাহাতেই-তাহার পুষ্পজীব কাটিয়া যায়। একটু আলোক, একটু বায়বীবন ভিন্ন সে আর কিছুই চায় না। পাখি তাহার বসন্তগীত শেষ হইলে কোথায় চলিয়া যায়, আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সুপক্ব, নিটোল স্বর্ণাভ ফল, নীল আকাশতলে পক্ষ মুক্ত করিয়া সন্তরণ, দুটি গান ও সরসী জলে পুচ্ছসংস্কার-সে আর কিছুই চায় না। কিন্তু আমি ভোগের অনন্ত উপকরণ কোলে করিয়া কাঁদিতেছি, অতীত স্মৃতি ও ভবিষ্যৎ ভয় আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। নিষ্ফল স্বপ্ন ও কুতর্কজাল বিস্তার করিয়া আমি আপনাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি বন্দি করিয়াছি। জীবন আমার জন্য শোক করিতেছে, মৃত্যু অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

আমি উন্মাদ। পর্ণকুটীরে হোমাগ্নি জ্বালিয়াছি, সাগর, বালুকায় গৃহরচনা করিয়াছি, আমি নিদাঘ ঝটিকায় তুলসীমূলে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়াছি– আমি ভালোবাসিয়াছি। হায় উন্মাদ। ক্ষয়িতমূল নদীতটে আসন্ন আঁধারে কার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে? ধূলি ধূলিকে আলিঙ্গন করিতেছে। মৃত্যু-পুরোহিত বিবাহমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে। উহার নাম কী? প্রেম! মৃত্যু-রোগের অব্যর্থ ঔষধ? একা থাকিলে মরিয়া যাইব, তাই আর একজনের হাত ধরিতে হইবে। এক ভিখারী আর এক ভিখারীকে অন্ন দিবে, একজন অন্ধকে পথ দেখাইবে? বর্ষারাত্রে বজ্রবিদ্যুৎময় আকাশতলে গৃহহারা আমি কাহাকে জড়াইয়া ধরি? যখন মস্তকের উপর কৃতান্তে শাণিত কৃপাণ ঝুলিতেছে, তকন নিমীলিত নয়নে কার অধর সুধা আস্বাদন করিতেছি।

কিন্তু পাড়ি না। জ্ঞান-সত্যের লৌহকবচ এই মুহ্যমান হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতে পারে না, কিন্তু এই পুষ্পময় আঙ্গাবরণ পরিধান করিলে মৃত্যু-বিভীষিকা পলায়ন করে। অমৃত কী তাহা জানি না, কিন্তু যেন তাহার আভাস পাইয়াছি। জননীর পয়োধর, শিশুর অধরপুট ও প্রণয়িনীর বাহুবেষ্টন অন্য জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; তখন ধরণীর ধূলি হইতে আকাশের পানে চাহিতে ইচ্ছা করে; অন্তরের মধ্যে যে বাসনা জাগিয়া উঠে, তাহা মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া বোধ হয়। কে বলিবে ইচ্ছা করে; অন্তরের মধ্যে যে বাসনা জাগিয়া উঠে, তাহা মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া বোধ হয়। কে বলিবে সে কি মোহ-সে কি ভ্রান্ত ? কিন্তু আর একনজরে অশ্রু দেখিলে, আমার অশ্রু শুকাইয়া যায়, আর একজনের হাসি দেখিলে মৃত্যুভয় থাকে না। আর একজনের হাত ধরিলে অনায়াসে অদৃষ্টকে পরিহাস করিতে পারি। এ মদিরা পান করিলে সকল দুঃখ বিস্মৃত হই। তখন কুটীরাঙ্গণে পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্নালোক ব্যর্থ মনে হয় না। একটি চাহনি, একটি চুম্বন, একটু হাসি, একটু অশ্রুজল পাগল করিয়া দেয়। পৃথিবী ঘুরিয়া যাক, আকাশ চন্দ্রতারকা লইয়া ছিঁড়িয়া পড়ুক, আমার আবেগ প্রশমিত হইবার নয়। আমি তখন কণ্ঠে কালকূট ধারণ করিয়া মাহনন্দে নৃত্য করি।

আমি ক্ষুদ্র, কিন্তু বিরাটকে আমি ধারণা করিতে পারি। আমি মরণশীল, কিন্তু অমৃত আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছে। আমি দুর্ব্বল, কিন্তু আমার চিন্তা-শক্তি ধরণীকে নবকলেবর প্রদান করে। আমি অন্ধ, কিন্তু ঊর্ধ্ব হইতে আমার মুখে যে আলোকে আসিয়া পড়ে তাহাতে ত্রিভুবন আলোকিত হইয়া যায়। কে বলিবে, আমি কে? এ সমস্যার কে সমাধান করিবে।

[মানসী', পৌষ ১৩২১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল
এক সুরের দুই কাননের পাখি

ব্যক্তিজীবন ও শিল্প-স্বভাবে খুব গভীর কোনো মিল খুঁজে না পাওয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ও নজরুলকে (১৮৯৯-১৯৭৬) বাঙালি নানা কারণে এ সুতোয় বাঁধতে চান। লেখক ও মানুষ হিসেবে ফারাক সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে যতটুকুই মিল তার গুরুত্বও উল্লেখ করার মতো। দুই কবিই ছিলেন উদার, অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তমনের অধিকারী। দুজনেই সামাজিক কলহ ও জাতিগত বিভেদের মূল কেটে মিলনের পথ রচনা করতে চেয়েছেন, পাশাপাশি তৎপর ছিলেন সমাজ থেকে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলতে। এই মিলটুকু জাতিগত চেতনাগত দিক দিয়ে দুজনকে কাছাকাছি আনে–তার মূল্যও কম নয়।

তবে আহত হতে হয় যখন দেখা যায়, রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্ররোচনায় খণ্ডিত বিচার ও ভুল মূল্যায়নের পালা চলতে থাকে। ফলে দুজনকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা সম-পাঙক্তেয় ভাবার লোকেরও অভাব নেই। দুজনকেই নিজের সম্প্রদায় যেমন, প্রতিবেশী ভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছ থেকেও অনুচিত আঘাত-অনাদর পেতে হয়েছে। রবীন্দ্র-বিদূষণের মানসতা পাকিস্তান-পর্বের পূর্ববঙ্গে বিশেষ মদদ লাভ করে। নজরুল-রচনার মুসলমানিকরণের চেষ্টাও কখনো কখনো দেখা গিয়েছে এই ভূখণ্ডে। একটা সময়ে পূর্ববঙ্গের বেতারে নজরুলের শ্যামাসংগীত যেমন নিষিদ্ধ ছিল, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের আকাশবাণী থেকেও তাঁর ইসলামী সংগীতের প্রচার বিবেচনায় আসেনি। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-রা যেমন রবীন্দ্রবিদ্বেষ প্রচারে আগ্রহী ছিলেন, তেমনি সজনীকান্ত দাস-নীরদচন্দ্র চৌধুরীদের কাছ থেকেও নগ্ন আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে নজরুলকে। অসাহিত্যিক এবং সাম্প্রদায়িক ও দ্বিজাতিতত্ত্বের সাংস্কৃতিক বিচারে দুর্ভাগ্য এই দুই কবিকেই কমবেশি বরণ করতে হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল–এই দুই কবির সম্পর্কের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের এক কৌতূহল-জাগানো অধ্যায়। দু'জনের বয়সের পার্থক্য ছিল প্রায় চল্লিশ বছরের। নজরুল যখন সাহিতচর্চা শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ তখন খ্যাতির শীর্ষে শুধু নন, বিশ্বজনীন স্বীকৃতি ও পরিচিতিও অর্জন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার পরিধি ছিল প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আর নজরুলের মাত্র চব্বিশ বছর। লেখালেখির প্রায় সূচনাপর্বেই রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ লাভ করেন নজরুল। দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল শ্রদ্ধা ও প্রীতির, অনুরাগ ও গুণগ্রাহিতার, আবার সেই সঙ্গে অভিমান ও অভিযোগেরও।

তিন

ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন নজরুল। কেউ কেউ জানিয়েছেন, অল্প বয়সেই তিনি রবীন্দ্রনাথের কট্টর ভক্তে পরিণত হন। সেই বয়সেই দেবতাজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথের ছবিকে সামনে রেখে পূজা করতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন সম্পর্কের দারুণ টানাপোড়েন, সেই সময়ে কিছুটা কটুভাষ্যের রচনা 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ'-এ নজরুল এ বিষয়ে নিজেই বলেছেন : 'বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয় মন দিয়ে, যেমন ক'রে ইষ্টদেবতাকে পূজা করে।' ভক্তির আতিশয্য এতটাই প্রবল ছিল যে তা সহিংস হয়ে উঠতে দেরি লাগেনি। রবীন্দ্র-নিন্দা বা সমালোচনা তিনি কখনোই বরদাশত করতে পারতেন না। একবার এই রকম কয়েকজন সমালোচক বন্ধুর ওপরে তিনি চড়াও হন এবং একজনকে আক্রমণ করে রক্তাক্তও করেন। ঘটনার নায়ক নজরুলের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ হয়, কিন্তু কম বয়সের কারণে আদালত তাঁকে রেহাই দেন (বাঁধন সেনগুপ্ত : ১৯৯৮)। অবশ্য এই ধরনের ঘটনাকে প্রায়-অবিশ্বাস্য মনে হয় এবং রবীন্দ্রভক্ত নজরুলকে তা গৌরবদান করে না। স্কুলে কবিতা মকশো করার সময়ও রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁর আদর্শ। স্কুলের শিক্ষকের বিদায় অনুষ্ঠানে নবম শ্রেণীর ছাত্র নজরুল গান গেয়েছিলেন, সে গানও রবীন্দ্রনাথেরই লেখা-'হে ক্ষণিকের অতিথি এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া'। ঊনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্টে হাবিলদার নজরুলের সহকর্মী জমাদার শম্ভু রায় নজরুলের সাহিত্যপ্রীতির কথা স্মরণ করে বলেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত পুস্তক... কাজীর কাছে ছিল' (বাঁধন সেনগুপ্ত : ১৯৯৮)। পল্টন-ফেরতা নজরুল যখন কলকাতায় এসে বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বোর্ডিং হাউসে কয়েকদিন কাটিয়ে কলেজ স্ট্রিটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আপিসে ডেরা বাঁধেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন সেখানকার বন্ধুরা 'কৌতূহলের বশে' তাঁর 'গাঁটরি-বোঁচকা' খুলে নানা জিনিস বই-পুস্তকের মধ্যে 'রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপিরও হদিস পান (মুজফফর আহমদ : ১৯৬৯)। এ থেকে ভালোই বোঝা যায, সৈনিক জীবনে নজরুল গানের চর্চাও বেশ করতেন এবং রবীন্দ্রসংগীত এই চর্চায় প্রধান আসন পেয়েছিল।

কলকাতায় ফিরে এসে গানের জগতে খ্যাতিলাভের আগে ও পরে আসরে-বাসরে নজরুল মূলত রবীন্দ্রনাথের গানই গাইতেন। তাঁর গলায় এই গান কেমন খুলত সে অবশ্য ভিন্ন কথা। কেরানি বা ছাত্রদের নানা মেস-হোস্টেল ও অবাঙালি বস্তিতে গানের আসরে নজরুলের সঙ্গী তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু এ-বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন : ... সে মূলত গাইত রবীন্দ্রনাথের গান। এত বেশি রবীন্দ্র-সংগীত সে কী করে মুখস্ত করেছিল তা ভেবে আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। সমস্ত 'কুরআন' যাঁরা মুখস্ত করেন তাঁদের হাফিজ বলা হয়। আমরা বলতাম নজরুল ইসলাম রবীন্দ্র সংগীতের হাফিজ' (মুজফফর আহমদ : ১০৬৯)। নজরুল কীভাবে রবীন্দ্রনাথের গানকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সে বিষয়ে ঐ বন্ধু আরো জানাচ্ছেন : 'নানান জায়গায় গান গাওয়ার ভিতর দিয়ে শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সহিত নজরুল ইসলামের সংযোগ ও পরিচয় ঘটে। রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক হিসেবে তখন কলকাতায় শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের খুব নাম। এই পরিচয়ের পর হতে হরিদাসবাবু ও নজরুল রবীন্দ্র সংগীত গাওয়ার জন্য একসঙ্গে অনেক জায়গায় যেতে লাগলেন' (মুজফ্ফর আহমদ : ১৯৬৯)।

শুধু গান গাওয়াই নয়, শেখানোর ক্ষেত্রেও বেশির ভাগ সময়েই রবীন্দ্রনাথের গানকেই নজরুল বেছে নিতেন। গান তুলে দেওয়ার অনুরোধ কিংবা নিজের গরজে গান শেখানোর বেলায়েতও তিনি রবীন্দ্রসংগীতকেই প্রাধান্য দিতেন। ঢাকায় গিয়ে কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় গভীর সখ্য গড়ে ওঠে। মোতাহার হোসেন তখন কিছুকাল মজেছিলেন। তাঁকেও নজরুল দু'টি গান তুলে দিয়েছিলেন। দু'টি গানই রবীন্দ্রনাথের-' কে যেন আমারে এনছে ডাকিয়া এসেছি ভুলে' এবং 'তোরা পারবি নাকি যোগ দিতে সেই ছন্দরে'। এই ঢাকাতেই নজরুল প্রতিভা সোমকে 'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে', উমা মৈত্র নোটনকে 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি' আর ফজিলাতুন্নেসার সহোদরা শফিকুন্নেসাকে শিখিয়েছিলেন 'হে ক্ষণিকের অতিথি' (যোবায়দা মির্যা : ১৯৮৭)। কাজী মোতাহার হোসেন মন্তব্য করেছেন : 'প্রথম যৌবনে নজরুল রবীন্দ্রনাথের গানকে সবকিছুর উপর স্থান দিয়েছিলেন' (রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত : ১৪০২)। 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্য'র আরো অনেক গানও যে 'নজরুল গাইতেন' মোতাহার সে-কথা বলতেও ভোলেননি। যেবার ড. মুহম্মদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহীদুল্লাহ ও নজরুল শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান, সেবারে ট্রেনের মধ্যে নজরুল শহীদুল্লাহকে 'গীতাঞ্জলি'র সব গান স্মৃতি থেকে গেয়ে শোনান। পরে এ-কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা নজরুলকে যে এমনভাবে অধিকার ও আবিষ্ট করেছিল, তার প্রমাণ ও পরিচয় কেবল আসরে-বাসরে নয়, তাঁর সাহিত্যেও মেলে। নজরুলের গল্পের বই 'ব্যথার দান' (১৯২২) ও 'রিক্তের বেদন '(১৯২৪) এবং 'বাঁধনহারা' (১৯২৭) নামের পত্রোপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার প্রচুর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। সব উদ্ধৃতিই যে লাগসই বা প্রাসঙ্গিক, এ কথা বলা না গেলেও রবীন্দ্রসাহিত্য যে তাঁর অন্তরের ও উপলব্ধির জিনিস হয়ে উঠেছিল, তা কবুল করতেই হয়।

চার

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম দেখা কবে-কোথায় হয় সে নিয়ে নানা কাহিনি প্রচার পেয়েছে। তবে আলাপের আগেই যে রবীন্দ্রনাথ নজরুলের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, সে খবর পাওয়া যায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথায়। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচর্চায় ('চলমান জীবন', ২য় খণ্ড) জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ কথায় কথায় একদিন সত্যেন্দ্রনাথের কাছে নজরুলের কবিতার প্রশংসা করেন 'ভাবের সংস্কৃতি সমন্বয়ের সাধনায়... এক নতুন অবদান' সৃষ্টির জন্য তাঁর কবিতা রবীন্দ্রনাথকে রীতিমতো 'বিস্মিত' করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথের মুখে এই কথা শুনে নজরুল অভিভূত হয়ে পড়েন। এর কিছু পরেই দুই কবির সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু সাক্ষাতের বিবরণ রং চড়িয়ে একেকজন যেভাবে দিয়েছেন, তা অনেকটাই অবাস্তব ও অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। সঙ্গত কারণেই আলোচক বলতে বাধ্য হন : 'এসব ঘটনা বিশ্বাস করা শক্ত' (আনিসুজ্জামান : ১৪১৭)। কথিত সাক্ষাৎকার নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন: '... নজরুলের প্রথম ঠাকুরবাড়িতে আবির্ভাব সে যেন ঝড়ের মতো। অনেকে বলত, তোর ঐ সব দাপাদাপি চলবে না জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, সাহসই হবে না তোর এমনিভাবে কথা কইতে। নজরুল প্রমাণ করে দিলে যে সে তা পারে। তাই একদিন সকালবেলা 'দে গরুর গা ধুইয়ে' এই রব তুলতে তুলতে সে কবির ঘরে গিয়ে উঠল, কিন্তু তাকে জানতেন বলে কবি বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হলেন না' ('কবিতা', কার্তিক-পৌষ ১৩৫১)। ঠাকুরবাড়িতে অপরিচিত নজরুল এই প্রথম গেলে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'জানতেন' কথাটি আসে কেমন করে-কথক এই অসঙ্গতির বিষয় বিবেচনা করেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের বিবরণে প্রকাশ, যে-সংখ্যা 'বিজলী' পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশ পায়, তার কয়েকটি কপি নিয়ে নজরুল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। নজরুল 'গুরুজী' 'গুরুজী' বলে চেঁচিয়ে ডেকে রবীন্দ্রনাথে মুখোমুখি হন এবং রহস্য করে তাঁকে 'হত্যা' করবেন বলে জানান। তারপর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি পড়ে শোনান কবিকে। কবিতা শুনে রবীন্দ্রনাথ 'স্তব্ধ বিস্ময়ে' তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর তাঁকে আলিঙ্গন করে বলেন : 'হ্যাঁ কাজী তুমি আমায় সত্যই হত্যা করবে। আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার কবিতা শুনে। তুমি যে বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই' (মাসিক 'বসুমতী', কার্তিক ১৩৬২)। অবিনাশচন্দ্রের মতে সময়টা ১৯২২-এর জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ। আরো কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে নজরুলের নামে 'গাড়োয়ানি রসিকতা'র গল্প ফেঁদেছেন (আবদুল আজীজ আল-আমান : ১৩৮৭)।

এরপর আসে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবরণের কথা। একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পবিত্রের আলাপকালে নজরুলের প্রসঙ্গ ওঠে। পবিত্রর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা শুনে কবি নজরুলকে একসময় জোড়াসাঁকোয় নিয়ে আসার জন্য বলেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে নজরুল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান। রবীন্দ্রনাথ নাকি 'বহুক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে তরুণ কবির দিকে তাকিয়ে রইলেন' এবং 'বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর কবিগুরু কেবল একটি মাত্র কথা বললেন, "বস"। তারপর বহুক্ষণ তাঁরা নীরবেই বসে রইলেন। সেদিন আর বিশেষ কোনো কথা হয়নি।' এই ঘটনার কথায় খুব জোর দিয়ে বলা হয়েছে, 'এই-ই প্রথম দর্শন' (আবদুল আজীজ আল-আমান : ১৩৮৭)।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন, একদিন সকালে নজরুলকে সঙ্গে করে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে যান। নজরুলকে কবি গান শোনাতে বললে তিনি পরপর কয়েকটি গান গেয়ে শোনান। গান শুনে খুশি হন রবীন্দ্রনাথ এবং পরে সৌম্যেন্দ্রনাথের কাছে 'নজরুলের নিজস্ব একটি জোরাল ধরন আছে' বলে মন্তব্য করেন। এদিন কোনো এক প্রসঙ্গে তিনি নজরুলকে তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচার কথা বলেছিলেন। এই মন্তব্য তাচ্ছিল্যের নয়, কেন্দ্রচ্যুত না হওয়ার সস্নেহ সতর্কবাণী। রবীন্দ্রনাথ নজরুল মধ্যে এক ব্যতিক্রমী কাব্যস্বভাব ও খুব বড়ো সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই 'মাতালের নিত্য সান্ধ্য নেশার মতন' সেই প্রতিভার যাতে অপচয় না হয়-'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'তে যেন পথ না-হারায়-সেই প্রত্যাশা থেকেই এই কথা বলেছিলেন। তবে আলাপের ধরন দেখে মনে হয় প্রথমবারের পরিচয়ের কথোপকথন এমন হতে পারে না। হয়তো পরে কোনো এক সময়ে দেখা হলে এই ধরনের কথা বলেছিলেন কবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে ১৯২১-এর অক্টোবর মাসের কোনো এক তারিখে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে নজরুলের দেখা হয়-অনেকেরে মতে এই হলো খাস-খবর। নজরুলের সঙ্গে ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এই সাক্ষাৎকালের সাক্ষ্য মেলে 'রবীন্দ্র-জীবনী' (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : ১৪০৬) ও রবীন্দ্রনাথের সচিব সুধাকন্ত রায়চৌধুরীর অনুজ নিশিকান্ত রায়চৌধুরীর লেখায় ('কথাসাহিত্য', জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭)। সুধাকান্তের 'দৌত্যে' প্রথমবারের এই সাক্ষাতের ঘটনা ঘটে (আনিসুজ্জামান : পূর্বোক্ত), এই ধারণা পুরোপুরি ষাট বছর পূর্তিতে (৮ মে ১৯২১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় নজরুল উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে অনুষ্ঠানমঞ্চে তাঁর পাশে বসার জন্য বলেন। এ নিয়ে আমন্ত্রিত কারো কারো মধ্যে বেশ প্রতিক্রিয়াও জাগে (শান্তিপদ সিংহ : ১৩৭৯)। এই ঘটনা সত্য হলে তো ১৯২১-এর মে মাসের আগে থেকেই নজরুল রবীন্দ্রনাথের পরিচিত ছিলেন। তাই যদি হয়, তাহলে তো অন্য সব দেখা-সাক্ষাতের কাহিনি এর পরেরই ঘটনা। নজরুল এক জায়গায় বলেছেন, 'অনেক দিন তাঁর কাছে না গেলে নিজে ডেকে পাঠিয়েছেন।' আসলে রবীন্দ্র-নজরুল প্রথম সাক্ষাৎকার নিয়ে যে রহস্য ও বিভ্রান্তি তার মূলে রয়েছে কারো কারো কল্পিত কাহিনি তৈরি, সাল-তারিখের গরমিল ও অতি-কথনের ঝোঁক। বাঙালি যে 'মিথ' তৈরি করতে ভালোবাসে, নাটকীয় ঘটনা পছন্দ করে,–এই দুই কবির সাক্ষাতের বিষয়ের ঘটনা সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়।

AMARBOI.COM

পাঁচ

নজরুলের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-প্রতি-অনুরাগের পরিচয় নানাভাবে মেলে। সাক্ষাতের আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের কৌতূহলের কথা জানা যায়। আর পরিচয়ের পর তা বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে। প্রথম সাক্ষাতেই(?) রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে একটি 'প্রস্তাব' দিয়েছিলেন : 'নজরুল শান্তিনিকেতনে চলুক। সেখানে সে ছেলেদের কিছু কিছু ড্রিল শেখাবে আর গান শিখবে দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরে কাছে' (মুজফ্‌ফর আহমদ : আগ শেখার কথা পেড়েছিলেন। এ-সম্পর্কে একজন সংগীতবিদ যে মন্তব্য করেছেন তা স্মরণ করা যেতে পারে : 'আর দিনু ঠাকুরের কাছে নজরুলের গান শেখা-এ কথায় হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারিনে। নজরুল ছিলেন উত্তর-ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের একজন সিদ্ধ শিল্পী। খেয়াল-ঠুংরী-নাত-গজল-গীত-কাওয়ালী-হোরী-কাজরী প্রভৃতি অপূর্ব সুরের মাদকতাময় লাইট গানের এক বিচিত্র ভাণ্ডারী। তদুপরি হিন্দুস্তানি রাগ-রাগিণীর এক রসজ্ঞ বোদ্ধা। তিনি যাবেন দিনু ঠাকুরের মতো এক আকাট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাগরাগিণী-অনভিজ্ঞ খেয়ার-ঠুংরীয় ঘরানা সংগীতে অজ্ঞ বিষ্ণুপদী ধ্রুপদ মাত্রসার এক ওঁচা গানাদারের কাছে গান শিখতে। প্রস্তাবটির অবাস্তবতায় হেসে বাঁচিনে' (নারায়ণ চৌধুরী : ১৯৯০)। নজরুল নিজের বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ 'কতদিন তাঁর তপোবনে গিয়ে থাকবার কথা বলেছেন'। এই কথাটি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-সৌজন্যের তথ্য হিসেবে তিনি পেশ করেছেন, সেই 'তপোবনে' বাসের আকাঙ্ক্ষা তাতে ফুটে ওঠে না।

১৯২২-এর ১২ আগস্ট নজরুলের সম্পাদনায় অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' বের হয়। নজরুলের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ২৪ শ্রাবণ ১৩২৯ আট পঙক্তির একটি কাব্যবাণী 'কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু' বরাবর পাঠিয়ে দেন :

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দ্দিনের এই দুর্গলিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অন্ধচেতন।

AMARBOI.COM

রবীন্দ্রনাথের এই আশর্বাণী শিরোভূষণ হিসেবে পত্রিকা বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। 'ধূমকেতু' উঠে যাওয়ার কয়েক বছর পর ১৯২৫-এর ২৫ ডিসেম্বর প্রকাশ পায় সাপ্তাহিক 'লাঙল'। লেবার-স্বরাজ পার্টির মুখপত্র এই পত্রিকার প্রধান পরিচালক ছিলেন নজরুল। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে 'লাঙল' পত্রিকার জন্যও রবীন্দ্রনাথের কয়েক ছত্রের শুভেচ্ছা-পদ্য পাওয়া সম্ভব হয় এবং তা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পায় :

জাগো, জাগো বলরাম
ধর তব মরু-ভাঙ্গা হল।
বল দাও, ফল দাও
স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল॥

'ধূমকেতু'র প্রকাশ বন্ধ হয় নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামের উত্তেজক কবিতার জন্য। নজরুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় রাজদ্রোহের। এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছরের মেয়াদে তাঁকে কারাদণ্ড পেতে হয়। পর্যায়ক্রমে তাঁর ঠাঁট হয় আলিপুর, প্রেসিডেন্সি ও হুগলি জেলে। জেলখানার নানা অব্যবস্থা ও অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে নজরুল আমরণ অনশনের কঠিন সিদ্ধান্ত নেন। তখন তিনি হুগলি জেলে আটক।

বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, লেখক-রাজনীতিক কারো অনুরোধেই তিনি অনশন ভাঙতে রাজি হননি। অনশনরত নজরুলের শারীরিক অবস্থায় অবনতিতে উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি জেলের ঠিকানায় তাঁকে তার করেন এই বলে : ' Give up hunger strike-our literature claims you' : কারা-কর্তৃপক্ষ 'the addressee not found ' মন্তব্য লিখে তারবার্তা ফেরত পাঠায়। হতাশ ও ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানান : '... ওরা আমার বার্তা ওকে দিতে চায় না, কেন না নজরুল প্রেসিডেন্সি জেলে না থাকলেও ওরা নিশ্চয় জানে সে কোথায় আছে। অতএব নজরুল ইসলামের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না-'। বিষয়টি জানা যায় পরে, যখন 'নজরুল জন্মোৎসব কমিটি'র সম্পাদকের কাছে রথীন্দ্রনাথ এক চিঠি লেখেন, তখন। এতে তিনি তারবার্তার বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'কবি নজরুল ইসলাম আমার পূজনীয় পিতৃদে রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহভাজন ছিলেন' ও তাঁকে 'গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতেন' এবং 'কী অপরিসীম উদ্বেগ ও আগ্রহের মধ্যে বিশ্বকবি সেদিন আহ্বান জানিয়েছিলে বিদ্রোহী কবি নজরুলকে-Our literature claims you-'। নজরুল যখন জেলে সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথে গীতিনাট্য 'বসন্ত' (ফাল্গুন ১৩২৯) প্রকাশ পায়। বইটি তিনি নজরুলকে উৎসর্গ করেন-'শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু'-এই বলে। এই উৎসর্গের কিছু বিশেষত্ব ও তাৎপর্য আছে। প্রথমত, নজরুলকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে 'কবি' বলে স্বীকার করে নেন। দ্বিতীয়ত, যৌবন-আনন্দ-উৎসব এই ঋতুর সঙ্গে নজরুলের চারিত্রের বিশেষ ঐক্য ছিল। তৃতীয়ত, নজরুলের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে একে এক ধরনের প্রতীকী প্রতিবাদও বলা যায়। চতুর্থত, এর আগে তিনি স্বজন ও ' সমাজে'র ব্যক্তি ছাড়া বোধহয় বাইরের আর কাউকে বই উৎসর্গ করেননি। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের নাম লিখে নিজে স্বাক্ষর করে বইটি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মারফত পাঠান। তাঁকে নজরুলকে বলতে বলেন : 'আমি নিজের হাতে তাকে দিতে পারলাম না বলে সে যেন দুঃখ না করে। আমি তাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আর বলো, কবিতা লেখা যেন কোনো কারণেই সে বন্ধ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে, কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা জোগাবার কবিও তো চাই।' এই বই পেয়ে নজরুল যে কেমন বাঁধ-ভাঙা খুশির জোয়ারে ভেসে যান তার বিবরণ আছে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায়। বইয়ের উৎসর্গপত্র দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলের লাফ দিয়ে পড়েন লোহার গরদের ওপর। বই-বাহক বন্ধু পবিত্র গরাদের ভেতরে প্রবেশ করলে প্রবল উত্তেজনায় নজরুল তাঁকে জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করেন। এরপর 'ছিটকে পড়া বইখানা তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বুকে চেপে' ধরেন। পরে নজরুল তাঁর এক লেখায় সেদিনের এই অভাবনীয় প্রাপ্তির কথা স্মরণ করে বলেছেন : 'তাঁর এই আশীর্বাদী-মালা পেয়ে আমি জেলের সর্বজ্বালা, যন্ত্রণা, অনশন-ক্লেশ ভুলে যাই।' কবিতাও উল্লেখ করেন :

সে সুন্দর, বহ্নিদগ্ধ মোর বুকে তাই
দিয়েছিলে 'বসন্তে'র পুষ্পিত মালিকা।

রবীন্দ্রনাথ যে নজরুলের মতো একজন কয়েদিকে বই উৎসর্গ করতে পারেন এই অবিশ্বাস্য ঘটনা জানত পেয়ে ইংরেজ কারা কর্তৃপক্ষ বিস্মিত হয়।

নজরুলকে বই উৎসর্গ নিয়ে রবীন্দ্র-পরিকরদের মধ্যে বেশ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কেউ কেউ ভারি অপ্রসন্নও হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন : 'নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে তোমাদের মনে যেন কিছু সন্দেহ রয়েছে। নজরুলকে আমি 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গপত্রে তাঁকে 'কবি' বলে অভিহিত করেছি। জানি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা অনুমোদন করতে পারনি। আমার বিশ্বাস, নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করেছ। আর পড়ে থাকলেও রূপ ও রসের সন্ধান করনি, অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছ মাত্র।' পাশাপাশি তিনি এ-ও উল্লেখ করেন : 'কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকতে পারে না এসব তোমাদের আবদার বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন সে সুরে বাঁধা, অসির ঝনঝনায় যখন সেখানে ঝঙ্কার তোলে, ঐকতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্য তাকে প্রকাশ করবে বৈকি! আমি যদি আজ তরুণ হতাম, তাহলে আমার কলমেও ঐ সুর বাজত।'

ঐ একই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ নজরুলের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা তাঁর প্রজ্ঞাময় মূল্যায়ন হিসেবে গণ্য হতে পারে :

ক. 'বিদগ্ধ বাগ্‌বিন্যাসের যেমন মূল্য আছে, সহজ সরল তীব্র ও ঋজু বাক্যের মূল্যও কিছু কম নয়। তীব্রতাও রসাত্মক হলেই কাব্য হয়ে ওঠে, যেমন উঠেছে নজরুলের বেলায়।'

খ. 'জনপ্রিয়তা কাব্যবিচারের স্থায়ী নিরিখ নয়, কিন্তু যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে, তা শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয়

তবে রবীন্দ্র-নজরুলের এই যে প্রীতিময় সম্পর্ক, তা কিন্তু বরাবর এক তাকে চলেনি-একসময়ে তাতে কিছু সময়ের জন্য হলেও চির ধরেছিল। অনেকেই নজরুলের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কান ভারি করতে থাকেন। 'শনিবারের চিঠি'র কেউ কেউ তাঁকে বিভ্রান্তও করেছিলেন। নিজের বিবেচনাতেও তরুণ লেখকদের প্রতি তিনি কিছুটা সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছিলেন, তার মধ্যে নজরুলও ছিলেন-এমন অনুমান কেউ কেউ করে থাকেন। 'বিচিত্রা'য় (শ্রাবণ ১৩৩৪) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ, 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে মোহিতলাল মজুমদারের প্রশংসা করতে গিয়ে কিছু তুলনা-মন্তব্য, 'শনিবারের চিঠি'তে (মাঘ ১৩৩৪) প্রকাশিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা কবির চিঠি নজরুলকে বেশ তাতিয়েছিল। কেউ কেউ তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হন, এসব মন্তব্যের উপলক্ষ ও লক্ষ্য তিনিই। গুরু-শিষ্যের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠল ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭-এ প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদ আয়োজিত সংবর্ধনাসভায় কবির মৌখিক বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে। পরে অনুলিখিত ভাষণটি রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনে 'প্রবাসী' (ফাল্গুন ১৩৩৪) পবিত্রকায় ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল 'রক্ত' শব্দের বদলে 'খুন' ব্যবহারে। 'খুন' শব্দের ব্যবহার করেন। তাই নজরুলের এ কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না যে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ তাঁরই বিরুদ্ধে। মুদ্রিত ভাষণে 'কোনো একজন বাঙালি হিন্দু কবি'র কথা বলা হয়েছে। অবশ্য 'রবীন্দ্রনাথ বাঙালি হিন্দু কবি বলেছিলেন, না বাঙালি কবি বলেছিলেন, না উদীয়মান কবি বলেছিনে, এ নিয়ে মতভেদ আছে' (আনিসুজ্জামান : ১৪১৭)। আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন এমন বড়ো 'হিন্দু কবি' দুজনের নাম মনে পড়ে–সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদার। এঁদের কবিতায় 'খুন' শব্দ আছে কি না বলা মুশকিল। আর 'উদীয়মান' বা স্বল্পপরিচিত কোনো কবির শব্দ-ব্যবহার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মাথা ঘামাবেন-দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করবেন, এমন কথা ভাবতে মন সায় দেয় না। 'বাঙালি' কবি হিসেবে নজরুলের কথা মনে আসাটা অস্বাভাবিক নয়। ফলে নজরুল বেশ ঝাঁজ মিশিয়ে আবেগী ভাষায় 'বড়োর পিরীতি বালির বাঁধ' নামে 'আত্মশক্তি' (১৪ পৌষ ১৩৩৪) পত্রিকায় এই বক্তব্যের জবাব দেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ভক্তি-অনুরাগ এবং কবির কাছ থেকে যে উদার স্নেহ-আনুকূল্য লাভ করেছিলেন সে-সব কথাও খেদের সুরে বলেছেন। আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে পক্ষে বেশ ভালোভাবেই দৃষ্টান্ত টেনে ও যুক্তি তুলে ধরে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নজরুল। এই লেখায় নজরুলের আবেগ, অভিমান ও ক্ষোভ যেন ফেটে পড়েছিল। কাছাকাছি সময়ে ঐ 'আত্মশক্তি'তেই (২০ মাঘ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩৩৪) প্রমথ চৌধুরী লিখলেন 'বঙ্গসাহিত্যে খুনের মামলা'। এতে তিনি সাফাই গান রবীন্দ্রনাথ কোনোক্রমেই নজরুলকে ইঙ্গিত করে তাঁর বক্তব্য পেশ করেননি। পাশাপাশি তিনি-এ কথা স্মরণ করিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই একসময় 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় 'খুনি' শব্দের ব্যবহার করেন। হয়তো একটা সমঝোতা-ভুল-বোঝাবুঝি নিরসনের সদিচ্ছা নিয়েই প্রমথ চৌধুরী এই প্রবন্ধে লেখার গরজ অনুভব করেন। যা-ই হোক, অচলা ভক্তি ও অপরিসীম শ্রদ্ধা সত্ত্বেও নজরুল যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন তা তাঁর নিজের কৈফিয়ৎ হিসেবে একেবারে অপ্রয়োজনীয় বা অযৌক্তিক ছিল না। অবশ্য নজরুলের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এমন কঠোর মন্তব্য ও মনোভাব এই প্রথম এবং এই-ই শেষে। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মৌখিক বা লিখিত কোনো জবাব দেওয়া সমীচীন মনে করেননি। নজরুলের তরফ থেকেই বেশ কিছুকালের জন্য একটি শীতল সম্পর্ক রচিত হয়েছিল।

সাত

সাময়িক উত্তেজনায় বশে নজরুলের মনে যে প্রতিক্রিয়া জেগেছিল তা কেটে যেতেও সময় লাগেনি। এর মাত্র দশ মাসের মধ্যেই নজরুলের নির্বাচিত কাব্যসংকলন 'সঞ্চিতা' (অক্টোবর ১৯৩৪) প্রকাশিত হয় এবং তা তিনি রবীন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ করেন। 'কবিকবিসম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ শ্রী শ্রীচরণারবিন্দেষু'-উৎসর্গপত্রের এই শব্দবিন্যাস থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুলের আন্তরিক ভক্তি-অনুরাগের পরিচয় মেলে। নজরুল নিজের হাতে রবীন্দ্রনাথে 'সঞ্চিতা' উপহার দিতে যান। অবশ্য এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার, প্রণয়প্রার্থী নজরুল ২৮ মার্চ ১৯২৮ ঢাকায় ফজিলাতুন্নেসাকে চিঠি লিখে তাঁর নামে 'সঞ্চিতা' উৎসর্গ করে 'ধন্য' হতে চেয়েছিলেন। যেকোনো কারণেই হোক এ বিষয়ে ফজিলাতুন্নেসার কাছ থেকে তিনি কোনো সাড়া পান নি। জবাব পেলে তো 'সঞ্চিতা'র উৎসর্গর ইতিহাস অন্য রকম হতে পারত।

এরপর নানা কারণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগ কমে আসে। ১৯৩১ ও ১৯৩৬-এ দু'বার সাক্ষাতের নিশ্চিত খবর পাওয়া যায়। এর মাঝখানে বা পরে দেখা-সাক্ষাৎ হলেও তার কোনো বিবরণ মেলে না। ১৯৩১-এর জুন নজরুল-রবীন্দ্রনাথের দেখা হয় দার্জিলিংয়ে, নজরুলের সঙ্গে ছিলেন জাহানারা চৌধুরী এবং একদল তরুণ লেখক। ১৯৩৬-এ 'গোরা' চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহারের অনুমতি গ্রহণের জন্যে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসমীপে হাজির হয়েছিলেন ঐ ছবির সংগীত পরিচালক নজরুল। দার্জিলিংয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাক্ষাৎকালে রবীন্দ্রনাথ 'স্নেহের সুরে' নজরুলকে তাঁর সমানধর্মা এক কবির প্রসঙ্গ তুলে বলেন : 'ইতালিতে এক দ্বীপের মাঝখানে বাস করেন দ্যুনুনজিও; তিনি তোমার চাইতেও পাগল' (আবদুল কাদির : ১৩৯৩)।

রবীন্দ্র-নজরুল পত্রবিনিময়ের যে তথ্য মেলে তা থেকে জানা যায় একবারের বেশি কেউই কাউকে চিঠি লেখেননি (ভূঁইয়া ইকবাল : ১৪১৭)। সাপ্তাহিক 'নাগরিক' পত্রিকার শারদ-সংখ্যার জন্য একটি লেখা চেয়ে নজরুল ২৮ মার্চ ১৯৩৫ রবীন্দ্রনাথকে চিঠি দেন। তাতে তিনি লেখেন : 'গুরুদেব। বহুদিন শ্রীচরণ দর্শন করিনি।... আপনার তপস্যায় আমি কখনো উৎপাত করেছি বলে মনে পড়ে না, তাই অবকাশ সত্ত্বেও আমি আপনার দূরে দূরেই থেকেছি। তবু জানি, আমার শ্রদ্ধার শতদল আপনার চরণ স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি ।' এই বক্তব্য থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আর অনুরাগের গাঢ় সম্পর্কের বিষয়ে সহজেই ধারণা করা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির জবাব দেন ১৫ ভাদ্র ১৩৪২, তাতে নজরুলের প্রতি তাঁর স্নেহপ্রাতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : অনেকদিন পরে তোমার সাড়া পেয়ে মন খুব খুশি হলো। কিছু দাবি করেছ-তোমার দাবি অস্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন।.... শুনেছি বর্ধমান অঞ্চলে তোমার জন্ম। আমরা থাকি তার পাশের জিলায়-কখনো যদি ঐ সীমানা পেরিয়ে আমাদের এদিকে আসতে পারো খুশি হব। তোমাকে আমার অবস্থাও দেখে যেতে পারবে।' নজরুলে সম্বোধন ছিল শ্রীকল্যাণবিন্দেষু', শেষে 'প্রণত' লিখে নাম সই করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'কল্যাণীয়েষু' সম্ভাষণে চিঠি শুরু করে শেষ করেন 'স্নেহরত ' লিখে। এতে সম্পর্কের গাঢ়তার পরিচয় ফুঠে উঠেছে। নজরুল 'নাগরিকে'র পাতায় 'তীর্থপথিক' নামে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে এক পত্রকবিতায় তাঁর চিঠির মর্মস্পর্শী জবাব দেন। 'সেবকাধম' নজরুল এই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে এক পত্রকবিতায় তাঁর চিঠির মর্মস্পর্শী জবাব দেন। সেবকাধম' নজরুল এই রবীন্দ্রবন্দনায় বাসনা করেছেন, 'তোমার আলোক-কণা পেয়ে আমি খদ্যোৎ হয়ে বাঁচি'-সেই সঙ্গে আকুল প্রত্যাশা ঝরে পড়েছে তাঁর কণ্ঠে :

> প্রার্থনা মোর, যদি আরবার আরবার জন্মি এ ধরণীতে,
> আসি যেন শুধু গাহন করিতে তোমার কাব্য-গীতে।

আবার যখন তাঁর আশিতম জন্মদিনে ১৯৪০-এ লিখলেন 'অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি', তাতেও তাঁর 'হয়ে ওঠা'র পেছনে রবীন্দ্রাথের ভূমিকা যে কত প্রত্যক্ষ ও গভীর, সেই কথাটি উঠে এসেছে আন্তরিক আবেগে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ তুমি জানিতে হে, কবি মহাঋষি
তোমারই বিচ্যুত-ছটা আমি ধূমকেতু।

অনেকেই রবীন্দ্র-নজরুলের তুলনা করতে গিয়ে উচ্ছ্বাসের বশে অসতর্ক মন্তব্য করে সুবিবেচনার পরিচয় দেননি। কাজী মোতাহার হোসেন এ বিষয়ে নির্মোহ দৃষ্টিতে বলেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলেল মধ্যকার সম্পর্কটি ঠিক প্রতিদ্বন্দ্বীর ছিল না; ছিল কিছুটা গুরু-শিষ্যের মতো এবং তার শুধু কাব্য ও সাহিত্যক্ষেত্রেই নয় সংগীত ও সুরের রাজ্যেও' (রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত : ১৪০২)। 'সওগাত' পত্রিকার আপিস-লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথের কোনো বই না থাকায় নজরুল ক্ষুব্ধ হন, তখন সম্পাদক বাধ্য হয়ে তাঁর বই আনিয়ে নজরুলকে শান্ত করেন। 'গানে আপনিই রাজা। বোলপুরী ভক্তরা যাই বলুন '-রচনাপ্রার্থী কোনো এক সম্পাদকের এমন মন-জোগানো কথায় নজরুল উত্তেজিত হয়ে জবাব দেন : 'আমরা যদি কেউ না জন্মাতাম যদি এক লাইনও কেউ না লিখতাম, বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হত না। ঐ একটি মানুষই চিরদিনের মহড়া রাখতেন।... ও রকম অপরাধের কথা আর কোনোদিন মুখে আনবে না। রবীন্দ্রনাথের গান বেদমন্ত্র।'-নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'নজরুল কথা'র সূত্রে জানা এই ঘটনা থেকে ঐ গুরু-শিষ্যের ভাবটিই ফুটে ওঠে। আলাপে-রচনায় গুরুভক্তির এমন উদাহরণ অনেক নয়। '১৪০০ সাল,' 'কিশোর রবি', 'রবির জন্মতিথি'-নজরুলের এইসব কবিতা গুরুবন্দনার স্মারক হয়ে আছে।

AMARBOI.COM

আট

নজরুলের রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব নিয়ে বোধকরি প্রথম স্পষ্ট মন্তব্য করেন বিনয়কুমার সরকার ('বিনয় সরকারের বৈঠকে', প্রথম ভাগ : ২০০৩)। রাবীন্দ্রিক প্রভাব 'নজরুল-গীতাবরীতে' আছে কি না এই প্রশ্নের জবাবে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলেছিলেন : 'বিংশ শতাব্দীর কোন্ বাঙালীর বাচ্চা রবীন্দ্র-সাহিত্য চিবিয়ে খায়নি রে? নজরুলের উপর রাবীন্দ্রিক প্রভাব প্রথমেই স্বীকার ক'রে নিতে হবে। আলোচনা করার প্রয়োজনই হয় না। প্রভাবটা এত স্পষ্ট। রবীন্দ্র-কাব্যের শব্দ-ছন্দ-ঝঙ্কার নজরুলের কানে ও চিত্তে বেশ-কিছু ঘা মেরেছে।' 'সোজাসুজি রাবীন্দ্রিক প্রভাব তো আছেই' বলে তিনি 'বুলবুল' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এরপর 'ছায়ানটে'র প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন : 'রাবীন্দ্রিক দৃশ্য-নিষ্ঠা, শব্দ-জাদু আর ছন্দ-স্রোত নজরুল-দরিয়ায় বেশ সজোরে ব'য়ে যাচ্ছে মনে হবে'। এই প্রভাবের দৃষ্টান্তে হিসেবে তিনি 'দোলন-চাঁপা'র 'বেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষে' কবিতাটি সম্পর্কে 'রাবীন্দ্রিক মানে ভরপুর' বলে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন এই অংশটুকুর–

"পাখী উড়ে যায় যেন কোন মেঘলোক হ'তে
সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা গৃহপানে ঘর-ডাকা পথে।"

এরপর ব্যাখ্যা করে বলেছেন : ' "কোন মেঘলোক", "কোন বিরহিণী ক'নে", "অনাদি কালের কোন অনন্ত বেদনা", "যুগ-যুগ ধরি", "কি জানি কখন কি হয়-" ইত্যাদি শব্দের অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা ও অমূর্ততা বাংলা-কাব্যে রৈবিক পেটেন্ট। অন্য অনেকের মতন নজরুলও রবীন্দ্র-সায়রে সিনান ক'রেই এই সব কমল লুটতে পেয়েছে। তারপর রৈবিক বিশেষণের ছড়াছড়ি এই কবিতায় ভিতর যৎপরোনাস্তি। "সন্ধ্যা-দীপ-জ্বালা", "আসি-বলে-চলে যাওয়া", "অনাদর-হানা", "দেবতার-পায়-ঠেলা" ইত্যাদি বিশেষণের আমদানি রবীন্দ্র-খনি হ'তেই সম্ভব হয়েছে।' আড্ডার মেজাজে বিনয় সরকার এই যে সাদৃশ্য-প্রভাবের উল্লেখ করেছেন, তা দুই কবির সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনার দুয়ার খুলে দেয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে নজরুলের শিল্প-ঋণের পরিমাণ যে কম নয়, সে-বিষয়ে আবদুল কাদিরও বেশকিছু উদাহরণ পেশ করেছেন। নজরুলের রচনায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানের যে-সব কমল তিনি আবিষ্কার করেছেন, তাঁর সৌজন্যে তারই দু-একটি উল্লেখ করা যায় (আবদুল কাদির : ১৩৯৩)। 'হার-মানা-হার পরাব তোমার গলে'-রবীন্দ্রনাথের এই পঙক্তিটিই ফিরে আসে নজরুলের রচনায়-'এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে'। রবীন্দ্রনাথের 'গীতিমাল্য'র একটি গানে আছে :

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
জয়ধ্বনি কর।
ভোরের আকাশ রাঙা হ'ল রে
আমার পথ হ'ল সুন্দর॥

নজরুলের 'অগ্নিবাণী'র 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় পাওয়া যায় :

ঐ ভাঙ্গা-গড়া খেলা যে তা, কিসের তবে ডর?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
কাল-ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতুর্য'– নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার এই ভাবের সঙ্গে অনায়াসে তুলনা চলে 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে/ আর এক হাতে হার'– রবীন্দ্রনাথের 'গীতালি'র এই গানটির। নজরুলের কবিতার বইয়ের 'অগ্নিবীণা নামকরণের পেছনে রবীন্দ্রনাথের 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে' গানটির প্রেরণার কথা অস্বীকার করা যায় না। 'মানসী'র 'ভুলে ' কবিতার'বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায় কাহার চুলে? / কেহ ভোলে কেহ ভোলে না যে, তাই এসেছি ভুলে'– নজরুলের গানে রূপান্তরিত হয় এইভাবে :

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ দুখ লয়ে কাঁদে,
কেউ ভুলিতে গায় গীতি॥

এই ধরনের প্রভাব-প্রেরণা-সাদৃশ্য-ঐক্যের দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া সম্ভব।

নয়

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু নজরুলকে খুব বড়ো আঘাত দিয়েছিল। এই শোকের অনুভূতি সামান্যই শিল্পে প্রকাশ পেয়েছিল-অন্তরের গভীরের এই মর্মান্তিক প্রিয়-বিচ্ছেদের বেদনা তিনি লালন করেছিলেন। মৃত্যুশোক দু'বার নজরুলকে উদভ্রান্ত, কাতর মুহ্যমান করেছিল-শিশুপুত্র বুলবুল আর রবীন্দ্রনাথের চলে যাওয়ার তাঁর অন্তরে যে রক্তক্ষরণ হয়েছিল তার কোনো তুলনা নেই। রবীন্দ্রস্মরণে নজরুল বেশ কয়েকটি কবিতা ও গান রচনা করেন : 'রবি-হারা' ('সওগাত', ভাদ্র ১৩৪৭৮), 'সালাম অস্ত রবি' (মাসিক মোহাম্মদী', ভাদ্র ১৩৪৮)' 'মৃত্যুহীন রবীন্দ্র' ('উত্তরা', আশ্বিন ১৩৪৮)এবং 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে' ('বুলবুল', ২য় খণ্ড, ১৩৭৭)। এর মধ্যে কবির মৃত্যুর খবর শুনে তাৎক্ষণিকভাবে লেখেন 'রবি-হারা' কবিতা ও 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে' গানটি। কবিতাটি নজরুল-কণ্ঠে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। গানটিতে সুর-যোজনা করেন নজরুল নিজেই এবং ইলা ঘোষের সঙ্গে যৌথকণ্ঠে তা ঐ দিনই বেতারে পরিবেশন করেন। পরে ঐ কবিতা ও গানের রেকর্ড বের হয় হিজ মাস্টার্স ভয়েস থেকে। রেকর্ডের গানটিতে নজরুল ও ইলা ঘোষের সঙ্গে সুনীল ঘোষও কণ্ঠ দেন।

এক-বসাতেই 'রবি-হারা' কবিতাটি লিখেছিলেন শোক-কাতর নজরুল। শব্দচয়ন, ছন্দ বা উপমায় অমনোযোগ ও শিথিলতা সত্ত্বেও কবির আন্তরিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবেগ ও দরদভরা কণ্ঠে এর পরিবেশনা এক ভিন্ন অনুভূতির জন্ম দেয়। গানটির সুরেও শোক-বেদনা আর আবেগ এক হয়ে মিশেছিল। এক সৌম্য-শান্ত আবহ রচিত্র এই গানে-'সারা জীবন যে আলো দিল, ডেকে তাঁর ঘুম ভাঙায়ো না' কিংবা 'অন্তরের হের হারানো রবির জ্যোতি'-এর ভেতরে যে দীর্ঘশ্বাস তা প্রচ্ছন্ন থাকেনি।

দশ

আশিতম রবীন্দ্রজন্মতিথিতে নজরুল 'অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি' নামে যে কবিতাটি লিখে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তাতে তিনি বাসনা করেছিলেন :

আমি জানি মোর আগে রবি নিভিবে না,
তার আগে ঝরে যেন যাই শতদল!

কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে তাঁর আগেই 'রবি' নিভেছিল, তবে 'শতদল' ও অচিরেই ঝরে পড়েছিল, বৃন্তচ্যুত না হয়েই,-সত্য হয়ে উঠেছিল মৌন-মূক কবির এই উচ্চারণ : 'আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধূর ধূপ'। এক অর্থে এই দুই অসমবয়সী কবির জীবনে পর্ব প্রায় একই সঙ্গে শেষ হয়, থেমে যায় সৃষ্টির ধারা : একজনের শরীরী মৃত্যুর ফলে-অপরজনের চৈতন্যলুপ্তি ও মৌনতার কারণে। 'এবার নীরব করে দাও হে একজনের শরীরী মৃত্যুর ফলে– অপরজনের চৈতন্যলুপ্তি ও মৌণতার কারণে। 'এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে'– নজরুলের নিয়তির কথাই কি তাঁর ভাষ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখনী দিয়ে বেরিয়েছিল?

গ্রন্থঋণ

১. আনিসুজ্জামান : রবীন্দ্রনাথ : একালের চোখে। ঢাকা, ফাল্গুন ১৪১৭।
২. আবদুল আজীজ আল্-আমান : নজরুল-পরিক্রমা। দ্বি-স : কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭।
৩. আবদুল কাদির : যুগ-কবি নজরুল। ঢাকা, ভাদ্র ১৩৯৩।
৪. নারায়ণ চৌধুরী : নজরুল-চর্চা। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০।
৫. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় : চলমান জীবন। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা।
৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী। তৃতীয় খণ্ড। পুনর্মুদ্রণ : কলকাতা, আষাঢ় ১৪০৬।
৭. বাঁধন সেনগুপ্ত : রবীন্দ্রনাথের চোখে নজরুল। কলকাতা, জানুয়ারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯৮।
৮. বিনয় সরকার : বিনয় সরকারের বৈঠকে। প্রথম ভাগ। প্র-দে'জ সংস্কারণ: কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩।
৯. ভূঁইয়া ইকবাল : রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ। ঢাকা, বৈশাখ ১৪১৭।
১০. মুজফ্‌ফর আহমদ : কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা। তৃ-মু : কলকাতা, অক্টোবর ১৯৬৯।
১১. যোবায়দা মির্যা : সেই যে আমার নানারঙের দিনগুলি। ঢাকা, জুলাই ১৯৮৪।
১২. রফিকুল ইসলাম : নজরুল-জীবনী। ঢাকা, মে ১৯৭২।
১৩. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত : নজরুল-স্মৃতিচারণ। ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২।
১৪. শান্তিপদ সিংহ : নজরুল কথা। কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯।
১৫. সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : যাত্রী। কলকাতা, পৌষ ১৩৫৭।

পত্রিকাঋণ

১. আত্মশক্তি : প্রৌষ, মাঘ ১৩৩৪
২. কথাসাহিত্য : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭
৩. কবিতা : কার্তিক-পৌষ ১৩৫১
৪. প্রবাসী : ফাল্গুন ১৩৩৪
৫. বসুমতী : কার্তিক ১৩৬২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলের অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত-বিলুপ্ত পত্রাবলি

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যের এক যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব। প্রসঙ্গ ও প্রকরণগত বৈচিত্র্য, অভিনবতা ও স্বাতন্ত্রী তাঁর সাহিত্যকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। তাঁর পত্রাবলি সম্পর্কেও কমবেশি এই কথা সত্য। তাই সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি তাঁর চিঠিপত্রের গুরুত্ব ও মূল্যও কম নয়।

নজরুল নানা প্রয়োজনে বিভিন্নজনকে অনেক চিঠি লিখেছিলেন। সে-সব চিঠি কখনো নিছকই ব্যক্তিগত গরজে লেখা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা সৌজন্যসূচক জবাবি পত্র, ক্বচিৎ কখনো শিল্প-সাহিত্য প্রসঙ্গে, আবার কখনো বা অনুরাগগাঢ় রোমান্টিক চিঠি। তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্য এইসব পত্রে প্রতিফলিত;-উচ্ছ্বাস-আবেগের প্রগাঢ় প্রকাশ আর কৌতুক-রঙ্গের ঝিলিক যেমন বিদ্যমান, পাশাপাশি প্রণয়ভিক্ষু কবির অভিমান ও বিরহকাতরতা আর জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত অভাব-তাড়িত একজন বিষণ্ন মানুষকেও আবিষ্কার করা যায় এই পত্রগুচ্ছে। নজরুলের ব্যক্তিজীবন ও শিল্প-প্রকৃতি সম্পর্কে এইসব চিঠি মূল্যবান সাক্ষ্য।

AMARBOI.COM

দুই

জীবনের একটি পর্যায়ে চিঠিপত্র লিখতে নজরুলের যে আলস্য ছিল না সে কথা নিজেই কবুল করেছেন। তাঁর পত্ররচনার এক ক্লান্তিহীন পর্বে তিনি রচনা করেন আত্মজৈবনিক পত্রোপন্যাস 'বাঁধনহারা' (শ্রাবণ ১৩৩৪)। আর এর আগেই লিখেছেন রোমান্টিক বিরহচেতনার স্মারক 'চিঠি' নামের একটি পত্র-কবিতা ('বঙ্গনূর', বৈশাখ ১৩২৭)। ক্রমে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও সাহিত্য-সংগীতচর্চায় ব্যস্ততা বাড়তে থাকলে তাঁর চিঠি লেখার অবসরও কমে আসে। জীবন ও জীবিকর প্রয়োজনের ব্যতিব্যস্ত কবির সুস্থিরতার অভাবও এর আর-এক কারণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠি না-লেখা বা জবাব না-দেওয়ার বিষয়ে নজরুলের কৈফিয়ৎ তাঁর চিঠিপত্রের ভাষ্যেই মেলে। অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)-কে লেখা চিঠি নজরুল বলেছেন :

> দেখুন, চিঠি না লিখতে চিঠি লেখার কায়দাটা গেছি ভুলে।[১]

আবার তাঁর এক তরুণ অনুরাগীকে লিখছেন :

> তুমি তা জান, ঘাড়ে নেহাৎ খেয়াল না চড়লে আমি কারুর চিঠির উত্তর দিইনে।[২]

পরের অনুচ্ছেদে বিষয়টি বিশদ করেছেন এইভাবে :

> চিঠি যে লিখতুম না কোনোদিন-এ কথা বললে তোমরা 'বাঁধনহারা'র খোঁটা দেবে। সত্যিই চিঠি এককালে বড্ডো বেশি লিখেছি বলেই আজ একেবারে লিখিনে। এককালে ধূমকেতুর মতো ঘুরে বেড়িয়েছি বলেই আজ ধ্যানশান্ত হবার সাধনা করছি—একান্ত নিরালায় স'রে গিয়ে।[৩]

পাশাপশি অনুজ কবি আজিজুল হাকিম (১৯০৮-১৯৬২)-কে লেখার কারণ ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন :

> আমি চিঠির উত্তর দিইনে বিস্তর, এ বদনামটা কায়েম হয়ে গেছে। সময়ের অভাব বলেই লিখতে পারিনে। পলিটিকস, কাব্য, গান, আড্ডা ইত্যাদির চাপে আমার ভদ্রতার ভাদ্রবধূ বহুদিন হলো ঘোমটা টেনে ঘরের কোণ নিয়েছে।[৪]

কবি আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪)-কে লেখা এক চিঠিতে নজরুল নিজের স্বভাব-প্রকৃতির আভাস দিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'চিঠি না লেখাটাই মুখস্থ হয়ে গেছে'।[৫]

চিঠির জবাব-দান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) সঙ্গে তাঁর বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যের কথাও স্মরণ করেছেন :

> আমি চিঠি-পত্তর দিইনে বলে তোমাদের অভিমান যদি কখনো হয়, তা হলে অন্তত একটুকু ভেবে সান্ত্বনা লাভ করো যে, আমার চিঠি পায় বলে কেউ আমার সুনাম ঘোষণা করেনি কোনোদিন। রবিবাবু চিঠি পেয়েই তাই উত্তর দিয়ে ভদ্রতা রক্ষা করেন, তিনি মস্ত বড় কবি। আমি চিঠি পেয়ে তার উত্তর না দিয়েই আমার অভদ্রতার প্রিন্সিপল রক্ষা করি।... রবিবাবুকে চিঠি দিয়ে লোকে ভাবে, উত্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এল বলে। আমাকে চিঠি দিয়ে কারুর অসোয়াস্তির আশঙ্কার নেই; সেই দিব্যি নিশ্চিন্ত থাকে, তার চিঠির উত্তর কোনোদিনই পাবে না।[৬]

তিন

নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রায় ৪৩ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যেসব চিঠি লিখেছিলেন, তার অতি সামান্যই সংগৃহীত-সংরক্ষিত-প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মৌন-মূক হওয়ার আগে ও পরে কিছু চিঠি পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয় বলে তার সন্ধান পাওয়া গেছে। তাঁর চিঠিপত্রের একটি বড় অংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে ধারণা করা যায়। তবে কিছু চিঠি যে কারো কারো কাছে এখনো রয়ে গেছে, সে সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করা চলে না। কেউ কেউ আবার খুবই স্পর্শকাতর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আছে বলে সেইসব চিঠি ছাপতে চাননি-চান না। এ প্রসঙ্গে চৌধুরী (১৯১৩-১৯৮২) ও প্রতিভা বসুর (১৯১৫?) নাম স্মরণ করা যেতে পারে।

নজরুলের সঙ্গে পত্র-বিনিময় ছিল এমন অনেকেই উত্তরকালে সেইসব চিঠি বিনষ্ট বা হারিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। এঁদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় সেইসব বিলুপ্ত চিঠির সংখ্যা একেবারে নগণ্য ছিল না। এখানে পেশকৃত বিভিন্নজনের বক্তব্য থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে :

ক. কবি জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬) লিখেছেন, "প্রথম জীবনে কবি [নজরুল] ভাবী [প্রমীলা]-কে বহু সুন্দর সুন্দর পত্র লিখিয়াছিলেন। ভাবী সেই পত্রগুলি যক্ষের ধনের মত রক্ষা করিতেন।"[৭] কিন্তু এই চিঠিগুলো নজরুল প্রমীলার প্রতি কোনো কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করেন।[৮]

খ. নজরুলের বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) উল্লেখ করেছেন, "...নজরুল চলে গেল করাচি। তারপর নজরুলের সঙ্গে আমার চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল।"[৯] কিন্তু সেইসব চিঠির কোনো হদিশই মেলেনি। বেশ পরে কলকাতায় নজরুল যখন প্রতিষ্ঠিত সেই সময়ের একটি মাত্র চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়।[১০]

গ. মুজফ্‌ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩)'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' ও সমিতির পত্রিকার সঙ্গ যুক্ত থাকার কালে নজরুলের সঙ্গে তঁর পত্র-যোগাযোগ গড়ে ওঠে। সমিতির পত্রিকায় করাচি থেকে লেখা পাঠানোর সূত্রে মুজফ্‌ফরের সঙ্গে নজরুলের নিয়মিত পত্রের আদান-প্রদান হতো। তিনি স্মরণ করেছেন, "এই সময় হতে নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমার পত্রালাপ বেড়ে যায়।"[১১] কিন্তু নজরুলের লেখা এই সময়ের অর্থাৎ আলাপের প্রথব পর্বের কিংবা উত্তরকালের কোনো চিঠিই সন্ধান মেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নি। রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত মুজফফরের আত্মগোপন, গ্রেফতার, কারাবরণ এবং তাঁর আবাসস্থলে পুলিশের খানাতল্লাসির কারণে এসব চিঠি বিনষ্ট হয়।

ঘ. প্রতিভা বসু এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন, বছর দুই ধরে নজরুল তাঁকে পঞ্চাশটি চিঠি লিখেছিলেন। তিনি বলেন, "আমার মা-বাবা চলে এসেছিলেন কলকাতা বেড়াতে। কিন্তু ওঁরা ফিরতে পারেননি। ফিরতে না পারার দরুন ওঁদের বাড়িঘর সবই লুট হয়ে গিয়েছিল। সেখানেই এসব চিঠিপত্র খোয়া যায়।"[১২] কিন্তু আমার গৃহীত এই সাক্ষাৎকার রেকর্ডের পরে তিনি কথা-প্রসঙ্গে জানান, নজরুলের সেইসব চিঠির বেশ কয়েকটি তাঁর সংগ্রহে এখনো আছে, কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত কিছু প্রসঙ্গ আছে বলে তা তিনি প্রকাশ করতে চান না।

ঙ. কারাগারে নজরুলের সহবন্দি নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী (১৮৯৯-১৯৮৯) সাক্ষ্য দিয়েছেন, জেলাখানায় "কাজী একাগ্র হয়ে লিখতেন চিঠি।.. কাজী অধিকাংশ চিঠি লিখতেন লাল রং-এর.. এবং গ্রহীতা নারী। শ্রীমতী রহমানও [মিসেস এম. রহমান] চিঠি লিখতেন এবং কাজীও উত্তর দিতেন।:"[১৩] অনুরাগী রমণীদের কিংবা মিসেস এম. রহমানকে লেখা কোনো চিঠিই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

চ. শান্তিপদ সিংহ তাঁর 'নজরুলকথা'য় লিখেছেন, "কাগজ [ধূমকেতু] বের করবার তোড়জোড় চলতে লাগল। কবি বড় বড় লোকের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে চিঠি লিখতে লাগলেন।"[১৪] কিন্তু এসব চিঠি এখনো অনাবিষ্কৃত।

ছ. নজরুলের স্নেহভাজন কবি জসীমউদ্‌দীনের তরফ থেকে জানা যায়, "কবির নিকট হইতে এরূপ চার-পাঁচখানা পত্র পাইয়াছিলাম। তাহা সেকালের অতি উৎসাহের দিনে বন্ধুবান্ধবদের দেখাইতে দেখাইতে হারাইয়া ফেলিয়াছি।"১৫

জ. কবি বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬-১৯৭৯) উল্লেখ করেছেন, "কয়েকখানা চিঠিও তিনি [নজরুল] নানা উপলক্ষে আমাকে লিখেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়ে তার একটিও কাছে নাই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেলাম না। সম্ভবত সেগুলি কলিকাতাতে আমার পুরনো আবাসস্থলে ফেলে এসেছি।"[১৬]

ঝ. মুর্শিদাবাদের খোশবাসপুরনিবাসী লেখক সৈয়দ আবদুল রহমান ফেরদৌসী তাঁর এক স্মৃতিচারণায় বলেছেন, "...ফাইলে রক্ষিত ছিল বিদ্রোহী কবি হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের স্বহস্ত চিঠি।... কিন্তু,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরম পরিতাপের বিষয়, আমি বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক কারণে বৃটিশ-কারাগারে বন্দি থাকাকালে, খানাতল্লাসির নামে মনুষ্যত্বহীন বৃটিশ-পুলিশ আমার বাস-গৃহের যাবতীয় আসবাবপত্র লণ্ডভণ্ড ও তছনছ করে এবং আমার বহুকষ্টে সংগৃহীত বহু মূল্যবান পুস্তকসহ উপরোল্লিখিত অমূল্য চিঠি-পত্রগুলিও আত্মসাৎ করে নিয়ে যায়। বহু চেষ্টাতেও ওই সব আর ফেরৎ পাওয়া যায়নি।"[১৭]

ঞ. নজরুলের প্রধান প্রকাশক ডি.এম. লাইব্রেরির গোপালদাস মজুমদারের (১২৯৬-১৩৮৭) ভ্রাতুষ্পুত্র আশিসগোপাল মজুমদার উল্লেখ করেছেন, "নজরুল, অরবিন্দ, বারীন্দ্রকামুরসহ নানা সুধীজনের লেখা দুষ্প্রাপ্য চিঠি পুলিশের উৎপাত ও ডি এম লাইব্রেরিতে একবার আগুন লাগায় সব কাগজপত্রসহ চিরতরে হারিয়ে গেছে।"[১৮]

ট. নজরুলের এক অনুরাগী সৈয়দ সালেহ্ উদ্দীন মাহমুদ প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছে, "কবির লেখা অসংখ্যা মুল্যবান চিঠি এখনও পাংশার অতুল দত্তের কাছে সংরক্ষিত আছে বলে আমার বিশ্বাস।"[১৯]

ঠ. নজরুলের পত্র-যোগাযোগ ছিল হুগলির বেদ্যবাটী শেওড়াফুলি নিবাসী হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেও। কিন্তু "হরিদাসবাবুকে লেখা নজরুলের চিঠিপত্রগুলি" পাওয়া যায়নি।[২০]

AMARBOI.COM

নজরুলের চিঠিপত্র সংকলন করতে গিয়ে কবি আবদুল কাদির মন্তব্য করেছিলে :

> শুনেছি, জনাব মোহাম্মদ আফজাল-উল হক, শ্রীসুবোধ রায়, শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, জাহানারা বেগম চৌধুরী প্রভৃতি বহু বিদগ্ধজনের কাছে নজরুল ইসলামের লেখা চিঠি আছে; সেগুলিও (অনাবশ্যক ও ব্যক্তিগত অংশসমূহ বাদ দিয়ে হলেও) প্রকাশের ব্যবস্থা করা উচিত।"[২১]

এই প্রসঙ্গে 'নজরুল রচনা-সম্ভার'-এর ঢাকা-সংস্করণে সম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৪) ও কবি এই প্রসঙ্গে 'নজরুল রচনা-সম্ভাব'-এর ঢাকা-সংস্করণে সম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৪) ও কবি জসীমউদ্‌দীনের নামও উল্লেখ করেন।[২২] আবদুল কাদিরের এই অনুমানের বাইরে নজরুলের সম্ভাব্য পত্র-প্রাপকদের তালিকায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য হিসেবে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওফে দাদাঠাকুর (১৮৮১-১৯৬৮), নলিনীকান্ত সরকার (১৮৮৯-১৯৮৪), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), হেমন্তকুমার সরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১৮৯৫-১৯৫২), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯), দিলীকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০), আব্বাসউদ্দীন আহমদ (১৯০১-১৯৫৯), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৬-১৯৬৪), বিরজাসুন্দরী দেবী, উমা মৈত্র (নোটন) প্রমুখের নাম যুক্ত হতে পারে। আজ পর্যন্ত নজরুলের এইসব ঘনিষ্ঠজনের কাছে লেখা তাঁর কোনো চিঠিরই সন্ধান মেলেনি।

চার

নজরুলের চিঠিপত্রের প্রথম সংকলক কবি আবদুল কাদির। কিছু অপ্রকাশিত এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রকাশিত নজরুল-পত্রাবলি একত্রে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল রচনা-সম্ভার' (ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩)-এ। এর প্রথম মুদ্রণে ৪৪টি চিঠি পত্রস্থ হয়। এ-বইয়ের কলকাতা সংস্করণে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২) সংকলিত পত্রের সংখ্যা ৪৭। বইটির দ্বিতীয় সংস্ককরণে (ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ (১৩৭৬) ৫৫টি পত্র স্থান পায়। আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী' (১ম পুনর্মুদ্রণ : নতুন সংস্করণ, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩)-তে মোট ৬৩টি পত্র অন্তর্ভুক্ত হয়। আবদুল আজীজ আল-আমান (১৯৩২-?) সম্পাদিত 'নজরুল রচনা-সম্ভার' (কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮; ৫ম খণ্ড)-এ প্রকাশিত হয়েছে ৬৮টি পত্র। কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) ও ফজিলাতুন্নেসা (১৮৯৯-১৯৭৭)-কে লেখা পত্রগুচ্ছ প্রকাশ পেয়েছে সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪-১৯৯৮) সংকলিত-সম্পাদিত 'নজরুল-জীবনে প্রেমের এক অধ্যায় ' (ঢাকা, ভাদ্র ১৩৭৪) গ্রন্থে। এ ছাড়া এ পর্যন্ত নজরুলের পত্রের স্বতন্ত্র সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তিনটি: ১. কাজী সব্যসাচী (১৯২৯-১৯৭৯), কাজী অনিরুদ্ধ (১৯৩১-১৯৭৪) ও বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত 'নজরুল-পত্রাবলী' (কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭; পত্রসংখ্যা ৫৭), ২. বদিউর রহমান (জ. ১৯৪৭) সম্পাদিত 'নজরুল-পত্রাবলী' (বরিশাল, আশ্বিন ১৩৭৭; পত্রসংখ্যা : ৭৮)। অবশ্য এ কথা স্মরণ করা প্রয়োজন যে, নজরুল-পত্রাবলী সংগ্রহ সংকলন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আবদুল কাদিরের ভূমিকা পথিকৃতের।

পরবর্তী সব সংকলকই মূলত কাদিরে সংগ্রহ অনুসরণেরই নজরুল-পত্রাবলিল সংকলন প্রস্তুত করেছেন। পত্র-সংকলনে তাঁর নিষ্ঠা ও শ্রমের কথা স্বীকার করেও বচলতে হয়, বেশ কিছু চিঠিরই কোনো কোনো অংশ তিনি বর্জন করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই সম্পাদন-পদ্ধতি সব ক্ষেত্রেই সমর্থনযোগ্য নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠি লিখতে অনীহা কিংবা জবাব না-দেয়ার কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও অনাবিস্কৃত ও বিলুপ্ত চিঠিপত্রের যে-সূত্র আমরা উল্লেখ করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নজরুল সারা জীবনে কম চিঠি লেখেননি। কিন্তু তুলনায় তার খুব সামান্য অংশই মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু নজরুল-গবেষক ও অনুরাগীদের নিরন্তর প্রয়াসে এখনো নজরুলের চিঠিপত্র আবিস্কৃত হচ্ছে।

এখানে নজরুলের অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত-বিলুপ্ত ৮টি চিঠি সংকলিত হলো। 'বিলুপ্ত পত্র' বলতে এমন চিঠির কথা নির্দেশ করা হয়েছে, যে চিঠির অস্তিত্ব এখন আর নেই, যার পূর্ণপাঠ ও তারিখ বা প্রেরণস্থানের কোনো উল্লেখ মেলে নি এবং যা নজরুল-রচনাবলি কিংবা নজরুলের পত্র-সংকলনে স্থান পায়নি।[২৩] এখানে সংকলিত প্রায় সবই 'কেজো' চিঠি। প্রথম চিঠিতে তাঁর লেখার টুকরো খবর পাওয়া যায়, আর তৃতীয় চিঠিটি তাঁর একই রচনা একাধিক পত্রিকায় প্রকাশের অভিযোগের ব্যাখ্যামূলক। ষষ্ঠ চিঠি এক তরুণ-কবিকে প্রেরণাদানের প্রয়োজনে লিখিত। সংক্ষিপ্ত সপ্তম চিঠিতে নজরুলের রঙ্গরস-প্রকৃতির আভাস আছে। টিকা-ভাষ্যে এইসব পত্রের প্রাপ্তি-সূত্র, পত্র-প্রাপকের পরিচিতি এবং পত্রে বর্ণিত ব্যক্তি, স্থান বা ঘটনার পরিচয় মিলবে।

AMARBOI.COM

তথ্যসূত্র

১. ইব্রাহীম খাঁ-কে লিখিত পত্র। আবদুল কাদির সম্পাদিত, 'নজরুল রচনা-সম্ভার', ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮; পৃ. ১৭৬।
২. মাহফুজুর রহমান খান-কে লিখিত পত্র। ঐ, দ্বি-স, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬; পৃ. ৩৩৭- ৩৭।
৩. ঐ। ঐ; পৃ. ৩৩৮।
৪. আজিজুল হাকিম-কে লিখিত পত্র। ঐ, দ্বি-স, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮; পৃ. ২০৪।
৫. আবদুল কাদির-কে লিখিত পত্র। ঐ; পৃ. ২০১।
৬. ঐ। ঐ, পৃ. ১০১।
৭. জসীমউদ্‌দীন, 'ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়', ঢাকা, চ-স, জুলাই ১৯৬৮; পৃ. ১৩৮।
৮. ঐ; পৃ. ১৩৮।
৯. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, "জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ"। মহজারুল ইসলাম সম্পাদিত, 'মুজফ্‌ফর আহমদ : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ', কলকাতা, আগস্ট ১৯৮৯; পৃ. ৭১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০. আবদুল কাদির সম্পাদিত, 'নজরুল রচনা-সম্ভার', ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ পৃ. ১৫৭।

১১. মুজফ্‌ফর আহমদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা', কলকাতা, তৃ-মুদ্রণ, অক্টোবর ১৯৬৯; পৃ. ৩৪।

১২. আবুল আহসান চৌধুরী-গৃহীত প্রতিভা বসুর সাক্ষাৎকার : ২৯ আগস্ট ১৯৯৫।

১৩. নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, 'নজরুলের সঙ্গে কারাগারে', কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭; পৃ. ৬৩-৬৫।

১৪. শান্তিপদ সিংহ, 'নজরুলকথা', কলকাতা, দ্বি-প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪, পৃ. ১৭।

১৫. জসীমউদ্‌দীন, পূর্বোক্ত; পৃ. ১২৭।

১৬. বন্দে আলী মিয়া, 'জীবনশিল্পী নজরুল', ঢাকা, ভাদ্র ১৩৭৮; পৃ. প্রাক বাক-ছয়।

১৭. সৈয়দ আবদুল রহমান ফেরদৌসী, "কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ : কিছু স্মৃতিচারণ"। মজহারুল ইসলাম সম্পাদিত, পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩৮-৩৯।

১৯. সৈয়দ সালেহা উদ্দীন মাহমুদ, "স্মৃতিপটে নজরুল।"। রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, 'নজরুল স্মৃতিচারণ', ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২; পৃ৩৮৭।

২০. 'দিশাম্ব (ত্রৈমাসিক, হুগলী) নজরুল জন্মশতবর্ষ সংখ্যা আগস্ট ১৯৯৮; পৃ. সম্পাদীয়-৪।

২১. আবদুল কাদির, 'নজরুল রচনা-সম্ভার', কলকাতা-সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২; পৃ. সম্পাদকীয়-৪

২২. ঐ, ঢাকা, দ্বি-স, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬; পৃ. মুখবন্ধ-আট।

২৩. নজরুলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিলুপ্ত পত্রের সূত্র পাওয়া যায় মুজফ্‌ফর আহমদের সৌজন্যে। তিনি জানিয়েছেন, নজরুলের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার কয়েক মাস পর ১৯২১ সালেল সেপ্টেম্বর মাসে আলী আকবর খান কলকাতায় এসে অর্থের বিনিময়ে সম্পর্ক পুনঃস্থানের চেষ্টা করেন। কন্যাপক্ষের অভিভাবকের এই স্থূল বাণিজ্যিক মানসতা কবিকে গভীরভাবে আহত করে এবং তাঁর জননীস্বরূপা স্নেহময়ী বিরজাসুন্দরী দেবীকে কুমিল্লার ঠিকানায় সব জানিযে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি দুষ্প্রাপ্য, মেলেনি তার পূর্ণমাঠ, হয়তো চিরতরে বিলুপ্তই হয়ে গেছে। কেবল পাওয়া গেছে মুখপাতের পঙক্তিটি, যাতে নজরুলের বেদনা, অভিমান, বিস্ময়, গ্লানির মিলিত সুর ধ্বনিত হয়েছে: 'মা, আলী আকবর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খান আমাকে নোটের তাড়া দেখিয়ে গেল।"-(মুজফ্‌ফর আহমদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা', কলকাতা, তৃ-মুদ্রণ, অক্টোবর ১৯৬৯; পৃ. ১৭০)।

পত্র : ১

[মোহাম্মদ আফজাল-উল হক-কে]

কুমিল্লা

[তারিখবিহীন][১]

ভাই ডাবজল[২]।

পৌষের মোঃ ভারত[৩] পেলুম। মার লেখাটা[৪] যায়নি কেন? যদি মনোনীত না হয়, "উপাসনা"র ধীরেনবাবুকে দিয়ে দেবেন। যদি মনোনীত হয়ে থাকে, তবে পরে সংখ্যায় যেন যায়। "রবির ভ্রমর"[৫] নামে একটা কবিতা পাঠালুম। পরে আরো পাঠাব। কলকাতা ফিরবার খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু ফিরেই বা কী করব গিয়ে ভাবছি। আমায় গোটা পনের টাকা পাঠাতে যদি পারতে, তা হলে টাকা পাওয়া মাত্র যেতে পারতুম। মার কাছ থেকে টাকা নিতে লজ্জা করে। আমি গিয়ে আপনার ঋণ শোধ দেবার চেষ্টা করব। আর খবর জানবার তেমন কিছু ইচ্ছা নেই। এখন নির্ব্বিকার। রাম কেদারনাথ। অন্ততঃ ২/৩ খানা "ব্যথার দান"[৬] পাঠাবেন অবশ্য।

সর্ব্বহরা

নজরুল

পত্র : ২

[জসীমউদ্‌দীন-কে]

[কলকাতা?]

ভাই শিশু কবি,[১]

তোমার কবিতা পেয়ে সুখী হলুম। আমি দখিন হাওয়া। ফুল ফুটিয়ে যাওয়া আমার কাজ। তোমাদের মত শিশু কুসুমগুলিকে যদি আমি উৎসাহ দিয়ে, আদর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারি, সেই হবে আমার বড় কাজ। তারপর আমি বিদায় নিয়ে চলে যাব আমার হিমগিরির গহন বিবরে।

[কাজী নজরুল ইসলাম]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্র : ৩

[মতিলাল রায়-কে]

[কলকাতা?]

মতিলাল দা [১]

এরা তিনজন[১] উত্তরবঙ্গ থেকে আসছেন দেশভ্রমণে। এরা সকলেই ছাত্র, খুব ভাল ছেলে। প্রবর্ত্তক সংঘের দেখবার মত বস্তুগুলি এদেরকে দেখিয়ে দেবেন। এরা আমার সহোদরপ্রতিম।

হুগলী
২১/৫/২৫

ইতি
নজরুল

পত্র : ৪

[কবিশেখর কালিদাস রায়-কে]

[কৃষ্ণনগর]
[তারিখবিহীন][১]

কালীদা[২],

এইমাত্র সুবোধের[৩] কাছে শুনলাম আমার ওপর রাগ করেছেন। আমায় নাকি বই এবং পত্রও দিয়েছেন। অবশ্য কোন ঠিকানায় দিয়েছেন তা আপনিই জানেন। কৃষ্ণনগরের ঠিকানায় নিশ্চয়ই দেননি, তা হলে নিশ্চয়ই পেতুম। সবারই সঙ্গ দেখা হয় কোথাও না কোথাও -শুধু আপনারই দেখা পাওয়া যায় না। আগামী রবিবার সন্ধ্যায় যাচ্ছি। থাকবেন যেন, নইলে বাড়িতে লঙ্কাকাণ্ড করে আসব। আপনর সীতারাম কুটীর[৫] রাবণের লঙ্কা হয়ে উঠবে। আমার গজলের লেজ নিয়ে খুব বড় একটা Leap দিয়েছি। গেলেই দেখতে পাবেন।

ইতি
প্রণত
নজরুল

পত্র : ৫

[সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও কিরণকুমার রায়-কে]

ভাই সাবিত্রী[১] ও কিরণ[২],

তোমাদের 'উপাসনা'য় মুদ্রিত আমার একটি গান (প্রিয় তুমি কোথায়) 'জয়তী'[৩] তে বেরিয়েছে শুনলাম।'জয়তী'-সম্পাদকরে আমি যে গানটি দিয়েছিলাম– তা' আমার একেবারে মনে ছিল না; কেননা 'জয়তী' বোধহয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন-চার মাস অন্তর একবার করে প্রকাশিত হয়। অন্তত তিন মাসের মধ্যে বোধহয় ওর দেখা পাইনি।
এর অপরাধ একা আমার। তোমাদের এবং পাঠকবর্গের কাছে এর জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ইতি
নজরুল

পত্র : ৬
[মোহাম্মদ আফজাল-উল হক-কে]

39 Sitanath R.
21-7-34

ভাই আফজল সাহেব[১],
এই পত্র-বাহক একজন দুঃস্থ মুসলিম ছাত্র। আমায় ধরেছেন জায়গীরের জন্য। আমার অবস্থা ত জানেন। যদি মিনিস্টার সাহেবকে[২] বলে কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন, দেখবেন।
আমার নিঃশ্বাস ফেল্‌বার অবসর নেই।[৩] দেখা ক'রে সব বল্‌ব। সেদিন যেতে না পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি– বল্‌বেন।

আপনার
নজরুল ইসলাম

To Afzalul Haq Esq.
Muslim Publishing House
College Sq. East.

AMARBOI.COM

পত্র : ৭
[মিঃ রায়-কে]

39 Sitanath Road.
10-10-34

প্রিয় মিঃ রায়[১]
আমার অনুজপ্রতিম শ্রীমান কবি আবদুল কাদির[২] যাচ্ছেন আপনার দোকানে একটা আংটি কিন্‌তে। আপনি নিজে দেখে একটা ভাল আংটি দেবেন। যেন সত্যকার সোনা হয়।

ইতি
গুণমুগ্ধ
কাজী নজরুল ইসলাম

J.M. Roy Jwellers
Cornwallis St.
Menetola Spur & Cornwallis St. Crossing

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্র : ৮

[শ্যামলাল সরকার-কে]

The Navajug
(The united voice of progressive Bengal)
Founded by Hon'ble Mr. A.K. Fazlul Haq.
Chief Editor
Kazi Nazrul Islam

123, Lower Circular Road
Calcutta
26.2.42

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সবিনয় নিবেদন, আমি আপনার ১৪/৫ শ্যামবাজার স্ট্রীটস্থ বাড়ির ভাড়াটিয়া। এ বাড়ির আমি মাসিক ষাট টাকা (৬০) ভাড়া দিই। বর্তমান দুরবস্থায় যুদ্ধের জন্য সকলেরই আয় কমে গিয়েছে। কাজেই সকল বাড়ির ভাড়া কমিতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই বাড়ির ভাড়া কমাইয়া বাধিত করিবেন। এই দুর্দিনে এত টাকা দিয়া থাকিতে পারিব না। আমার শ্রদ্ধা ও নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

AMARBOI.COM

ইতি
বিনীত
কাজী নজরুল ইসলাম

To
Sj. Syamlal Sarker
Land Lord
15/4, Syambazar Street, Calcutta.

এখন মহাযুদ্ধের যে অবস্থা[১] তাহাতে বলা দুষ্কর কতদিন এ বাড়িতে থাকিব। যদি বোমার উপদ্রবে পলাইতে না হয়, তাহা হইলে এই বাড়িতেই থাকিব।[২]

ইতি
কাজী নজরুল ইসলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্র : ১

পত্রের প্রাপ্তি-সূত্র : নজরুল জন্ম-জয়ন্তী স্মরণিকা-১৪০০, নজরুল একাডেমী, কুষ্টিয়া। মূলপত্র শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)-এর পুত্র প্রয়াত এম. আশরাফ-উল হক (১৯০৯-১৯৯৩)-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১. '[তারিখবিহীন]'-পত্রটিতে নজরুল কোনো তারিখ দেননি। তবে প্রেরক-ডাকঘরের পোস্টমার্ক থেকে তারিখ পাওয়া যায়-২৫ মে ১৯২২। অনুমান করা চলে, এই তারিখে অথবা তার দু-একদিন আগে চিঠিতে লিখিত।

২. 'ডাবজল'-শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের পুত্র মোহাম্মদ আফজাল-উল হক (১৮৯১-১৯৭০)। সাময়িকপত্র সম্পাদক, সমাজসেবী, গ্রন্থ-প্রকাশক। কলকাতা বিশিষ্ট গ্রন্থ-বিপণি ও প্রকাশনা-সংস্থা মোসলেম পাবলিশিং হাউস-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। 'নওরোজ' (মাসিক) ও 'শিশু-মহল' (মাসিক)-এর সম্পাদাক এবং 'মোসলেম ভারত' মাসিকপত্রের প্রকৃত পরিচালক। নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। নজরুল-সম্পাদিত 'ধূমকেতু' (অর্ধ-সাপ্তাহিক) পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রার। আফজাল-উল হকের উদযোগে 'মোসলেম পাবলিশিং হাউস' থেকে নজরুলের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' (১৯২২) প্রকাশিত হয় এবং তাঁর সম্পাদিত-পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় নজরুলই ছিলেন প্রধান লেখক। নজরুল তাঁর এই ঘনিষ্ঠ সুহৃদকে রঙ্গ করে 'ডাবজল' বলে সম্বোধন করতেন। অন্য বন্ধুদেরও নজরুল এই ধরনের রসাত্মক নামে সম্ভাষণ করতেন, যেমন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে 'ভো ভো লিভঁ এবং কাজী মোতাহার হোসেনকে 'মোতিহার' বলে।

৩. 'মোঃ ভারত'-সাহিত্য-মাসিক 'মোসলেম ভারত'। সম্পাদক হিসেবে শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের নাম মুদ্রিত হলেও, এর মূল পরিচালক ছিলেন কবি-পুত্র মোহাম্মদ আফজাল-উল হক। বৈশাখ ১৩২৭ প্রকাশিত এই পত্রিকাটি' আঠার মাস' চলেছিল বলে জানা যায় (আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র', ঢাকা, কার্তিক ১৩৭৬; পৃ. ২৯২)।

৪. 'মা'র লেখাটা'-প্রমীলা নজরুলের (১৯০৮-১৯৬২) পিতৃব্য-পত্নী বিরজাসুন্দরী দেবীর রচনা-প্রসঙ্গ। নজরুল এঁকে ও মিসেস এম, রহমানকে মাতৃ-সম্বোধন করতেন। হুগলি জেলে এঁর অনুরোধেই অনশন ভঙ্গ করেন নজরুল। 'সর্ব্বহারা' কাব্যগ্রন্থটি এঁকে উৎসর্গিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং 'ধূমকেতু' পত্রিকার স্বত্বও নজরুল এঁকে লিখে দেন। মূলত নজরুলের উৎসাহ ও আগ্রহে বিরজাসুন্দরীর গদ্য-পদ্য কিছু লেখা 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা', 'সহচর' 'ধূমকেতু' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'মায়ের আশীষ"-রূপে 'শ্রীমান কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি' শিরোনামে কবিতায় কবির প্রতি তাঁর স্নেহের পরিচয় মেলে (রফিকুল ইসলাম, 'নজরুল-জীবনী', ঢাকা, মে ১৯৭১; পৃ. ১৪৭, ১৬৬, ২৩১, ২৮৮)।

৫. 'রবির ভ্রমর'-নজরুলের কবিতা, 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য কুমিল্লা থেকে প্রেরিত। সম্ভবত প্রকাশনা বন্ধের ফলে এই পত্রিকায় কবিতাটি ছাপা হয়নি। অন্য কোনো পত্রিকায় কিংবা নজরুলের কোনো কাব্যগ্রন্থেও এর প্রকাশের তথ্য মেলে না। আরো বিস্ময়ের কথা, এ নামে নজরুলের কোনো কবিতারই সন্ধান পাওয়া যায়নি। কবিতাটি পরিবর্তিত নামে প্রকাশিত হয়েছে, না হারিয়ে গেছে সে রহস্যও অনুদঘাটিত।

৬. 'ব্যথার দান'-মোসলেম পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত নজরুলের প্রথম গল্পগ্রন্থ (১৯২২)।

AMARBOI.COM

পত্র : ২

পত্রের প্রাপ্তি-সূত্র : জসীমউদ্দীন, 'ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়', ঢাকা, চ-স, জুলাই ১৯৬৮; পৃ. ১২৭। জসীমউদ্দীনের স্মৃতিচর্চা থেকে অনুমান করা চলে পত্রটি তাঁর কৈশোর অথবা যৌবনের উন্মেষপর্বে নজরুল তাঁকে উৎসাহদানের জন্য লেখেন।

১. 'ভাই শিশু কবি'-কবি জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬)-কে নজরুলের স্নেহ-সম্ভাষণ।

পত্র : ৩

পত্রের প্রাপ্তি-সূত্র : রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত 'নজরুল-স্মৃতিচারণ; (ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২) গ্রন্থে সংকলিত মাহফুজুর রহামন খান-এর 'কুড়িগ্রামে কবি নজরুল ও নজরুলের সন্নিধানে' শীর্ষক রচনায় পত্রটি উদ্ধৃত (পৃ. ১৮৮)।

১. 'মতিলালদা'-চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধা কর্মাধ্যক্ষ মতিলাল রায় (১৮৮২-১৯৫৯)। বিপ্লবী সমাজকর্মী, শিক্ষাব্রতী। তাঁর নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক তৎপরতায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ব্যাপক প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। ১৯২৫ সালে সঙ্ঘ-গুরু পদে অধিষ্ঠিত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রমুখের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। নজরুলের শ্রদ্ধেয় ঘনিষ্ঠজন।

২. 'এর তিনজন'-মাহফুজুর রহমান খান ও তাঁর দুই সহপাঠী বন্ধু 'আনিস' ও 'কামিনী'।

৩. 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ'-১৯১৪ সালে মতিলাল রায়ের উদ্যোগে চন্দননগরে প্রতিষ্ঠিত সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। ১৯১৫ সালে সঙ্ঘের মুখপত্র 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকার প্রকাশ। বাহ্যত সমাজসেবামূলক ও প্রচ্ছন্নভাবে স্বদেশি ও বিপ্লবী আন্দোলনের সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিভক্ত বাংলায় বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন।

পত্র : ৪

পত্রের প্রাপ্তি-সূত্র : কবিশেখর কালিদাস রায়, 'স্মৃতিকথা', কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪০৩; পৃ. ২৫১।

১. '[তারিখবিহীন]'-উদ্ধৃত চিঠিতে তারিখের উল্লেখ নেই। তবে নজরুল 'কৃষ্ণনগরের ঠিকানা' উল্লেখ করায় বলা যায়। চিঠিটি ১৯২৫-২৮ সালের মধ্যে লিখিত, কেননা নজরুল এই সময়কালে সপরিবার কৃষ্ণনগরে ছিলেন।

২. 'কালীদা'-কবিশেখর কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫)। কবি, সমালোচক, শিক্ষাবিদ।

৩. 'সুবোধের'-নজরুলের বন্ধু কবি-সাংবাদিক সুবোধ রায়ের (১৮৯৯-১৯৭১) প্রসঙ্গ।

৪. 'কৃষ্ণনগরের ঠিকানায়'-এই সময়ে নজরুল কৃষ্ণনগরে (১৯২৬-২৮) সপরিবার বাস করেছিলেন।

৫. 'সীতারাম কুটীর'-কবিশেখর কালিদাস রায়ের কলকাতার ভাড়াটে বাড়ির নাম। ১৯২৫ সাল থেকে এই গৃহের বাসিন্দা। তাঁর জীবন ও সাহিত্যে বাড়িটির একটি বিশেষ গুরুত্ব ও মূল্য আছে।

পত্র : ৫

পত্রের প্রাপ্তি-সূত্র : 'উপাসনা' (মাসিক), ভাদ্র ১৩৩৮, পৃ. ৩১৬। 'উপাসনা'র এই সংখ্যাতেই 'গান' শিরোনামে নজরুলের দুটি গান ছাপা হয়। তার একটি : 'প্রিয় তুমি কোথায় আজি' (পৃ. ২৬৫-৬৬) এবং অপরটি: 'বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ '(পৃ. ২৬৬)। সংশ্লিষ্ট ফর্মা ছাপা হয়ে যাওয়ার পর দেখা যায়, 'জয়তী'র সদ্যপ্রকাশিত সংখ্যা (বৈশাখী ১৩৩৮) প্রথম গানটি ছাপা হয়েছে। এ বিষয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'উপাসনা'– সম্পাদক নজরুলের কৈফিয়ৎ তলব করায় এই চিঠি। 'সম্পাদকীয়' শিরোনামে মুদ্রিত পত্র সম্পর্কে 'উপাসনা'-সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য– "বন্ধুবর নজরুল ইসলামের পত্র নিম্নে মুদ্রিত হইল। এ সম্বন্ধে কোনো প্রকার সম্পাদকীয় মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।"

১. 'সাবিত্রী'–সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬৫)। কবি, গদ্যলেখক, শিক্ষাবিদ ও সাময়িকপত্রসেবী। 'বিজলী', 'অভ্যুদয়' ও উপাসনা (১৩৩১-৩৯) পত্রিকার সম্পাদক। নজরুলের বিশিষ্ট বন্ধু।

২. 'কিরণ'-কিরণকুমার রায়,'উপাসনা'র সহ-সম্পাদক।

৩. 'জয়তী' –কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত মাসিক সাহিত্য-পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৩৭।

পত্র : ৬

পত্রের প্রাপ্তি-সূত্র : আবুল আহসান চৌধুরী সংকলিত 'নজরুল-এর একটি অপ্রকাশিত চিঠি'। 'শিল্পতরু' (মাসিক, ঢাকা), চৈত্র ১৩৯৬/মার্চ ১৯৯০; পৃ. ৫৪-৫৮।

১. 'আফজাল সাহেব'-মোহাম্মদ আফজাল-উল হক, ১ সংখ্যক পত্রের পরিচিতি দ্রষ্টব্য । লক্ষণীয় যে, অন্য সব চিঠিতে নজরুল আফাজাল-উল হকে 'ডাবজল' নামে সম্বোধন করলেও এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। উপকার-প্রত্যাশী ছাত্রটির হাতেই নজরুল পত্রটি পাঠিয়েছিলেন বলে সম্বোধনে সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন। রসিক নজরুলের প্রবল কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় মেলে এখানে।

২. 'মিনিস্টার সাহেব'-আফজাল-উল হকের পিতৃব্য-পুত্র স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক (১৮৯২-১৯৪৭)। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজবেসী ও লেখক। ইনি সেই সময়ে বাংলা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী (১৯৩৪-৩৭) ছিলেন। নজরুল এঁকেই অনুরোধ করার জন্য বলেছেন।

৩. ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের ইঙ্গিত। নজরুল-জীবনপঞ্জি থেকে জানা যায়, এই বছরেই (১৯৩৪) তিনি কলকাতার ধর্মতলায় গ্রামোফোন যন্ত্র ও রেকর্ড বিক্রির দোকান 'কল-গীতি' স্থাপন করেন। এই সময়ে গ্রামোফোন কোম্পানিতেও প্রশিক্ষকের কাজ করছেন, দিনরাত চলছে গান রচনা, সুরারোপ, নানা শিল্পীকে গান শেখানো ও রেকর্ডে গান ধারণ করা। এ-সব কারণেই মূলত নজরুলের ব্যস্ততা, 'নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর নেই' তাঁর-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারার জন্যে তাই মার্জনা চাইতে হয় তাঁকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্র : ৭

পত্রের প্রাপ্তি-সূত্র : অপ্রকাশিত পত্র। প্রতিলিপি কবি আবদুল কাদিরের পত্র অধ্যাপক সিকান্দার দার শিকোহ্-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১. 'মিঃ রায়'-কলকাতার ঐতিহ্যবাহী স্বর্ণলঙ্কারের প্রতিষ্ঠান জে. এম. রায় জুয়েলার্স-এর স্বত্বাধিকারী।

২. 'কবি আবদুল কাদির' (১৯০৬-১৯৮৪)-কবি, ছান্দসিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক, সাময়িকপত্র-সম্পাদক। 'জয়তী, (১৩৩৭) ও 'মাহেনও' (১৯৫২-৬৪) পত্রিকার সম্পাদক। নজরুলের বিশেষ স্নেহভাজন ও অনুরাগী ঘনিষ্ঠজন। উত্তরকালে নজরুল-রচনা সংকলন-সম্পাদনা ও নজরুলচর্চায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন।

পত্র : ৮

পত্রের প্রাপ্তি-সূত্র : কল্পতরু সেনগুপ্ত 'জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম', কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯২; পৃ. ১৮৩-৮৪।

১. এখন মহাযুদ্ধের যে অবস্থা'-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) মধ্য-পর্বে কলকাতায় জাপানি বোমা হামলার ফলে নগরবাসীর আতঙ্ক ও কলকাতা-ত্যাগের প্রসঙ্গ এখানে বর্ণিত হয়েছে।

২. 'এই বাড়িতেই থাকিব'-নজরুলের এই অনুরোধ উপেক্ষিত হয়। এ-প্রসঙ্গে কল্পতরু সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছে, "বাড়িওয়ালা কবির চিঠির মর্যাদা দেননি, তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেননি। উপরন্ত কবি অসুস্থ হবার পর ভাড়া বাকি পড়ে গেলে বকেয়া ভাড়ার দায়ে মামলা করে কবি-পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল" (ঐ; পৃ. ১৮৪)।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলকে লেখা একটি দুষ্প্রাপ্র খোলা চিঠি

সাংবাদিকতা ও পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা নজরুল (১৮৯৯-১৯৭৬) জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং অনেকাংশে তা তাঁর সাহিত্য ও সাংস্কৃতির কর্মকাণ্ডের পরিপূরক। ১৯২০ থেকে ১৯৪২ এর অসুস্থ হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত নজরুল সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগ', দৈনিক 'মোহাম্মদী', দৈনিক 'সেবক', অর্ধ–সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু', সাপ্তাহিক 'লাঙ্গল', সাপ্তাহিক 'গণবাণী', সাপ্তহিক-মাসিক 'সওগাত' ও দৈনিক 'নবযুগ' (নবপর্যায়) পত্রিকার সঙ্গে কখনো সাংবাদিকতা কখনো স্বত্বাধিকারী আবার কখনো বা সম্পাদক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সাংবাদিক-জীবনের সূচনা হয়েছিল প্রখ্যাত রাজনীতিক এ কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) প্রতিষ্ঠিত সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগ' (১৯২০) কে কেন্দ্র করে, আবার সমাপ্তিও নবপর্যায়ে প্রকাশিত 'নবযুগ' (১৯৪৬) পত্রিকার মাধ্যমে। প্রথম পর্বে তিনি ছিলেন এই পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক এবং শেষ পর্যায়ে প্রধান সম্পাদক।

AMARBOI.COM

দুই

এই দ্বিতীয় পর্যায়ের 'নবযুগে' নজরুলের উদ্দেশে একটি দীর্ঘ খোলা চিঠি লিখেছিলেন নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও গুণগ্রাহী কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬৫)। বহুমাত্রিক সাবিত্রীপ্রসন্নের জীবন রাজনীতি-সাহিত্য-সাংবাদিকতা-শিক্ষকতা নানা ধারায় প্রবাহিত হলেও মূলত কবি 'রবীন্দ্রানুসারী কবি' হিসেবেই তিনি পরিচিত। তাঁর কবিতায় গ্রামীণ জীবন, প্রেম-বিরহ এবং স্বদেশপ্রীতি ও সমাজচেতনার স্বাক্ষর মেলে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আছে-'পল্লীব্যথা' (১৯২০), 'মধুমালতী' (১৯২৪), 'রক্তরেখা' (১৯২৪), 'আহিতাগ্নি' (১৯৩২), 'মনোমুকুর'(১৯৩৬), 'অনুরাধা' (১৯৪৪), 'জ্বলন্ত তলোয়ার' (১৯৫০)। এর মধ্যে 'রক্তরেখা' প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে। স্বদেশানুরাগের আরো পরিচয় মিলবে তাঁর সম্পাদিত 'বন্দনা' (১৯৪৭) ও 'আমার দেশ' (১৯৬৩) শীর্ষক কাব্য-সংকলনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরেও। তাঁর গদ্যরচনার একদিকে রয়েছে জীবনীগ্রন্থ– 'খ্রীষ্টানুসরণ' (১৯৩২), 'মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র' (১৯৩২) এবং 'সুভাষ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' (১৯৪৬), অপরদিকে আছে প্রবন্ধ-আলোচনার বইও। 'কাব্য-সাহিত্যের ধারা' (১৯৬০) তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ। কয়েকটি শিশুতোষ গ্রন্থের রচয়িতাও তিনি। ইংরেজিতে লিখছেন পেশাগত জীবনবীমা সংক্রান্ত বই 'Life Insurance : Advertising and Selling ' (1944) এ ছাড়া সম্পাদনা করেন 'Rashbihari Bose : His Struggle for India's Independence' (1963) নামে অপর একটি বই। তাঁর অগ্রন্থিত-অপ্রকাশিত রচনার সংখ্যা কম নয়। সাময়িকপত্র-সম্পাদনায়ও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 'উপাসনা' (মাসিক), 'বিজলী' (সাপ্তাহিক), 'স্বায়ত্তশাসন' (পাক্ষিক), 'অভ্যুদয়' (মাসিক) তাঁর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা। বন্ধু-বৎসল ও মজলিশ প্রিয় সাবিত্রীপ্রসন্নের সাহিত্যিকমহলে বিশেষ পরিচিতি ও প্রতিপত্তি ছিল।

পাশাপাশি নিবেদিতপ্রাণ দেশকর্মী হিসেবে ব্রিটিশবিরোধী রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হন। এই সূত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫) ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর (১৮৯৭-১৯৪৫) ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। সক্রিয় রাজনীতেতে অংশগ্রহণের একপর্যায়ে কারাদণ্ডও ভোগ করেন। পেশাগত জীবনে কখনো সাংবাদিকতা, কখনো বীমা কোম্পানির প্রচার সচিব, আবার জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজও করেছেন।

AMARBOI.COM

তিন

নজরুলের সঙ্গে সাবিত্রীপ্রসন্নের একটি গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রচিত হয়েছিল সাহিত্যের সূত্রে। স্বদেশচেতনা ও সমাজমনস্কতা উভয় কবিকে আরো কাছে টেনেছিল। ব্রিটিশ সরকার দু'জনের কবিতার বইই বাজেয়াপ্ত করেছিল-উভয়েই রাজনীতির কারণে জেল খেটেছিলেন। দু'জনেই ছিলেন উদার অসাম্প্রদায়িক মুক্ত মনের মানুষ। ঘনিষ্ঠতার কারণেই নজরুল-সাবিত্রীপ্রসন্নের পারস্পরিক সম্বোধন 'তুমি'-তে নেমে এসেছিল। সাবিত্রীপ্রসন্ন-সম্পাদিত মাসিক 'উপাসনা' পত্রিকায় নজরুল লিখেছেনও। 'উপাসনা'র জন্য প্রেরিত নজরুলের একটি গান এই পত্রিকায় প্রকাশের (ভাদ্র ১৩৩৮) পূর্বেই কবি আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪)-সম্পাদিত 'জয়তী' (বৈশাখ ১৩৩৮)-তে ছাপা হয়। এ-বিষয়ে 'উপাসনা'র পক্ষ থেকে কবির কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হলে বিব্রত নজরুল নিচের এই চিঠিটি ('নজরুলের অগ্রন্থিত, দুষ্প্রাপ্য ও বিলুপ্ত চিঠির সন্ধানে' : আবুল আহসান চৌধুরী, 'কালের খেয়া', দৈনিক সমকাল-এর সাময়িকী, ঢাকা, ২৬ মে ২০০৬) সম্পাদক সাবিত্রীপ্রসন্ন ও সহ-সম্পাদক কিরণকুমার রায়কে লেখেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই সাবিত্রী ও কিরণ,

তোমাদের 'উপাসনা'য় মুদ্রিত আমার একটি গান (প্রিয় তুমি কোথায়)

'জয়তী'তে বেরিয়েছে শুনলাম। 'জয়তী' সম্পাদককে আমি যে গানটি দিয়েছিলাম-তা আমার একেবারে মনে ছিল না; কেন না 'জয়তী' বোধহয় তিন-চার মাস অন্তর একবার করে প্রকাশিত হয়। অন্তত তিন মাসের মধ্যে বোধহয় ওর দেখা পাইনি।

এর অপরাধ একা আমার। তোমাদের এবং পাঠকবর্গের কাছে এর জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ইতি-

নজরুল

'সম্পাদকীয়' শিরোনামে মুদ্রিত এই চিঠি সম্পর্কে 'উপাসনা'-সম্পাদক সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে বলেন-'বন্ধুবর নজরুল ইসলামের পত্র নিম্নে মুদ্রিত হইল। এ সম্বন্ধে এই পত্রটি। নজরুলের অসুস্থতার পরেও মূক-নীরব এই কবিকে নিয়ে সাবিত্রীপ্রসন্ন বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'নবযুগে" প্রকাশিত নজরুলের উদ্দেশে লেখা সাবিত্রীপ্রসন্নের খোলা চিঠিতে নজরুলের প্রতি তাঁর সানুরাগ প্রীতি ও আন্তরিক মনোযোগের পরিচয় মেলে।

AMARBOI.COM

চার

নজরুল যখন নবপর্যায়ের দৈনিক 'নবযুগ'-এর প্রধান সম্পাদক, সাবিত্রীপ্রসন্ন তখন তাঁকে এই দীর্ঘ চিঠিটি লিখেছিলেন। এই চিঠিটি 'সম্পাদকের নিকট চিঠি' শিরোনামে ছাপা হয়। চিঠিটি কোনো বই বা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি কিংবা এ পর্যন্ত কেই এর উল্লেখও করেননি। সাবিত্রীপ্রসন্নের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে 'নবযুগে' প্রকাশিত এই চিঠিটির একটি কর্তিকা সংরক্ষিত ছিল। সাবিত্রীপ্রসন্নের পুত্র দীপ্তিপ্রসন্নের সৌজন্যে চিঠির এই কর্তিকাটি পাওয়া গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারিখের ক্ষেত্রে '১৩ই অগ্রহায়ণ'-এই উল্লেখটুকু মিললেও সনের অংশটুকু ছিন্ন থাকায় তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। নজরুল ১৯৪২-এর জুলাইয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাই অনুমান করা চলে, এই '১৩ই অগ্রহায়ণ' তারিখের বাংলা সন ১৩৪৮ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তবে ১৩৪৯-ও হতে পারে। নবপর্যায়ের 'নবযুগ' অক্টোবর ১৯৪১ থেকে ১০ জুলাই ১৯৪২ অর্থাৎ নজরুলের অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। অবশ্য এরপরও কিছুদিন সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হয় বলে কেউ কেউ উল্লে-খ করেছেন। তবে সাবিত্রীপ্রসন্নের এই খোলা চিঠি যে নজরুলের সুস্থাবস্থায়ই লেখা তা বেশ বোঝা যায় এর অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

সাবিত্রীপ্রসন্ন চিঠিটি শুরু করেছিলেন সেই সময়ের প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)-এর 'নবযুগে' প্রকাশিত 'কাব্যে কোরান নামের একটি কবিতা-পাঠের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে। জানা যায়, 'কাব্যে কোরান' কোরআন শরিফের কাব্যভাষ্য-'নামে উল্লিখিত এবং এটি ধারাবাহিক 'নবযুগে' প্রকাশিত হয়। তবে কোন সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছিল বা মোট কয়টি সংখ্যায় 'কাব্যে কোরান' প্রকাশ পায় এবং তা সমাপ্ত হয়েছিল কিনা, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না।

'নবযুগে'র দুটি সংখ্যায় (১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮/ ৩০ নভেম্বর ১৯৪১/ ১ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা এবং ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮/৭ ডিসেম্বর ১৯৪১/ ১ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা) রবিবারের 'রসের জলসা' বিভাগে 'কাব্যে কোরান' প্রকাশের তথ্য মেলে (শেখ দরবার আলম, 'নবযুগ ও নজরুলজীবনের শেষ পর্যায়', ঢাকা : শ্রাবণ ১৩৯৬, পৃ. ৮১ ও ১৩২)। এই বইযে (পৃ. ৭০) ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ (২৯ নভেম্বর ১৯৪১/ ১ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা) তারিখের সংখ্যার কিছু কিছু রচনা, সম্পাদকীয় বা সংবাদের উল্লেখ ও পরিচিতি থাকলেও তাতে সাবিত্রীপ্রসন্নের চিঠির প্রসঙ্গ আসেনি। ১৩ অগ্রহায়ণ সাবিত্রীপ্রসন্নের চিঠিটি প্রকাশিত হয়, তার পরের দিনই (১৪ অগ্রহায়ণ) 'কাব্যে কোরান'-এর একটি কিস্তি পত্রস্থ হয়। এ-থেকে সহজেই অনুমান করা চলে, 'কাব্যে কোরান' ১৩ অগ্রহায়ণের পূর্ব থেকেই প্রকাশিত হয়ে আসছিল। ফররুখ আহমদের এই তর্জমার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা যায় : 'ফররুখ আহমদ ইসলামের মানবিক মূল্যবোধের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলেন আল-কোরআন-এর মাওলানা মোহাম্মদ আলী-কৃত ইংরেজি তর্জমা পড়ে। তিনি কোরআন-এর মহান চিরন্তনী-বাণী ও অনুপম কাব্যসৌন্দর্যে এমন মুগ্ধ হন যে, ঐ ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে বাংলায় কোরআন-এর কিছু কিছু আয়াতের তর্জমা করেন সেই বিভাগপূর্ব-কালেই। তাঁর এই কাব্যানুবাদ সে সময় 'সওগাত' ও মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়' ('ফররুখ রচনাবলী', ১ম খণ্ড, মোহাম্মদ মাহফুজউলাহ্ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, ঢাকা : আশ্বিন ১৩৮৬, পৃ. ৩৬৬-৬৭)। অবশ্য 'নবযুগে' যে ফররুখের কোরআনের কাব্য-তর্জমা প্রকাশিত হয়েছিল, সে তথ্যের উল্লেখ এখানে মেলে না। এই অনুবাদ বই হয়ে বের হয়নি অথবা সংকলিতও হয়নি কোথাও। তবে 'কোরান মঞ্জুষা' নামে একটি পাণ্ডুলিপি তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অপ্রকাশিতই থেকে গেছে।

সাবিত্রীপ্রসন্ন একাধিক কারণে কবি ফররুখ আহমদ ও তাঁর কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। ফররুখকে তিনি 'সুকবি' বলে অভিহিত করে 'তাঁর কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পেলাম' বলে মন্তব্য করেছেন। পাশাপাশি তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-ও প্রত্যাশা করেছেন, 'ফররুখ সাহেব যদি মুসলিম ধর্ম্মগ্রন্থের ভাবানুবাদ করে এইভাবে আমাদের কাছে পরিবেশন করেন, তা'হলে আমরা অর্থাৎ হিন্দুরা এক অনাস্বাদিত পরম অমৃতের আস্বাদ পেয়ে ধন্য হ'ব।'

ছয়

চিঠিটিতে সাবিত্রীপ্রসন্ন সম্প্রদায়-সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সমঝোতার বিষয়ে জোর দিয়েছেন। এর জন্য একে অন্যের সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। গভীর মানবিক বোধ থেকে তিনি উচ্চারণ করেছেন, 'মুসলমানের ভাই হিন্দু, এই শিক্ষা ও মনোভাবই আজও পোষণ করি'। আবার পাশাপাশি আফসোস করেছেন এই ভেবে যে, 'দেশ-দেবতার কোন অভিশাপে যে আজ আমরা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সম্পর্কশূন্য হয়ে পড়ছি, তা জানি না'। সাম্প্রদায়িক দুর্বুদ্ধি ও বিভাজন তাঁকে যে আহত ও বিচলিত করেছিল তা স্পষ্টই বোঝা যায়। সাবিত্রীপ্রসন্ন এই চিঠিটি অন্তরের গভীর আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা নিয়েই লিখেছিলেন, তাই নজরুলকে জানিয়েছেন, 'খুব উৎসাহিত হয়েই আমি চিঠিখানি তোমায় লিখলাম-ইচ্ছা করলে ছাপাতেও পার। কারণ, এর মধ্যে মুসলমান ভাইদের কাছে আমার প্রচ্ছন্ন আবেদন রইল।'

AMARBOI.COM

সাত

এই চিঠির শেষের অংশ জুড়ে আছে নজরুলের প্রসঙ্গ– নজরুল সম্পর্কে তাঁর আস্থা, প্রীতি, অনুরাগ ও স্নেহ। সাংবাদিক নজরুলের যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের স্বীকৃতিও আছে এখানে। 'নবযুগ' পত্রিকার সংবাদের শিরোনামে কিংবা সম্পাদকীয়-ভাষ্যে নজরুল যে নতুনত্ব এনেছিলেন তা মুগ্ধ করেছিল এর অনেক পাঠকের মতো সাবিত্রীপ্রসন্নকেও। নবপর্যায়ের 'নবযুগে'র দায়িত্ব নিয়ে নজরুল এই 'দুর্ভাগা দেশে' যে 'নিঃস্বার্থ অভিযান' পরিচালনার 'পবিত্র ব্রত' গ্রহণ করেছিলেন, তাকে অভিনন্দিত করেছিলেন বন্ধু সাবিত্রীপ্রসন্ন। নজরুলের 'সম্প্রদায় ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষ ... মানুষের প্রতি প্রীতির কথা' তিনি জানতেন বলেই তাঁর প্রত্যাশা ছিল প্রগাঢ়। এই খোলা চিঠিতি 'নবযুগে'র মাধ্যমে দেশকল্যাণে ব্রতী নজরুলের প্রয়াস সম্পর্কে সাবিত্রীপ্রসন্ন উল্লেখ করেছিলেন : 'যদি তোমার অভিযান মাঝপথেও ক্ষান্ত হয়, ব্রত উদ্‌যাপনের পরম মুহূর্ত যদি দুর্ভাগ্যক্রমে আজ সামনে আমরা নাও দেখতে পাই, তবু জানব, যে-পথের সন্ধান 'নবযুগ' দিয়ে গেল-সে পথ শুধু হিন্দুর নয়, মুসলমানেরও নয়-সকল বাঙালির একমাত্র অবশ্য গন্তব্য পথ'। এই যে কথা প্রসঙ্গে সাবিত্রীপ্রসন্ন বলেছিলেন-'যদি তোমার অভিযান মাঝপথেও ক্ষান্ত হয়' –এ-এক অমোঘ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাণী হিসেবে নজরুলের জীবনে ফলে গিয়েছিল। এই চিঠি প্রকাশের মাত্র আট মাসের মাথায় নজরুল অকস্মাৎ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে চিরকালের জন্যে মৌন-মূক হয়ে গেলেন-তাঁর নিজের ভাষায় : 'তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না। / কোলাহল করি' সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না। –নিশ্চল নিশ্চুপ/ আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধূর ধূপ।'

আট

এখানে সংকলিত চিঠিটি কেবল এক গুণগ্রাহী বন্ধুর স্মৃতিমেদুর হৃদয়-সংবেদী ভাষ্য নয়, এতে সমকালীন সমাজ-সত্যের স্বরূপ উন্মোচিত। এখানে নজরুলের উদ্দেশে লেখা সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের অস্বাক্ষরিত চিঠিটি পেশ করছি :

প্রীতিভাজন নজরুল,

ফররুখ আহমদ সুকবি, হ্যাঁ, সুকবিই তাঁকে বলব। যদিও "কাব্যে কোরান" পড়বার পূর্ব্বে তাঁর, কোনো কবিতাই আমার পড়বার সুযোগ হয়নি। কিন্তু 'কাব্যে কোরান'-এ তাঁর কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পেলাম। ফররুখ সাহেবকে সালাম।

মুসলমান সমাজের উপকার-অপকারের কোনো কথা বলার অধিকার আমার নেই-কারণ, সম্প্রতি পবিত্র কোরানের মহামূল্য উপদেশ থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করে আমি "মুসলিম-বঙ্গের একমাত্র দৈনিকের" কাছ থেকে জোর তাড়া খেয়েছি। কিন্তু ফররুখ সাহেব যদি মুসলমান ধর্মগ্রন্থের ভাবানুবাদ ক'রে এইভাবে আমাদের কাছে পরিবেশন করেন, তা'হলে আমরা অর্থাৎ হিন্দুরা এক অনাস্বাদিত পরম অমৃতের আস্বাদ পেয়ে ধন্য হ'ব। আমার নিজের কাছে কোরান আছে– সেখানি একজন ইংরেজ বন্ধুর কাছ থেকে কেনা। –সেখানি পড়েছি কিন্তু তার টিকা ভাষ্য তত্ত্বের গভীরে নিয়ে যেতে পারেনি বলে আমার ক্ষোভ আছে, তৃষ্ণা মেটেনি। কাব্যের রসাল পথে আমার অনুভূতি আনন্দদায়ক হ'বে, এ কথা তোমরা কাছে বলাই বাহুল্য। মুসলমানের ভাই হিন্দু, এই শিক্ষা ও মনোভাবেই আজও পোষণ করি। তবু আজ এমনি দেশের সঙীন অবস্থা যে, তাঁদের কাছে ধর্মপিপাসু হিন্দুর কোনো প্রস্তাব উপস্থিত করার সামান্য ও সঙ্গত অধিকারও নাই;– এর চাইতে দেশের দুর্ভাগ্য আর কী হ'তে পারে? দেশ-দেবতার কোন অভিশাপে যে আজ আমারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সম্পর্কশূন্য হয়ে পড়ছি, তা'জানি না, তবু বলব, যদি ধর্মের নিষেধ না থাকে এবং 'গুনাহ্' না হয় তা'হলে মুসলমান ধর্মের গভীর তত্ত্বের কথা, তার মূলগত ভাবের কথা, হিন্দু-সমাজকে জানবার, উপলব্ধি করার সুযোগ দিলে-ফল ভালোই হ'বে।– সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি যা' অজ্ঞানতা থেকেই এসেছে ব'লে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বিশ্বাস, সেটা প্রশমিত হ'ত। এ-বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না।

তুমি জান, আমি কিছুদিন সেন্টপল কলেজের ছাত্র ছিলাম, 'ডাস্টবিনে' সরস্বতী প্রতিমা ফেলে, কলেজের প্রিন্সিপালকে বিলাত ফিরে যেতে হয়েছিল– সে ব্যাপারের অন্যতম পান্ডা ছিলাম আমি। আমাদের বাইবেল ক্লাস ছিল বাধ্যতামূলক কাজেই ক্লাসে যেতাম অপ্রসন্ন মনে। রক্ত ছিল তখন গরম। "ফেরঙ্গ" দের ধর্মের প্রতি মনটাও ছিল বিমুখ। তার আর একটা প্রত্যক্ষ কারণ ছিল এই যে, আমাদের অঞ্চলে পাদ্রীসাহেবদের প্রচারের ফলে হিন্দু-মুসলমান বহু সংখ্যায় খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছিল –এটা আমার সইত না। তবে গ্রন্থ হিসেবে বাইবেল আমার ভালোই লাগত। ক্লাসে কিছুদিন যেতে যেতে প্রচার পদ্ধতির প্রতি বিমুখ থাকলেও বাইবেল-ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে আসল ধর্ম্মের কথাটা জানবার জন্য মনটা উন্মুখ হ'ল। তারপর ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড মিশনের ফাদার শো'র আমার উপর "ইমিটেশন অফ খ্রাইষ্ট" নামক অপূর্ব্ব অনুবাদ করার ভার দেন। কাজটা ভার দেন। কাজটা নেওয়ার প্রধান আকর্ষণ ছিল তখন মোটা রকমের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা, কিন্তু তা ছাড়াও আগ্রহ হ'ল এই জন্য যে, স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ এই বইখানির কয়েক পৃষ্ঠা অনুবাদ করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন এবং বইখানির অনুবাদ হয়েছে এ-পর্যন্ত ৫২টি ভাষায়। যাই হোক, বইখানা একবার পড়বার পর, আমাকে ছ'মাস ধরে বার বার পড়তে হয়েছে। এত সুন্দর লেগেছিল বই খানা। ক্রমে মনের সঙ্কীর্ণ কুণ্ঠিত ভাব চলে গেল। শুনলে আশ্চার্য্য হবে, এই বই-এর কাটতি সব চেয়ে বেশি হয়েছে-যাঁরা খ্রীষ্টান ন'ন তাঁদের মধ্যে। অক্সফোর্ড মিশন খ্রীষ্টান ধর্মের আরো বই প্রকাশ করেছেন যাতে তাঁদের উদারতার পরিচয় পাওয়া যায় যেমন-তারা "মথি লিখিত সুসমাচার"– কে সুসংস্কৃত ভাষায় বের করেছেন "মথি লিখিত মাঙ্গলিক" এমনি আরো কত কী। তাঁরা শ্রীযীশু লিখতেও সঙ্কোচ বোধ করেননি, যখন তাঁরা 'শ্রী' শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারলেন। তাই আমার মনে হয় ধর্মের মূলভাব, তার উচ্চ অনুভূতিসাপেক্ষ মর্ম্মকথা, তার আদেশ ও মানবতার নির্দ্দেশ সব ধর্মেরই এক। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সকল ধর্মের মহান বাণী প্রচারিত হ'লে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা অনেকটা কেটে যায়। সেই জন্য কাব্যরস ছাড়া ফররুখ সাহেবের এবং তথা 'নবযুগে'র এই চেষ্টাকে আমি অভিনন্দিত করছি। খুব উৎসাহিত হয়েই আমি চিঠিখানি তোমায় লিখলাম ইচ্ছা করলে ছাপাতেও পার। কারণ, এর মধ্যে মুসলমান ভাইদের কাছে আমার প্রচ্ছন্ন আবেদন রইল।

তোমার এই নূতন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ দেখে দূর থেকে আমি বহু পূর্ব্বেই তোমায় অভিনন্দিত করেছি মনে মনে। তোমাকে আমি ভালো করে জানি, সম্প্রদায় ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মনির্ব্বিশেষ তোমার মানুষের প্রতি প্রীতির কথাও আমি জানি। এই দুর্ভাগা দেশে, এই বিড়ম্বিত, বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ দেশে তোমার নিঃস্বার্থ অভিযান, তোমার পবিত্র ব্রত সফল হোক এর চাইতে বন্ধু হিসেবে তোমায় কি বড় শুভইচ্ছা আমি জানাব? যদি তোমার অভিযান মাঝপথেও ক্ষান্ত হয়, ব্রত উদ্‌যাপনের পরম মুহূর্ত্ত যদি দুর্ভাগ্যক্রমে আজ সমনে আমরা নাও দেখতে পাই, তবু জানব, যে পথের সন্ধান 'নবযুগ' দিয়ে গেল– সে পথ শুধু হিন্দুর নয়, মুসলমানেরও নয়– সকল বাঙালির একমাত্র অবশ্য গন্তব্য পথ। পথের নিশানা যদি থাকে– পথ যাত্রীর অভাব হ'বে না। যাদের আগিয়ে দিয়ে যাবে তারা মজবুত হাতে নিশান ধরার হিম্মৎ রাখে বলেই আমার বিশ্বাস।

নতুন "নবযুগ" এ তোমায় দেখে আমাদের সেই পুরান দিনগুলির কথা মনে পড়ে। আজ আমাদের সেই আপন ভোলা দিনগুলি স্মৃতির সামগ্রী মাত্র, তবুও তা ফেলবার নয়। পুরাতন 'নবযুগ-এর নিউজ কলমের একটা হেডলাইন আমার এখনো মনে আছে–"পরাণ সখা ফৈসুল হে আমার আজি ঝড়ের রাতে তোমর অভিসার–"। তখনকার দিনে খবরের শিরোনামায় "নবযুগ" নবযুগ এনেছিল। তুমি তখন হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম মাথায় মিলিটারি হ্যাট, পরনে ব্রিচেস্, গায়ে হান্টিং কোট, –পায়ে? বোধহয়, হাফ বুটই হ'বে। উৎসাহে উদ্দীপনায়, চঞ্চলতায়, আনন্দে ছাড়ি মাটিতে পা ফেলতে, সেও যেন রুট মার্চ্চের তালে তালে, কোথায় কোন অদৃশ্য অজ্ঞাত সামরিক বাজনার তালে তালে, কিন্তু আজ যে-বিউগিলের আকঙ্ক-সঙ্কেতে সৈনিক কবি দৈনিকের সম্পাদক হয়েছেন, তার কিছু কিছু আজ আমার কানেও আসছে।–মার্চ্চ! কুইক মার্চ্চ!!

AMARBOI.COM

নয়

এই চিঠির কয়েকটি প্রসঙ্গের টিকাভাষ্য পেশ করি এখানে। 'মুসলিম বঙ্গের একমাত্র দৈনিক' বলতে পত্রলেখক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) প্রতিষ্ঠিত সম্পাদিত পরিচালিত দৈনিক 'আজাদ' এর কথা বোঝাতে চেয়েছেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন 'ইমিটেশন অফ খ্রাইষ্ট' বইটি তর্জমা করেন 'খ্রীস্টানুসরণ' (১৯৩২) নামে। 'পরাণ সখা ফৈসুল হে আমার, আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার" রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) গানের পঙ্‌ক্তি সাজিয়ে নজরুলের দেওয়া এই আকর্ষণীয় ও অভিনব ও অভিনব শিরোনামে সংবাদটি প্রকাশিত হয় প্রথম পর্যায়ের সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগে'র কোনো এক সংখ্যায়। 'নবযুগে'র সংবাদ নজরুলের দেওয়া এই মজাদার শিরোনাম সেই সময়ে খুবই মনোযোগ ও সমাদর পেয়েছিল। নজরুলের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩) এ বিষয়ে স্মরণ করেছেন ঃ '... নজরুলের দেওয়া হেডিং-এর জন্যও "নবযুগ" জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বিদ্যাপতি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চণ্ডীদাসের কবিতা তার পড়া ছিল। সেইসব কবিতা তার পড়া ছিল। সেইসব কবিতার কিছু কিছু কথা উলেখ করেও সে হেডিং দিত। সে রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়েনি। যেমন ইরাকের রাজা ফয়সলের কি একটা সংবাদকে উপলক্ষ ক'রে সে হেডিং দিয়েছিল : আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/ পরাণ সখা ফৈসুল হে আমার' ('কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা', তৃমুদ্রণ ঃ কলকাতা, অক্টোবর ১৯৬৯; পৃ. ৭৭)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল ও 'শনিবারের চিঠি' : উত্তর পর্ব

'শনিবারের চিঠি' নানা কারণে বাংলা সাহিত্য ও সাময়িকপত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। সাহিত্যে প্রগতি ও আধুনিকতার নিন্দা সমালোচনা করাই ছিল এই পত্রিকার প্রধান কাজ। আর তা করতে গিয়ে রুচিবিকারের পরিচয় শুধু নয়, ব্যক্তিগত আক্রমণে তার উৎসাহ কখনো নির্বাপিত হয়নি। মূলত কল্লোল যুগের লেখকেরাই প্রথমে লক্ষ্য ছিলেন, অবশ্য উদার ও মুক্তবুদ্ধির অন্য কোনো কোনো লেখক এবং রবীন্দ্রনাথ এই শনিচক্রের বিদ্বেষ-বিরূপতা কটাক্ষ থেকে রেহাই পাননি। বিরূপ ব্যঙ্গের হুল ফোটাতেই এঁদের বিশেষ আনন্দ ছিল। এই সাহিত্যের ভাঁড়দের মধ্যে প্রধান ভূমিকা ছিল সজনীকান্ত দাসের। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস, 'কৃষ্ণ সাহেব' নীরদচন্দ্র চৌধুরী এবং আরো কেউ কেউ। একসময়ে তাঁর এই কাজের গুরু হিসেবে পেয়েছিলেন মোহিতলাল মজুমদারকে। একধরনের ইয়ার্কি হিসেবেই যেন বিষয়টিকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। অথচ কবি সমালোচক গবেষক হিসেবে মোহিতলাল ও সজনীকান্তের খ্যাতি পরিচিতি প্রতিষ্ঠা ছিল যথেষ্টই। অবশ্য সেই তুলনায় লেখার জগতে নীরদচন্দ্র তখন নিতান্তই অখ্যাত দোহারকি করেই বেড়াতেন। এঁদের কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্রও ছিলেন সজনীকান্তের প্রতি তাঁর বেশ দুর্বলতাও ছিল। প্রগতিপন্থি বনাম রক্ষণশীল দুই দলের আধুনিকতা প্রসঙ্গের বিচারে রবীন্দ্রনাথকে নিষ্ফল 'জজিয়তি'ত্ত করতে হয়েছে। শনিচক্রের রুচিহীন অসাহিত্যিকসুলভ আচরণে একসময় রবীন্দ্রনাথও বিব্রত ও বিরক্ত হন। তাঁর মনোভাব ও প্রতিক্রিয়ার পরিচয় মেলে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে ১৯৪০-এর ২৮ জুলাই তারিখে লেখা এক চিঠিতে– এতে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> শনিবারের চিঠির স্বভাবই যদি কুৎসা করা হয় তবে তাই নিয়ে তার সঙ্গে বিরোধ করে লাভ নেই। তোমার যা কর্তব্য তাই তুমি শান্তভাবে সাধ করে যাবে। যার যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতিই সে প্রকাশ করে থাকে-তোমার মর্যাদা নষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে দিয়ো না। দূষিত জলে বুদ্বুদ ওঠে– ঘরের কাছে সেটা প্রার্থনীয় নয় কিন্তু একটা সান্ত্বনা এই যে, সেটা বুদ্বুদই। ক দিনই বা থাকবে? আমাকে তো নিরন্তর অনেক সইতে হয়েচে– কিন্তু কোনোদিন তার প্রতিকারের লেশমাত্র চেষ্টা করিনি। আমার লজ্জা বোধ হয়, এই নিয়ে যদি ক্রোধ বা পীড়া মনের মধ্যে পালন করে রাখি। বড়ো করি যদি দেখ তাহলে দেখবে এ সব জিনিসের কোনো অস্তিত্ব কোথাও নেই, ক্ষোভের দ্বারা তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। ('রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলি' : আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত; ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০০; পৃ. ৫৪)।

দুই

কল্লোলগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য প্রায় সব লেখকই কোনো না কোনোভাবে 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণের শিকার হয়েছেন। এঁদের বিরুদ্ধে অশ্লীলতা যৌনতা অসঙ্গতি অনুকরণের অভিযোগ উঠেছিল। এসব কথা ও কাহিনী এখন আর কারো অজানা নয়। তবে এঁদের মধ্যে নজরুলকেই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হতে হয়। নজরুল তখন খ্যাতির শীর্ষে। তাঁর বিষয়ে শনিচক্রের একটা জাতক্রোধ জন্মেছিল। নজরুলের কবিতা বা গানের প্যারডি রচনা এবং বিশেষ করে 'সংবাদ সাহিত্য' অংশ তাঁর সম্পর্কে বিষোদগার শনিচক্রের নিত্যকর্মের অন্তর্গত হয়েছিল। তার ওপরে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রতিক্রিয়ার সূত্রে মোহিতলাল মজুমদার শনিচক্রের সঙ্গে জুটে 'অগ্নিতে ঘৃতাহুতি' দেশ– সারথ্য গ্রহণ করেন নজরুল বিদূষণে।

নজরুল এসব বিষয়ে তাঁর স্বভাবসুলভ উদারতায় প্রথম প্রথম তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি। কিন্তু ক্রমাগত আক্রমণ এবং সৌজন্য ও শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো সংযম ও সহিষ্ণুতা দেখিয়ে নীরব থাকতে পারেননি। তাই তিনি শনিবারের চিঠি'র বিরুদ্ধে কলম ধরেন এবং কখনো কখনো ঝাঝালো জবাব দিতে ছাড়েননি। এ বিষয়ে কেউ কেউ বিশদ লিখেছেনও। তাই তার পুনরাবৃত্তি না করে সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকার সম্পাদককে একটি চিঠিতে 'শনিবারের চিঠি সম্পর্কে যে মন্তব্য নজরুল করেছিলেন তা সহৃদয় পাঠককে জানাতে চাই।

'আত্মশক্তি' পত্রিকার ১৯২৬ এর ২০ আগস্ট সংখ্যায় বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'গণবাণী' শনিবারের চিঠি সুলভ কটাক্ষপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ৮ ভাদ্র ১৩৩৩ তারিখে লিখিত চিঠিটি দীর্ঘ, আমরা শুধু প্রাসঙ্গিক টুকরো মন্তব্যই এখানে তুলে ধরব। মনের ঝাল মিটিয়ে কটাক্ষের জবাব কটাক্ষের মাধ্যমেই দিয়েছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার "অরসিক রায়" এবং প্রবাসীর অশোকবাবুতে যখন কথা কাটাকাটি চলছিল তখন ওটা ইয়ার্কির মতো অত হালকা বোধ হয় নাই...। 'ফারেন পলিসি' আমরা বুঝিনে, তবে আমার এক বন্ধু একদিন বলেছিলেন, এ লেখালেখির শিগগিরই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে, কেননা অশোকবাবুর লেখার ক্ষমতা না থাকা, তাঁর ঘুষি লড়বার ক্ষমতা আছে। ... অশোকবাবুর লেখার কসরত দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু বক্সিং শিখলে যে শক্তিশালী লেখক হওয়া যায়, এ সন্ধান আগে আমায় কেউ দেননি। তাহলে আমি লেখার কায়দাটা অশোকবাবুর কাছে দেখেই শিখতাম। আর অশোকবাবাবু ও তাঁর চেলাচামুন্ডরা আমার লিখতে শেখাবর জন্য কিরূপ সমুৎসুক, তা তাঁদের আমার উদ্দেশ্যে বহু অর্থব্যয় ছাপা বিশেষ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' গুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন। বাগদেবী যে আজকাল বাগদিনী হয়ে বীণা ফেলে সজনে কাঠের ঠেঙ্গা বাজাচ্ছেন, তাও দেখতে পাবেন। ('কলকাতা পুরশ্রী' ঃ ২৬ জুলাই ১৯৯৯; পৃ. ২২)।

সতর্ক পাঠক অনায়াসেই 'শনিবারের চিঠি'র অন্যতম পরিচালক অশোক চট্টোপাধ্যায়কে চিনতে পারবেন এবং সেইসঙ্গে 'সজনে কাঠের ঠেঙ্গা'র মর্মাথ উদ্ধারে অসুবিধা হবে না। সজনীকান্তে নজরুলকে 'কাজী আব্বাস বিটকেল' নামে ব্যঙ্গ করলে নজরুলও নীরব থাকেননি, পাল্টা সজনীকান্তকে 'সজনে ঘণ্ট খাস' বলে জবাব দেন। এইরকম দু-তরফা উতোর-চাপান অনেকদিন ধরেই চলেছিল।

AMARBOI.COM

তিন

নজরুল ১৯৪২ এ সম্বিহারা ও মৌন মূক হয়ে গেলে ভাবা গিয়েছিল এবারে 'শনিবারের চিঠি'র কুৎসিত আক্রমণ থামবে রেহাই পাবেন অসুস্থ নজরুল। কিন্তু না, কবির এই শোচনায় দুরবস্থাতেও একতরফা আক্রান্ত মাঝেমধ্যেই। কোনো মানবিক বিবেচনাও শনিচক্র আমলে আনেনি। নজরুলজীবনের এই উত্তরপর্বেও কটাক্ষ ব্যঙ্গ সমালোচনা নিন্দার কাঁট বিদ্ধ হয়েছেন নীলকণ্ঠ কবি– তারই কিছু নমুনা এখানে সংকলিত হলো। চয়িত সব কটাক্ষ-মন্তব্যই পত্রিকার 'সংবাদ-সাহিত্য' শিরোনামের অংশ থেকে গৃহীত।

চার

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন লেখক ও রাজনীতিক। বিশেষ করে কবি হিসেবে তাঁর পরিচিতি ও খ্যাতি ছিল। উদার মন ও মতের মানুষ 'প্রাবাসী' পত্রিকায় তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয় ইসলামী আবহের। 'শনিবারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠি'তে তাঁর এই প্রয়াসকে ব্যঙ্গের পাশাপাশি তাঁর মানসতার পূর্বসূরি নজরুলকেও টেনে আনা হয় :

> ... কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে) আমাদের দুঃখ... দুঃখ... ঘুচাইয়াছেন বজ্রকণ্ঠে আল্লা হো আকবর" ধ্বনি তুলিয়া। ইসলাম এবং বৈদিক ধর্ম হাদিস এবং পুরানকে তিনি ময়দাঠাসা করিয়া এমনই লেচি বানাইয়া দিয়াছেন যে, লুচিভাজা হইলে কাহারও সাধ্য হইবে না খাঁটি গহুম ও খাঁটি সোপস্টোনকে তফাত করে; ভেজিটেবল ঘিয়ে দুইই সমান ফুলকো হইয়ে উঠিবে। শুনুন–
>
> "আল্লা হো আকবর।
> আমারে তোমার গাণ্ডীর কর হে মহাধর্নুন্ধর!
> পঙ্গুরে তুমি পাহাড়ে চড়াও, বোবারে দাও হে বাণী,
> তুমি যদি কৃপা না কর দেবতা, হালে পায় নাকো পানি।"
>
> কবি নজরুল একবার চেষ্টা করিয়া হালে পানি পান নাই, দেখা যাক এই মন্বন্তরের কবি বিজয়লাল অঘটন ঘটাইতে পারেন কিনা!
>
> [আষাঢ় ১৩৪৯; পৃ. ৩৩৬]

মুসলিম-রচিত একটি পাঠ্যবইয়ে 'নজরুল দ্বিতীয় রবি ঠাকুর' এই বাক্যটি ইংরেজিতে তর্জমার অনুশীলন দেওয়া হয়। স্কুলের একটি পাঠ্যবইকেও, নজরুলের প্রসঙ্গ থাকায়, 'শনিবারের চিঠি' তা বরদাশত করতে পারেনি'– বঙ্গে বিদ্ধ হতে হয়েছে নজরুলকে :

> Model Lessons on Transtatlion and Composition-এ.সামাদ এম.এ. (লীড্স), বি.টি.,ডিপোমা এড (লীড্স) প্রণীত। এই পুস্তকের ৯৪ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিটির অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছে–
>
> "নজরুল দ্বিতীয় রবি ঠাকুর।"
>
> পুস্তকটি বৎসরাধিককালে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। ফলে প্রথম রবি ঠাকুর শশব্যস্ত হইয়া মরিতে পথ পান নাই। "নজরুল অদ্বিতীয় রবি ঠাকুর" লিখিতে এখন আর কোনোই বাধা নাই।
>
> [ভাদ্র ১৩৪৯;পৃ.৫৫৯]

মাসিক 'মোহাম্মদী'তে (আষাঢ় ১৩৫১) মুজিবর রহমান খাঁর 'পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি'নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে 'নজরুল ইসলামের স্বরূপ' শিরোনাম দিয়ে শেষে যৌক্তিক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। প্রাবন্ধিক মুজিবর রহমানের বক্তব্য সত্য বা সঠিক নয় এবং তাতে নজরুলকে খণ্ডিত-বিকৃতরূপে তুলে ধরার একটা প্রবণতা আছে। 'শনিবারের চিঠি' সেই লেখার সে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু সংকলিত করেছে, তা এই রকম :

> "নজরুল ইসলাম নিজে পাকিস্তানের নিন্দা করুন, আর সমর্থন করুন– আসলে তাঁর লেখায় যাকে বলা হয় পাকিস্তানবাদ, তারই জয়গান ঘোষিত হয়েছে। কবির পরিচয় তার কাব্যেই ভালো করে পাওয়া যায়। নজরুল ইসলাম তাই সবচাইতে ভালো করে ধরা দিয়েছেন তাঁর গানে ও কবিতায়। এখানে তাঁকে আমরা পাকিস্তানবাদের প্রথম সফল রূপকার হিসেবেই দেখতে পাই।"

পাকিস্তানি মন্ত্রীমণ্ডলী– মাসহারা? আজাদ–বিরোধিতা?

[শ্রাবণ ১৩৫১; পৃ. ৩১১]

পাকিস্তান আন্দোলন তখন তুঙ্গে ভারত-বিভাজনে অনিবার্য দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সময়ের ব্যাপার মাত্র। এই রাষ্ট্রীয় বিভক্তি বাংলা সাহিত্য এবং সেই সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ওপর বিরূপ ছায়া ফেলবে বলে 'শনিবারের চিঠি'র আশঙ্কা ছিল। এই পত্রিকার বিচলিত হওয়ার কারণও ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও পাকিস্তানপন্থিদের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। তবে এই পর্যায়ে পাকিস্তান সম্পর্কে আক্রোশ জন্মালেও নজরুল সম্পর্কে কিছুটা নমনীয় মনোভাব লক্ষ করা যায়। সেইসময় যে নৈরাজ্য এবং স্থানবিশেষে যে নারকীয় ও পাশবিক অত্যাচার হয়েছিল, তার প্রতিবাদ হিন্দু ও মুসলমান কোনো পক্ষেরই লেখক-শিল্পীরা করার মানবিক বা শৈল্পিক গরজ বোধ করেননি বলে 'শনিবারের চিঠি' আফসোস জানিয়েছে। পত্রিকার এই বক্তাব্য ভিন্নধর্মী-লঘু রসিকতা ও স্থূল বিদ্বেষ-ব্যঙ্গের মনোভাব সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে সম্প্রদায়নির্বিশেষে মানুষের দুর্দশা-দুঃখে বেদনা অনুভব করেছে :

> বাংলাদেশে সাহিত্যের মধ্যে দিয়া আমরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় একদিক একান্ত কাছাকাছি আসিয়াছিলাম। হিন্দু রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান নজরুল ইসলামকে লইয়া দুই দলেই মাতামাতি করিয়াছিলাম। আজ এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহা হয়তো আমারা উভয় পক্ষই সমর্থন করি না; কিন্তু ফল দাঁড়াইল এই যে, আমরা পরস্পর বিমুখ হইয়া পড়িলাম। শিল্প ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ছেদ পড়িয়া গেল। ভাষার ক্ষেত্রে আগে দুধে জল মিশাইবার প্রয়াস দেখিতাম, রাতারাতি এমনই বদল হইয়া গেল যে এখন জলে দুধ মিশাইয়া চালু করিবার চেষ্টা দেখিতেছি। অথচ অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার ধুয়াও উঠিয়াছি! বাংলাদেশে ও বাংলা ভাষায় যাহার চাইতে বড় নাই, সেই রবীন্দ্রনাথের গান, সাহিত্য ও ছবি লইয়া শিক্ষায়তনে ও সভায় কলহ হইতে দেখিলাম, অথচ সাহিত্যিকদের তরফ হইতে কোথায়ও কোনো প্রতিবাদ হইল না। বিহার-দুর্বৃত্তদের মতো নজরুল ইসলামকে লইয়া আমরা খানিকটা অনুতাপ করিলাম বটে, কিন্তু তাহাতেই কি চিঁড়া ভিজিল! বাহিরে অর্থাৎ উভয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের মধ্যে যে কলহ হইয়াছিল, তাহাতে অর্থ ও সম্পত্তি নাশ ঘটিয়া ছিল, কয়েক সহস্র হতভাগ্যের মৃত্যু ও কয়েক শত হতভাগিনীর লাঞ্ছনা হইয়াছিল সত্য; কিন্তু এ সকল ভুলিয়া আবার কাছাকাছি আসা কঠিন হইত না, যদি দেখিতাম, মনে অর্থাৎ উভয় পক্ষের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মধ্যে এখনও অন্যায়ের প্রতিবাদ স্পৃহা বজায় আছে। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাহা নাই। থাকিলে স্ব স্ব সমাজ বা সম্প্রদায়ের সকল গুণ্ডামিকে উপেক্ষা করিয়া গল্পে কবিতায় উপন্যাসে প্রবন্ধে বক্তৃতায় চিরন্তন মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে এই কুৎসিত অভিযানের, প্রবল বা সমবেত না হউক, ক্ষীণ ও একক প্রতিবাদ শুনিতে পাইতাম। নির্ভীক সত্যসন্ধী অন্তত একজনকেও বলিতে শুনিতাম, অসহায় নারীকে ধরিয়া আনিয়া একমালি বলাৎকার কোনেও ধর্মই সমর্থন করে না। গত নয় মাস ধরিয়া এরূপ একটি ঘোষণার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছি, কিন্তু সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি বা ভয় যাহাতেই আটকাক, সে ঘোষণা আজিও হইল ন।

[বৈশাখ ১৩৫৪; পৃ.৭৪]

এর মাস দুই পরে আমার 'শনিবারের চিঠি' তার 'সংবাদ-সাহিত্য' পর্বে পাকিস্তান-সৃষ্টির ফলে বাংলা সাহিত্য ও নজরুলের কী পরিণতি হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছে। তাতে পাকিস্তান-বিদ্বেষ প্রচ্ছন্ন থাকেনি, তবে উগ্র ও যুক্তিহীন জাতীয়তাবাদের স্বরূপ কী হতে পারে তার আভাস পাওয়া যায়। সাহিত্য ও ভাষার রূপ কেমন হবে এবং পাকিস্তান নজরুলের অবস্থা ও অবস্থান কি দাঁড়াবে মুসলিম লীগের হাতে– সে সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে :

সরকারি আপিসের সরঞ্জাম লইয়া বাটোয়ারা-কমিশনে যে টানা-হেঁচড়া চলিতেছে, তাহতে মনে হইতেছে, ভাষা ও সাহিত্যের বখরাও ইহারা দাবি করিবেন, পাওনা তো লওয়া যাক, পরে গুদামজাত করিলেই চলিবে, হিস্‌সা ছাড়ি কেন? এইখানেই আমাদের আশঙ্কা সর্বাধিক। নোয়াখালী চট্টগ্রামে বহুল-প্রচারিত 'ছেকছোনা-ভানের পুথি' অথবা 'ভেলুয়া সুন্দরীর কেচ্ছা' যাঁহাদের একমাত্র সাহিত্য, তাঁহারা ছুটিখানের মহাভারত, আলাওলের পদ্মাবতী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ময়নামতীর গান, ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা একান্ত নিজস্ব বলিয়া দাবি করিয়া বসিলে আমাদের সমূহ ক্ষতি হইবে আশা করি, ইহারা এইসকল অনাবশ্যক বস্তুর দাবি করিবেন না। ইতিমধ্যেই মক্তব-মাদ্রাসার প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকগুলি যে ধরনের নূতন মালমসলার সমাবেশ হইয়াছে এবং পাকিস্তানী-দৈনিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাগুলিতে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানি করিবার যে উদগ্র চেষ্টা চলিয়াছে তাহাতে আশা করা যায়, উপরোক্ত প্রাচীন বস্তুগুলি তো বটেই, আধুনিক কাজী নজরুল ইসলামকেও তাঁহারা বর্জন করিবার সাহস দেখাইবেন। গত ২৭ জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ আপিসে নজরুল সম্বন্ধে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহাতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। জনৈক পাকিস্তানি সাহিত্যিক নজরুলের হিন্দুর বেদ-পুরাণ সংস্পর্শদোষের উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন যে, নজরুলকে প্রাক্-পাকিস্তান যুগের কবি বলিয়া গ্রাহ্য করা হউক, পাকিস্তানের কবি হওয়ার গৌরব তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। সাধু সাধু। ডক্টর মহম্মদ শহীদুলাহ সাহেব নিশ্চিয়ই এতদিনে তাঁহার 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' 'পাকিস্তানি ভাষার ব্যাকরণ' রূপে ঢালিয়া সাজিতেছেন। 'ইত্তেহাদে' দেখিলাম মৌলানা আকরাম খাঁ সাহেবের কোরান অনুবাদে "উষা নিশাপাতি দিনপতি" প্রভৃতি কথা থাকার জন্য তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে; পূর্ব-পাকিস্তানে ওই সংস্কৃত-ঘেঁষা অনুবাদের স্থান হইতেই পারে না। তা ছাড়া উর্দুর ফতোয়া তো আছেই। মোটের উপর মনে হইতেছে, ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়া আমাদের বিশেষ আশঙ্কার কারণ নাই, পূর্ববর্তী গৌরবের যাহা কিছু হিন্দু-ছোঁয়াচ-দুষ্ট, তাহার সবকটিই না পাক বলিয়া গণ্য হইবে। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আমরা ভবিষ্যতের কোনও আশা বর্তমান অবস্থায় তো করি না।

[আষাঢ় ১৩৫৪; পৃ. ২৩৬-৩৭]

পাঁচ

সজনীকান্ত দাস ছিলেন এক পর্যায়ে 'শনিবারের চিঠির মূল কর্ণধার। এই পত্রিকায় তিনি ও তাঁর সহ-লেখকেরা যত রকমে পেরেছেন নজরুলকে হেয় প্রতিপন্নের চেষ্টা করেছেন। বিদ্রূপ ব্যঙ্গ-কটাক্ষ করতে ছাড়েননি সে স্বনামেই হোক বা বেনামে-ছদ্মনামেই হোক। নজরুল যখন মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির প্রধান প্রশিক্ষক গীতিকার-সুরকার, তখনো সজনীকান্ত নজরুলের কবিতা ও গানের প্যারডি রচনা করে মেগাফোন থেকে রেকর্ড বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়েছেন। মেগাফোনে নজরুলের তখন দারুণ প্রতাপ, তিনি বাধা দেননি, উদারতা দেখিয়ে অনুমোদন দিয়েছেন।

তবে ছিদ্রান্বেষণে অভ্যস্ত সজনীকান্তের ভিন্ন এক রূপের সন্ধান মেলে অসুস্থ নজরুলের চিকিৎসার ব্যাপারে। এক্ষেত্রে সজনীকান্ত ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয় ও আন্তরিক। এখানে তাঁর মানবিক গুণের পরিচয় মেলে– তা কর্তব্যবোধ বা অনুশোচনা, যে-কারণেই হোক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল জীবনের কুষ্টিয়া পর্ব

কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) জন্ম, প্রতিভার বিকাশ ও জীবন-জীবিকার ক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গে হলেও তাঁর জীবন ও সাহিত্যে পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে ভূখণ্ডের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে সফরের মাধ্যমে এই ভূখণ্ডের সঙ্গে তাঁর বিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিবাহসূত্রে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক যোগ এক নতুন মাত্রা পায়। নজরুলের অনেক প্রাতিস্বিক রচনার ধাত্রীও এই ভূখণ্ড। তাঁর জীবনাবসান ও অন্তিমশয্যাও রচিত হয় বাংলাদেশের মাটিতেই।

নজরুল-জীবনের পূর্ববঙ্গ-পর্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য-বিবরণ ও বিশদ ইতিহাস সহজপ্রাপ্য নয়। নজরুলের সফর-সংবাদ সব সময়ই যে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হতো, তা নয়। তাই বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্কে খতিয়ান ও 'তথ্যোপকরণ আজ প্রায় বিলুপ্ত ও অনেকাংশে দুষ্প্রাপ্য-কিছুবা স্মৃতি-শ্রুতিতে আবদ্ধ। নজরুলের সঙ্গে কুমিল্লা, ঢাকা ও চট্টগ্রামের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং এইসব অঞ্চলে তাঁর অবস্থান ও কার্যক্রমের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ও প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায়। এ-ছাড়া বাংলাদেশের আরো অনেক অঞ্চলের সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ ছিল। রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নানা প্রয়োজনে তাঁকে এসব অঞ্চলে যেতে হয় এবং নজরুলীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে একটি অনায়াস-আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁর অনেক রচনার প্রেরণাভূমিও এইসব অঞ্চল। এই প্রেক্ষাপটে নজরুলের স্মৃতিবিজড়িত স্থান হিসেবে বাংলাদেশের প্রান্তবর্তী সাংস্কৃতিক শহর কুষ্টিয়ার নামও উল্লেখযোগ্য।

রাজনৈতিক সভা-সমিতির কাজে ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নজরুল বেশ কয়েকবার কুষ্টিয়ায় এসেছিলেন এবং একনাগাড়ে একবার দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলেন। নজরুল প্রথম কবে কুষ্টিয়ায় আসেন তার সুস্পষ্ট দিন-তারিখ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি ও ১৯২৮ সালে রাজনৈতিক কারণে এবং ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে (ফাল্গুন ১৩৩৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষক সম্মেলন ও এক সংবর্ধনা-সভায় অংশগ্রহণের জন্য তিনি কুষ্টিয়ায় এসেছিলেন, তা জানা যায়। নজরুল যখন কৃষ্ণনগরে (১৯২৬-২৮) ছিলেন, সে-সময়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ও রাজনৈতিক-সতীর্থ হেমন্তকুমার সরকারের (১৮৯৫-১৯৫২) মাধ্যমে কুষ্টিয়ার সঙ্গে একটি যোগাযোগ গড়ে ওঠে। রাজনীতির সূত্রে নজরুলের সঙ্গে কুষ্টিয়ার মওলানা আফছার উদ্দীন আহমেদ (১৮৮৬-১৯৬৯) বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। রাজবন্দি হিসেবে মওলানা আফছার উদ্দীন ও নজরুল একত্রে হুগলি জেলেও ছিলেন একসময় (১৯২৩)।[১]

আগেই বলেছি, নজরুলের কুষ্টিয়ায় আগমনের প্রয়োজন হয় রাজনৈতিক কারণে এবং ব্যবস্থাপক ছিলেন হেমন্তকুমার সরকার। হেমন্তকুমার সরকারের জন্ম ও নিবাস কৃষ্ণনগরে। তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সংগঠক, বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য ও চিফ হুইপ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাত্ত্বের অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট লেখক।[২] দলের সাংগঠনিক কাজে অনেক সময়ই তাঁকে কুষ্টিয়ায় অবস্থা করতে হতো এবং সেই প্রয়োজনে শহরের আমলাপাড়ায় তিনি প্রায় স্থায়ীভাবে একটি বাড়িও ভাড়া নিয়েছিলেন। দলীয় প্রচার-প্রচারণার জন্য দলের মুখপত্র হিসেবে কুষ্টিয়া থেকে ১৯২১ সালে 'জাগরণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মী নিশিকান্ত পাত্র ছিলেন এর সম্পাদক। নজরুলের কিছু গদ্য-পদ্য রচনাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই হেমন্তকুমার-সরকারের আমন্ত্রণেই দলের (বেঙ্গল প্রজাস্টস এন্ড ওয়ার্কার্স পার্টি) কাজে নজরুল ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে কৃষ্ণনগর থেকে সপরিবারে কুষ্টিয়ায় আসেন এবং তাঁরই ব্যবস্থাপনায় কবি প্রায় এক বছরকাল এখানে অবস্থান করেন। এই সময়ে নজরুল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ সক্রিয় ছিলেন।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষের (১৯১৩-১৯৯৫) কুষ্টিয়া-বিষয়ক স্মৃতিচর্চায় নজরুলের কুষ্টিয়ার অবস্থানের খবর পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> আমলাপড়ার রাস্তাটা ইংরেজি ইউ-এর মতো ঘোরানো। তার দুটো মুখের একটা মুখ হাইরোডে থানার কাছে মিলেচে, অন্যমুখটা গোপীনাথবাড়ির ঝাউগাছের কাছে।– ব্যারাকের [রাইচরণ ব্যারাক] পশ্চিম-গায়েই ছিল এক দারোগার বাড়ি।-দারোগা বাড়ির সামনে সুরেশ চাটুজ্জে উকিলের বাড়ি।– তারপরেই ছিল নন্দ সরকারের বাড়ি। বাইরে খোলা কম্পাউণ্ড। তার দুপাশে দুটো সাহেবী প্যাটার্নের বাড়ি। নামও সাহেবী Elm Cot. আর Dew Cot. এই বাড়িতেই কৃষক-প্রজা পার্টির কনফারেন্সে এসে এলমকটে থেকেচেন মোশারফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোসেন, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্প্যাট সাহেব এবং ডিউকটে থাকতেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল পরে প্রায় বছরখানেক ছিলেন কুষ্টিয়ায় এবং অনেক সভাসমিতিতে গান গেয়ে শোনাতেন।[৩]

বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী ও পরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সুধীর সান্যাল-ও (জ.১৯১৩). যিনি নন্দ সান্যাল নামেই অধিক পরিচিত, এ-বিষয়ে অভিন্ন সাক্ষ্য দিয়েছেন :

কবি নজরুল ইসলাম ১৯২৭ সালে প্রথমে কুষ্টিয়া আসেন ও আমলাপাড়াতে বন্ধু হেমন্ত সরকারের 'ডিউকট' নামের বাসাতে সস্ত্রীক ও শিশু সন্তানসহ দীর্ঘকাল অর্থাৎ প্রায় এক বৎসরকাল ছিলেন।[৪]

নজরুল-বন্ধু কমরেড মুজফ্ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩)-"পুরো ১৯২৬ সাল, পুরো ১৯২৭ সাল এবং ১৯২৮ সালের শেষদিকে-নজরুলরা কৃষ্ণনগরে ছিল"[৫]-বলে যে মন্তব্য করেছেন তা সঠিক নয়। অন্তত ১৯২৭ সালের শেষাংশ ও ১৯২৮ সালের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত নজরুল যে সপরিবারে কুষ্টিয়ায় ছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শীর পূর্বোক্ত বিবরণে তা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত।

নজরুল কুষ্টিয়ায় অবস্থানকালে দলীয় সাংগঠনিক তৎপরতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও যুক্ত হয়ে পড়েন। আগ্রহী তরুণদের তিনি গান শেখাতেন, আবৃত্তির চর্চা হতো। তাঁর আবির্ভাবে কুষ্টিয়ার তরুণদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তাঁকে কেন্দ্র করে একটি সাংস্কৃতিক আবহ গড়ে ওঠে। কিন্তু অপরপক্ষে শহরের রক্ষণশীল ও রাজভক্ত পেশাজীবী সম্প্রদায় সরকারি রোষে পড়ার আশঙ্কায় কবির ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিলেন। সুধীর সান্যাল, এ-বিষয়ে বিশদ করে বলেছেন :

নজরুল-সস্ত্রীক ও শিশু পুত্র বুলবুলসহ বন্ধু সাম্যবাদী নেতা হেমন্ত সরকারের 'ডিউকট' লজে কুষ্টিয়ার আমলাপাড়াতে ছিলেন ও `Peasants and workers' party র Conference এর প্রচারকাজ ও সংগঠ'ন বিষয়ে কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। সকালে তরুণদের নিয়ে প্রভাতফেরিতে গান গেতেন দেশাত্মবোধের। সাম্যবাদী নেতা মুজফ্ফর আহমদ, বৃটেনের শ্রমিক ও সাম্যবাদী নেতা ফিলিপ স্প্যাট, হেমন্ত সরকার ও কবি নজরুল একত্রিক হয়ে সভাসমিতি সংগঠিত করতেন। যেদিন এসব থাকত না, সেদিন কবি 'ডিউকে' দেশাত্মবোধের গানের আসর বসাতেন। আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু লুৎফল [লুৎফেল হক খন্দকার ঃ পরবর্তীকালে কুষ্টিয়ার মোক্তার ও বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ঃ জন্ম ১৯১৫, মৃত্যু ১৯৬৫] কবির কাছ থেকে গানের তালিম নিয়েছিল। আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগ্যবান, কবির সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলাম। তখন আমাদের বয়স পনেরো বৎসরের বেশি হবে না। কবি তখন যুবক, ২৮/২৯ বৎসর বয়স বোধ হয়। কবি নিজেই কুষ্টিয়ায় এসেছিলেন জনগণ, কৃষক-শ্রমিক ও তরুণদের দেশাত্মবোধ সৃষ্টি ও সংগঠিত করতে। শহরের শিক্ষিত লোক উকিল, মোক্তার, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতিরা সম্মেলনের সংগঠক এঁদের এড়িয়ে চলতেন। সুতরাং আনুষ্ঠানিকভাবে কবিকে সভা করে কেউ সংবর্ধনা জানায়নি, তবে তিনি তরুণদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা ও আন্তরিক শ্রদ্ধা সর্বদা পেয়েছেন।[৬]

এরপর ১৯২৮ সালে 'পেজান্টস ত্রন্ড ওয়াকার্স পার্টি'র আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কুষ্টিয়ায়। সম্মেলনের আয়োজন হয় শহরের যতীন্দ্রমোহন হলের পরিমল রঙ্গমঞ্চে। এই উপলক্ষে নজরুল কুষ্টিয়ায় আসেন এবং যথারীতি বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারের আমলাপাড়ার 'ডিউকট, বাসভবনে ওঠেন। নজরুলের আবির্ভাবে কুষ্টিয়ায় একটা সাড়া পড়ে যায় এবং এই সম্মেলনও বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। সম্মেলনের প্রত্যক্ষদর্শী সুধীর সান্যাল জানিয়েছেন :

সাম্যবাদী নেতা মুজফ্ফর আহমদ, হেমন্ত সরকার ও বৃটেনের সাম্যবাদী নেতা ফিলিশ স্প্যাট ও কবি নজরুল `Peasants'& Workers' Conference' এ ১৯২৮ সালে পরিমল হলে উপস্থিত ছিলেন- তাঁরাই সম্মেলনকে সংগঠিত ও সাফল্যমণ্ডিত করেন। আমি তখন ক্লাস নাইন বা নবম শ্রেণীতে পড়ি। আমরা কতিপয় বন্ধু উক্ত সম্মেলনে দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলাম।[৭]

কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন প্রসঙ্গে সুধীর সান্যাল অন্যত্র আরো বলেছেন :

যতীন্দ্রমোহন হলে ১৯২৮ সালে মুজফ্ফর [আহমদ] সাহেবের সভাপতিত্বে সম্মেলনে স্প্যাট সাহেবের ভারতের স্বাধীনতার দাবিতে বক্তৃতা, নজরুল ইসলামের গান-"চাষী ধর ক'ষে লাঙল" ও "অন্তরন্যাশনাল" সমবেত প্রায় এক হাজার সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল। আমি লুৎফল ও অন্যান্য তরুণরা সত্যই ভাগ্যবান সম্মেলন দেখে। 'জাগরণ' ছিল সাপ্তাহিক, পার্টির মুখপত্র কবির (নজরুল) গান ও প্রবন্ধ তাতে প্রকাশিত হয়েছে।[৮]

নজরুল ১৯২৯ সালেও রাজনৈতিক কারণে কুষ্টিয়ায় আসেন। এবারে এসেছিলেন এক কৃষক সম্মেলন উপলক্ষে এবং এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। নজরুল-সুহৃদ কমরেড মুজফ্ফর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন :

সময়টা ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ ছিল, না, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ, তা আমি সঠিক মনে করতে পারছিনে।- কথাটি হচ্ছে এই যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল ইসলাম আর আমি কুষ্টিয়ায় একটি কৃষক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেম। শুধু আমি একা নই, কলকাতা হতে আবদুল হালীম আর ফিলিপ স্প্যাটও সেই সভায় যোগ দিতে দিয়েছিলেন। ফিলিপ স্প্যাট গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। তিনি কলকাতায় আমাদের সঙ্গে থেকে সাংগঠনিক কাজ করতেন। মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় দণ্ডও তিনি ভোগ করেছেন।[৯]

কুষ্টিয়ায় নজরুলের সফরসঙ্গী মুজফ্ফর আহমদ এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করেছেন :

শ্রীহেমন্তকুমার, সরকার এইসময়ে সস্ত্রীক কুষ্টিয়ায় থাকতেন। কৃষক সম্মেলনের উদ্যোক্তাও তিনিই ছিলেন। তাঁর নিমন্ত্রণে পুত্র বুলবুল ও দু'মাসের শিশু সানি (সব্যসাচী)-সহ নজরুলের স্ত্রী প্রমীলা এবং শাশুড়ি শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীও কুষ্টিয়ায় হেমন্তবাবুর বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। কুষ্টিয়ায় সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যোগ দিয়েছিলেন। মনে আছে ত্রিপুরা জিলা হতে ওয়াসীমুদ্দীন সাহেবও এসেছিলেন। সেখানে আমরা বঙ্গীয় কৃষক লীগ-কৃষকদের একটি রাজনীতিক সংগঠন– গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসে দু'শ্রেণীর ভিত্তিতে ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্টস পার্টি গড়ার বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছিল। সেই জন্য সংগঠনকে এক শ্রেণীর ভিত্তিতে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে ছিল আমাদের কুষ্টিয়ার এই উদ্যোগ।–

কুষ্টিয়ার ওই সভাতেই আমি নজরুলের সঙ্গে রাজনীতিক মঞ্চে শেষ দাঁড়িয়েছিলেম। ওখানকার সভার কাজ শেষ হওয়ার পরদিনই আমরা (ফিলিপ স্প্যাট, আবদুল হালীম ও আমি) কলকাতায় চলে আসি। বাচ্চাসুদ্ধ প্রমীলা ও গিরিবালা দেবীও আমাদের সঙ্গেই এসেছিলেন। নজরুল আরও দু'একদিনের জন্য কুষ্টিয়ায় থেকে গিয়েছিলেন।[১০]

নজরুল এই সম্মেলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিলেন। গানে-কবিতায় মাতিয়ে তুলেছিলেন সভাঙ্গন। কুষ্টিয়ার এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কবি আজিজুর রহমান (১৯১৪-১৯৭৮), অনুষ্ঠানের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি বিদ্রোহী কবি একা, উপস্থিত বক্তাদের বক্তৃতার চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ছিল তাঁর দরাজ কণ্ঠে গান।

"কৃষকের গান", "জেলেদের গান", "শ্রমিকের গান"– এইসব গানের কোনোটিই দুই-তিন পাতার কম ছিল না। কিন্তু মনে হয়েছিল খুব ছোট। সবচেয়ে দীর্ঘকায় ছিল শ্রমিকের গানটি, কবি এটা পেয়েছিলেন, পুনরাবৃত্তি করে কয়েকবার। কুষ্টিয়া বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত। তাই শ্রোতাদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহিনী মিল এবং অন্যান্য কারখানার শ্রমিকেরাই ছিল সংখ্যায় বেশি। তাদের তুমুল করতালি ছাড়াও তখনকার দিনের প্রথায় থিয়েটারি ঢংয়ে পুনঃ পুনঃ " এনকোর" "এনকোর" ধ্বনিতে বিরাট হলটি কেঁপে কেঁপে উঠেছিল।
হর্ষোৎফুল্ল জনতা বিদ্রোহী কবির উপস্থিতিতে বক্তাদের শোনার খুব একটা পক্ষপাতী ছিল না। বক্তারা অন্তরে অন্তরে কিছুটা বিমর্ষ হলেও তাঁদের বলার কথা কবিই কিন্তু বলে যাচ্ছিলেন। আরো সুন্দর করে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করে।[১১]

১৯২৯ সালে এই কৃষক সম্মেলনে এসে নজরুল সবান্ধব শহর থেকে কিছুদূরে গড়াই নদীর অপর পাড়ে হাটশ হরিপুর গ্রামে গিয়েছিলেন দলের সাংগঠনিক কাজে আর বেড়ানোর জন্যে। কবির এই সংক্ষিপ্ত সফর হয়েছিল বসন্তকাল ও সেই সময় রমজান মাস ছিল বলে কবির আজিজুর রহমান স্মরণ করতে পারেন। তিনি জানাচ্ছেন :

আমার মুরুব্বীদের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছিল, পরদিন সকালে কবি [নজরুল] আসবেন আমাদের গ্রামে। কুষ্টিয়া শহরের উত্তরবাহিনী গোড়াই নদীর ঠিক অপর পাড়েই আমাদের গ্রাম– শহরের খুব কাছেই।
খেয়া নৌকায় পার হয়ে প্রথমেই পড়ল আমাদের আত্মীয় রেজওয়ান আলী খান চৌধুরী সাহেবের বাড়ি। তিনি ছিলেন কংগ্রেস ও খেলাফত কর্মী এবং পূর্বপরিচিত বন্ধু। কবি উঠলেন তাঁর বাড়িতে। তখন বেলা প্রায় এগারোটা। সঙ্গে হেমন্তকুমার সরকার ও 'জাগরণ' সম্পাদক নিশিকান্ত পাত্র।– কবি বৈঠকখানায় বসা মাত্র গ্রামের বহু লোক এলো কবিকে দেখতে। আমার চাচাতো ভাই খান সাহেব হারুনুর রশীদ ও গোলাম রহমান সাহেব– এঁরা কবির পূর্ব পরিচিত। গোলাম রহমান সাহেব খেলাফত কর্মী ছিলেন। এঁরা এসেছিলেন কবিকে নিয়ে যেতে। খান চৌধুরীদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি মিনিট দু'য়েকের পথ। কবি আমাদের বাড়িতে এলেন চারটার দিকে। উঠলেন গোলাম রহমান সাহেবদের প্রশস্ত বারান্দায়। সামনের খোলা রোয়াক, তারপর সবুজ ঘাসের আঙিনা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। দেখতে দেখতে সেই আঙিনা ও রোয়াক বরে উঠল। কুষ্টিয়া অঞ্চলে নামকরা কবিয়াল আফাজুদ্দীন সরকার ও ওশন আলী মিয়া আগেই এসে বসেছিলেন। এঁদের দু'জনেই আমাদের পাশের গ্রামের অধিবাসী। উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে এই দুই কবিয়াল কবির কাছে আরজ পেশ করলেন– গান শোনাবার জন্য।
কবি বললেন ঃ 'সন্ধ্যার পর চেষ্টা করা যাবে। আপনারাও আমাকে কবিগান শোনাবেন এই শর্ত থাকল কিন্তু।'[১২]

সেই বিকেলেই কবি শিকার করতে যান নদীর চরে। আজিজুর রহমান সচেতন মনোযোগে লক্ষ করেছেন কবির একটি অদ্ভুত উচ্চারণ-'বন্দুক' না বলে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বুন্দুক' বলতে থাকেন বারবার। সেদিন শিকারও জুটেছিল কবির ভাগ্যে- একটি হরিয়াল ও একটি ঘুঘু। কবির নির্দেশ মতো ঝাল বেশি দিয়ে কম ঝোলে রান্না হয় সেই পাখির মাংস।[১৩]

সন্ধ্যায় চা-পর্বের পর সমবেত উৎসুক শ্রোতাদের আগ্রহ আর অনুরোধ শুরু হয় কবির গানের আসর। সেই সান্ধ্য-আসরের অন্তরঙ্গ বিবরণ মেলে আজিজুর রহমানের স্মৃতিচারণায় :

> ইতিমধ্যে একজন কাপড়ে ঢেকে একটা হারমোনিয়াম নিয়ে এলো; রেজওয়ান আলী খান চৌধুরী সাহেব উঠে বাহকের কাছ থেকে নিয়ে কবির সামনে হারমোনিয়ামটি রেখে দিলেন।– সকলেই নড়ে-চড়ে বসলেন। শুরু হলো গানের আসর।-কবি প্রথমে গাইলেন, 'আসে বসন্ত ফুলবনে'. তারপরে ক্রমান্বয়ে 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে', 'বাগিচায় বুলবলি তুই', 'চল চল চল', 'বাজলো কিরে ভোরের সানাই'-এমনি করে একটির পর একটি, অনেকগুলো গান। লণ্ঠন হাতে তারাবি জামাতের মুসল্লিরাও মসজিদে যাওয়ার পথে কবির গান শুনতে দাঁড়িয়ে গেলেন।[১৪]

তারাবি নামাজের সময় হয়ে যাওয়ায় কবিকে গান বন্ধ করতে হয়। উপস্থিত মণ্ডল-মাতবরের দল কবির কাছে পরে দিন গানের আসর বসানোর অনুরোধ জানান। কবি তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে ইশারায় গোপনে কিছু শলা করে নেন। কবির নীরবতায় সকলেই সম্মতির লক্ষণ বিবেচনা করে নামাজে চলে যান। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে কবি তাঁর অনুরাগীদের এই অনুরোধ রক্ষা করতে পারেননি।

কাক-ভোরেই তাঁকে সবার সকলের অগোচরে চলে যেতে হয়। সম্ভাব্য গ্রেফতার এড়ানোর জন্যই হয়তো এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কবি আজিজুর রহমান জানাচ্ছেন :

> পরদিন সকালে উঠেই দেখি কবির বিছানা শূন্য, সেইসঙ্গে হেমন্তবাবু ও নিশিকান্তবাবুর বিছানাও শূন্য। সঙ্গে সঙ্গে একজন সাইকেল নিয়ে খেয়াঘাটের দিকে ছুটল। একটু পরেই সে ফিরে এসে বলল : তাঁরা প্রথম খেয়াতেই পার হয়ে চলে গিয়েছেন।'
>
> কবি চলে যাওয়ার কিছুদিন পর 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা'য় কুষ্টিয়ায় কয়েকজন কর্মী গ্রেফতার হন। কেই কেউ প্রাথমিক তদন্তের পর মুক্তি পান, আর বোধহয় দু'একদিন ঝুলে ছিলেন সেশন আদালত পর্যন্ত।[১৫]

১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে (ফাল্গুন ১৩৩৫) নজরুল যখন কৃষক সম্মেলনের যোগ দিতে কুষ্টিয়ায় আসেন, সেই সময় তাঁর সম্মানে কুষ্টিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন হয়। এই সময়ে কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান (১৯১৬-৩৪) ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী তারাপদ মজুমদার। এঁর সম্পর্কে কুষ্টিয়ার এককালীন মহকুমা প্রশাসক সাহিত্যিক সিভিলিয়ান অন্নদাশঙ্কর রায় (জ ১৯০৪) বলেছেন :

> আমি তাঁকে [তারপরদ মজুমদার] বলতুম মেয়র বা লর্ড মেয়র। এত দীর্ঘকাল ধরে সুখ্যাতির সঙ্গে চেয়ারম্যান পদে থাকতে আমি কাউকে দেখিনি।[১৬]

মূলত তারাপদ মুজমদারের প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় নজরুল সংবর্ধনার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। নেপথ্যে ছিল নজরুল-বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারের নির্দেশনা ও সহযোগিতা। এই কাজে শহরের গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়, মাহতাবউদ্দীন আহমেদ, ফজলুল বারী চৌধুরী, হারুনর রশীদ;, গোলাম রহমান, নিশিকান্ত পাত্র, তাজউদ্দীন আহমেদ (তাজু মিয়া) প্রমুখ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

'সাপ্তাহিক সওগাত' (২৪ ফাল্গুন ১৩৩৫/৮মার্চ ১৯২৯ / ১ বর্ষ ৪২ সংখ্যা) পত্রিকায় 'কুষ্টিয়ায় নজরুল সম্বর্ধনা' শিরোনামে উক্ত অনুষ্ঠানের একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় :

> গত পূর্ব বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়ায় যতীন্দ্রমোহন হলে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে কাজী নজরুল ইসলামকে অভিনন্দিত করা হয়। শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন।[১৭]

এই নজরুল সংবর্ধনায় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ মেলে স্থায়ী এক সাহিত্যসেবী ডাঃ আবদুর রহামানের (১৮০৪-১৯৮০) কথকতায়। তিনি ছিলেন মূলত কবি ও গীতিকার, পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। নজরুল-সংবর্ধনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> বাংলা ১৩৩৪ সন।[১৮] কাজী নজরুল ইসলামের 'কবি প্রতিভা' তখন দেশের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সময় কুষ্টিয়ার সাহিত্যসেবীগণ নজরুল সংম্বর্ধনা সভায় আয়োজন করেন। –স্থানীয় যতীন্দ্রমোহন হলে (বর্তমানে পরিমল থিয়েটার হল) সংম্বর্ধনা সভার জন্য স্থান নির্বাচিত করা হয়।[১৯]

এরপর ডাঃ আবদুর রহমান তাঁর স্মৃতি থেকে অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দিষ্ট দিনে কবি সপরিবারে কুষ্টিয়ায় আগমন করলেন। স্টেশনে তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হলো। সপরিবারের কবি হেমন্তকুমার সরকারের বাসভবনে উঠলেন। বৈকালে যথারীতিভাবে বিদ্রোহী কবির সম্বর্ধনা সভা আরম্ভ হলো। মুসলমানদের মধ্যে আমি (ডাঃ আবদুর রহমান) এবং কমলাপুর-পিয়ারপুরের তোফাজ্জেল হোসেন এই সম্বর্ধনা সভায় যোগদান করি। সবাই তাঁদের নিজ নিজ কবিতা পাঠ করলেন। আমিও নজরুলের প্রশস্তিমূলক আমার স্বরচিত কবিতা পাঠ করলাম। এই সম্বর্ধনা সভায় কবি স্বয়ং তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন।-ভাষণে বিদ্রোহী কবি যা বলেছিলেন তা এখনো আমার কানে যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে,-'আজ আপনারা আমায় যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করছেন, এ শুধু আমার প্রাপ্য নয়, যুগে যুগে যত কবি এসেছেন তাঁদেরও প্রাপ্য। আপনাদের এই দান বাহকরূপে তাঁদের দরবারে পৌছে দেওয়াই আমার কাজ।– আজ এই সম্বর্ধনা সভায় আমার স্বজাতীয় দু'জন মুসলমান কবি ভাই দু'টি কবিতা দ্বারা অভিনন্দন জানিয়েছে সে জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত।'[২০]

কুষ্টিয়ায় নজরুলের সংবর্ধনার পরপরই কুমারখালীতেও সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। পূর্বোক্ত ডাঃ আবদুর রহমান উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন। এ-সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন :

কুষ্টিয়ায় নজরুল সম্বর্ধনার পরও কবি নজরুল ইসলামকে কেউ মুক্তি দিল না। প্রায় প্রতিদিন এ-পাড়া ও-পাড়ায় জলসা হতে লাগল। নজরুল সেসব জলসায় কথায় ও কবিতায় প্রাণের বন্যার ঢেউ তুলতে লাগলেন। এই সুযোগে কুমারখালীর নজরুলভক্ত সরকান্দির আবদুল গণি, কুণ্ডুপাড়ার ভোলানাথ মজুমদার, গোঁড়া মৈত্র, আমি এবং আরও কয়েকজন স্কুলের ছাত্র কুমারখালীতে নজরুল সম্বর্ধনা সভার আযোজনে মেতে উঠলাম। নিমন্ত্রণ করবার ভার পড়ল আমার উপর। নির্দিষ্ট ট্রেন ফেল করায় হেঁটে উপস্থিত হলাম। কবি সাহেব আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। কুমারখালীর যোগেন্দ্রনাথ এম.এই. স্কুল প্রাঙ্গণে কবি নজরুল ইসলামের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। কবি এই সম্বর্ধনা সভায় 'জাতের নামে-হাতের মোয়া' সঙ্গীতটি গাইলেন এবং 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করলেন। কুমারখালীর মাটি, কুমারখালীর আকাশ, সর্বোপরি কুমারখালীর মানুষ সেদিন নজরুলকে পেয়ে ধন্য হয়ে উঠেছিল।[২১]

কুমারখালীতে নজরুল আর এক সমাজবিপ্লবী সাহিত্য সাধক কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের (১৮৩৩-১৮৯৬) প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য কাঙাল-কুটিরে গিয়েছিলেন বলে কাঙাল পৌত্র অতুলকৃষ্ণ মজুমদারের সূত্রে জানা যায়। এই যোগাযোগ হয়েছিল মূলত কাঙালের জ্ঞাতি-ভ্রাতুষ্পুত্র ও কুমারখালীতে নজরুল সংবর্ধনার অন্যতম উদ্যোক্তা ভোলানাথ মজুমদারের আগ্রহ ও প্রচেষ্টায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট আইনজীবী ও সংস্কৃতিসেবী দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৮৩) তাঁর স্মৃতিচারণায় কুষ্টিয়ায় নজরুলের অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন :

> কৃষ্ণনগরের হেমন্ত সরকারও বিশেষ কৃতী ছাত্র তিনিও হরিপদবাবুর সঙ্গে সরকারি খরচে বিলাত যাওয়ার সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে অসহযোগ আন্দোলনের যোগ দেন। পরে কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হয়েছিলেন। আরও পড়ে কয়েক বৎসর কুষ্টিয়ায় বাস করে নিশিকান্ত পাত্রের সঙ্গে 'জাগরণ' পত্রিকা পরিচালনা করতেন এবং মনে হয় যেন একটা ছাপাখানাও চালাতেন। তাঁর বাসায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম একবার আতিথ্য স্বীকার করে দু'দিন ছিলেন। দু'দিনই সন্ধ্যায় পরিমল রঙ্গমঞ্চে তাঁর কণ্ঠের সঙ্গীত ও আবৃত্তি কুষ্টিয়াবাসীরা মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন।[২২]

দেবেন্দ্রনাথের এই সাল-তারিখ উল্লেখবিহীন বক্তব্য থেকে উপরি-বর্ণিত দু'দিনের অনুষ্ঠানের সঠিক সময়কাল পাওয়া যায় না। তবে এই বিবরণ থেকে স্পষ্টই ধারণা হয় নজরুলের সঙ্গে, হেমন্তকুমার সরকারের সূত্রে, কুষ্টিয়ার একটি নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল।

বৃহত্তর কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গার কার্পাসডাঙ্গা ও নিশ্চিন্তপুরের সঙ্গের নজরুলের যোগাযোগ ছিল। তিনি এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন বলেও জনশ্রুতি আগে।[২৩]

প্রথম পর্যায়ে নজরুল প্রায় এক বছর কুষ্টিয়ায় ছিলেন বলে জানা যায়। এই দীর্ঘ অবস্থানকালে তিনি যেন সাহিত্যচর্চা থেকে বিরত ছিলেন তা ভাবা যায় না।

এই সময়ে নিশ্চয়ই তিনি কিছু না কিছু লিখেছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, রচনাস্থানের উল্লেখ না থাকায় সেসব রচনা শনাক্ত করার কোনো উপায় বা সুযোগ আজ আর নেই। নজরুল-জীবনের কুষ্টিয়া-পর্বটি অনেকাংশে তাঁর অজ্ঞাত বাসের কাল এবং তার নজরুল-জীবনের এক অলিখিত অধ্যায়।

তথ্যনির্দেশ

১, খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন : 'যুগস্রষ্টা নজরুল'। অক্সফোর্ট ইউনিভার্সিটি প্রেস,করাচি-ঢাকা, ১৯৫৭; পৃঃ ৩২।

২. হেমন্তকুমার সরকার সম্পর্কিত তথ্য কৃষ্ণনগরনিবাসী বিশিষ্ট গবেষক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসবিদ মোহিত রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৩. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : 'কুষ্টিয়া : ইতিহাস-ঐতিহ্য'। কুমারেশ ঘোষ : "কুষ্টিয়ার স্মৃতি"। কুষ্টিয়া, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮; পৃঃ ১১৬-১৭।

৪. পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার চন্দননগর থেকে ১০.৬.১৯৯১ তারিখে আবুল আহসান চৌধুরীকে লিখিত সুধীর সান্যাল (নন্দ সান্যাল)– এর ব্যক্তিগত পত্র।

৫. মুজফ্‌ফর আহমদ : 'কাজী নজরুল ইসলাম :স্মৃতিকথা'। ৩য় মুক্তধারা সংস্করণ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭; পৃঃ ৩০৭।

৬. ৮.৪.১৯৯৪ তারিখে আবুল আহসান চৌধুরীকে লিখিত সুধীর সান্যাল (নন্দ সান্যাল)– এর ব্যক্তিগত পত্র।

৭. ১০.৬.১৯৯১ তারিখে লিখিত সুধীর সান্যাল (নন্দ সান্যাল)–এর পত্রঃ পূর্বোক্ত।

৮. ৮.৪.১৯৯৪ তারিখে লিখিত সুধীর সান্যাল (নন্দ সান্যাল)–এর পত্রঃ পূর্বোক্ত।

৯. মুজফ্‌ফর আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃঃ ৩১৮।

১০. মুজফ্‌ফর আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃঃ ৩২৬–২৭।

১১. 'বেহার বাংলা' (পাক্ষিক), ঢাকা, মে ২য় পক্ষ ১৯৭৩। আজিজুর রহমান : 'কুষ্টিয়ায় কবি নজরুল ইসলাম'; পৃঃ ২৮।

১২. ঐ; পৃঃ ২৫–২৬।

১৩. ঐ; পৃঃ ২৬।

১৪. ঐ; পৃঃ ২৬–২৭।

১৫. ঐ; পৃঃ ২৭।

১৬. 'কুষ্টিয়া : ইতিহাস–ঐতিহ্য' :পূর্বোক্ত। অন্নদাশঙ্কর রায় :"কুষ্টিয়ার স্মৃতি"; পৃঃ ১০৩।

১৭. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম :'সমকালে নজরুল ইসলাম'। ঢাকা, অগ্রহায়ণ ১৩৯০; পৃঃ ১২৫।

১৮. লেখক স্মৃতিবিভ্রমের ফলে নজরুল–সংবর্ধনার সময়কাল ১৩৩৪ বলে উল্লেখ করেছেন, আসলে হবে ১৩৩৫ সাল।

১৯. 'সাপ্তাহিক দেশব্রতী', কুষ্টিয়া, ২৫মে ১৯৯২/১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯। যেব-উন-নেছা (জোছনা) : কুষ্টিয়ায় নজরুল সম্বর্ধনা" ; পৃঃ ৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০. ঐ; পৃ:৩।

২১. ঐ; পৃ: ৩।

২২. 'কুষ্টিয়া : ইতিহাস-ঐতিহ্য' পূর্বোক্ত। দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : "স্মৃতিময় কুষ্টিয়ার কথা"; পৃ:৬৮।

২৩. এম. ইব্রাহিম ঃ 'নজরুল ও নিশ্চিন্তপুর'। চুয়াডাঙ্গা, আগস্ট ১৯৯০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল-বিদূষণ ও নীরদচন্দ্র চৌধুরী

নজরুল (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যের এক মহৎ কবি ব্যক্তিত্ব। প্রচলিত বাংলা কবিতার রূপ-রীতি ভাব-ভাষা ও প্রসঙ্গে তিনি মৌলিক পরিবর্তন আনেন। ফলে বাংলা কবিতায় সংযোজিত হয় এক অভিনব সুর। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব ছিল প্রায় প্রেক্ষাপটহীন, তবুও স্বল্পকালের ভেতরেই তিনি ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা ও সামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। নজরুল রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪২)-এর সপ্রশংস মনোযোগ ও সানুরাগ স্বীকৃতি এবং আধুনিকতায় দীক্ষিত প্রগতিপন্থী তরুণ লেখকগোষ্ঠীর সাদর সংবর্ধনা ও অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছিলেন। কিন্তু নন্দিত এই কবি কিছু ব্যক্তির প্রয়াসে সমকালে বিতর্কিত হয়ে ওঠেন, শিকার হন অনুচিত নিন্দা-সমালোচনা-বিদ্বেষের। নজরুল-বিদূষণের এই ইতিহাস দীর্ঘকালের, বলা যায় তা তাঁর সাহিত্যচর্চার প্রায় সমবয়সী। নজরুলের সাহিত্য সম্পর্কে সমকালীন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া যথেষ্টই তীব্র ছিল। তাঁর প্রতি বিরূপতা ও বিদ্বেষের কারণ ছিল নানা রকমের,– তা কখনো ধর্মীয়, কখনো সাহিত্য-সম্পর্কিত, আবার কখনো বা ব্যক্তিগত।

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নজরুলের বিরুদ্ধে বিষোদগার যে কত তীব্র ছিল তা সহজেই উপলব্ধি করা যায় মোহাম্মদ রেয়জুদ্দীর আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩)-এর একটি রচনার শিরোনাম থেকে–'লোকটা মুসলমান না শয়তান?'(ইসলাম-দর্শন' কার্তিক ১৩২৯)। এ প্রসঙ্গে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন (১৮৯১-১৯৬২)-এর 'কাজীর কেরদানী' (ইসলাম-দর্শন, মাঘ ১৩৩৪) কিংবা 'ইসলাম-বৈরী মুসলমান কবি' ('মোসলেমদর্পণ', আগস্ট ১৯২৫) শীর্ষক রচনার কথাও উল্লেখ করা যায়।[১] নজরুলের রচনা থেকে অনৈসলামিক উপকরণ আবিষ্কার করে ধিক্কার দেয়া হয়েছে তাঁকে। বলাই বাহুল্য, রক্ষণশীল ধর্মীয় শাস্ত্রবাহকদের এই আক্রমণ ছিল একান্তই সাহিত্য-বিবেচনা বহির্ভূত স্থূল এক প্রতিক্রিয়া।[২] এর পাশাপাশি উল্লেখ করা যায় সাহিত্যক্ষেত্রে রুচিগত চিন্তা-চেতনার পার্থক্যজনিত প্রতিক্রিয়া ও সেইসূত্রে শিল্পবিচারের নামে কটূক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিন্দাবাদ এবং ব্যক্তিগত ঈর্ষা অসূয়ার অনুদার প্রকাশ। নজরুল ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে বিরূপ, বিদ্বিষ্ট ও উন্নাসিক মনোভাব পোষণ করেন যাঁরা, সাহিত্যজগতের সেইসব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের তালিকায় প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) প্রমুখের নাম বিশেষ স্মরণযোগ্য। এঁদের প্রতিকূল ও অপ্রসন্ন উক্তি-মন্তব্য-বিবেচনা-সিদ্ধান্ত-আচরণ নজরুলকে নানাভাবে আক্রান্ত, আহত ও হেয় করেছে।

প্রমথ চৌধুরী একধরনের উন্নাসিক মানসিকতার কারণেই নজরুলের একটি অনুবাদ কবিতা 'সবুজপত্রে' ছাপেননি। এ ক্ষেত্রে রচনা-বিচারে প্রমথ চৌধুরীর শৈল্পিক বিবেচনা যে অনুপস্থিত ছিল তা বেশ বোঝা যায় অমনোনীত রচনাটি যখন সমাদরে 'প্রবাসী' (পৌষ ১৩২৬) পত্রিকায় ছাপা হয়। প্রমথ চৌধুরীর এই অবজ্ঞাপ্রসূত অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত তাঁর সহকারী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৪) সঙ্গত কারণেই অনুমোদন করতে পারেননি।[৩] মোহিতলাল মজুমদারের নজরুলের প্রতি অপসন্ন হওয়ার কারণ অনেকাংশে বক্তিগত। মোহিতলালের 'আমি (মানসী', পৌষ ১৩২১) শীর্ষক গদ্যরচনাই নজরুলেই 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রেরণা ও উৎস,– এই দাবি নজরুল ও তাঁর সাহিত্য সতীর্থদের দ্বারা অস্বীকৃত হওয়ার তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং স্বনামে বেনামে, মূলত 'শনিবারের চিঠি'দে, নজরুলের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণে শরিক হন। অথচ একসময়ে মোহিতলাল নজরুলের কবিতার ভাব-ভাষা-ছন্দের ভূয়সী প্রশংসা করে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আদর্শিক অনৈক্য এবং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য লাভের প্রশ্নে ব্যক্তিগত ঈর্ষা অসূয়া থেকেই গোলাম মোস্তফার নজরুলের প্রতি বৈরী মনোভাবের জন্ম। সজনীকান্ত দাসের নজরুল-বিরোধিতার মূলে রয়েছে সাহিত্যরুচি ও নীতির প্রসঙ্গ। নজরুল-বিদূষণের এই ধারাক্রমে সংযোজিত আর-একটি উল্লেখযোগ্য নাম-নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৭-১৯৯৯), যাঁর নজরুল-বিবেচনা অকৃত্রিম বিদ্বেষ প্রসূত এবং তা অসহিষ্ণু সমালোচনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নীরদচন্দ্র তাঁর লেখালেখির প্রথম পর্বে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেন নজরুলকে। এক কালাপাহাড়ি মত্ততায় তিনি নজরুলকে বিধ্বস্ত ও খারিজ করতে প্রয়াসী হন। নজরুল সম্পর্কে নীরদচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্বেষে আচ্ছন্ন, মনোভাব নৈতিবাচক এবং সিদ্ধান্ত নিতান্ত একদেশদর্শী।

এক অজ্ঞাত কারণে নজরুলের প্রতি বিদ্বিষ্ট নীরদচন্দ্র একসময়ে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় নজরুল সম্পর্কে একটি ব্যঙ্গধর্মী প্রবন্ধ ('Sarcastic article') লিখে পাঠান। কিন্তু এই পত্রিকাটি সেই সময়ে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকায় রচনাটি ফেরত আসে। কিন্তু এতে তাঁর নজরুল বিদ্বেষে ভাটা পড়েনি। এরপর বাংলাভাষায় তিনি নজরুল বিষোদগারে ব্রতী হন। নিরদচন্দ্র স্মরণ করেছেন :

> However, my first incusion into Bengali journalisin was made with a severe review of a new collection of poems by Nazrul. It was published ib the foremost Bengali magazine, probashi.[৪]

নীরদচন্দ্র 'প্রবাসী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪) পত্রিকার 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগের নজরুলের 'সর্ব্বহারা' (১৯২৬/১৩৩৩) কাব্য-সংকলন সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই দীর্ঘ আলোচনায় নজরুলের প্রতি তীব্র শেষ, নিদারুণ অবজ্ঞা, নির্মম ব্যঙ্গ ও সূক্ষ্ম বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তক-সমালোচনার নামে তিনি নজরুলের কাব্যকে 'নিষ্করুণ ঢাকের বাদ্য মাত্র', 'একঘেয়ে', 'ভাষা অবোধ্য' ও তা 'দুর্বোধ্য হেঁয়ালি' বলে রায় দিয়েছেন এবং এই অসম্বদ্ধ প্রলাপ-ভাষীকে' সারস্বত-সমাজ কর্তৃক কবি স্বীকৃতি দানের জন্য খেদ ও উষ্মা প্রকাশ করেছেন। এখানে লেখকের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনোভাবের পরিচয় কোনোভাবেই প্রচ্ছন্ন থাকেনি। নজরুল বিরূপতার স্মারক এই গ্রন্থ আলোচনাটি সম্পূর্ণই উদ্ধৃত হলো এখানে ঃ কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার নূতন পরিচয় দিবার আবশ্যক আছে কি? তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার একখানি বইই যথেষ্ট। ভগবান পাখিকে একটিমাত্র সুর দিয়াছেন। সে তাহার সেই একটানা সঙ্গীত অশ্রান্ত, অক্লান্তভাবে গাহিয়া যায়। শ্রোতার ভালোলাগা মন্দলাগার অপেক্ষা রাখে না। একদিক হইতে দেখিতে গেলে, নজরুল ইসলাম সাহেবও বিহঙ্গের সমতুল্য। তাঁহারও একঘেয়ে হইবার ভয় নাই।

আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া তিনি আমাদিগকে যে বিদ্রোহ, বিপ্লব, স্বাধীনতা ও রক্তপাতের গান শুনাইয়া আসিতেছেন "সর্ব্বহারা" তাহারই নূতনতম কিস্তি। প্রথমবারে "অগ্নিবীণার" গর্জ্জন শুনিয়া তাঁহার বিস্মিত ও চমকিত দেশবাসীরা ভাবিয়াছিল যে, এত দিনে আমাদের দেশেও বুঝি অ্যাঙ্গোরার বিজয়বাদ্য অথবা মস্কোর রণভেরী বাজিয়া উঠিল। কিন্তু সেই একই সুরের দ্বাদশতম পুনরাবৃত্তিতে লোকে বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই বাদ্য বাংলাদেশের চির পরিচিত, সনাতন, নিষ্করুণ ঢাকের বাদ্য মাত্র। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মিটে না, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও তেমনি এই বিদ্রোহের খেলা খেলিয়া পূর্ণ হইবার জিনিস ভাঙ্গিয়া ভাবেন যে, ভূমিকম্পের সৃষ্টি করিলাম। ধর্ম ও নীতি হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা ভাষার ব্যাকরণ পর্যন্ত সকল বন্ধনের উপর তাহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিদারুণ আক্রোশ। এই সাম্যবাদী কবির মতে সব মানুষ সমান।– "আদম হইতে সুরু ক'রে এই নজরুল তক্‌সবে" –অথাৎ সৃষ্টির আদম হইতে চরমবিকাশ পর্যন্ত সকলে-'কমবেশী ক'রে পাপের ছুরীতে পুণ্য করেছে জবেহ। সুতরাং তাঁহার কাছে "চোরডাকাত", "মিথ্যাবাদী", "বারাঙ্গনা","কুলী মজুর", "নারী", "রাজা-প্রজা" সাধারণ মনুষ্য সকলেই মাস্‌তুত ভাইবোন। 'বারাঙ্গনা'কে দেখিলেই তাঁহার মনে হয় :

> "আমাদেরই কোনো বন্ধুস্বজন আত্মীয় বাবা কাকা উহাদের পিতা; উহাদের মুখে মোদেরই চিহ্ন আঁকা। অহল্যা যদি মুক্তি লাভে মা, মেরী হ'তে পারে দেবী তোমরাও কেন হবে না পূজা বিমল সত্যসেবী–"

এই সকল প্রলাপ বাক্যের কৈফিয়ৎ হিসেবে কাজী সাহেব অবশ্য বলিয়া দিয়াছেন যে তাঁহার মনের অবস্থা আর স্বাভাবিক নাই। "দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে বই মুখে।" কিন্তু তিনি কী দেখিয়া কী শুনিয়া ক্ষ্যাপামির এই চরম সীমায় পৌঁছিলেন? তাঁহাকে একজন বিখ্যাত ফরাসি লেখকের একটি উক্তি মনে রাখিতে অনুরোধ করি। "মানুষকে ভালোবাসিতে হইল তাহার কাছ হইতে কোন কিছু প্রত্যাশা করিতে নাই।"– সে টাকা হিসাবেই হউক কিম্বা যশ হিসাবেই হউক।

কাজী নজরুল ইসলামের ভাষা তাঁহার ভাবেই মতো বিদ্রোহী। যাঁহারা চণ্ডীদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবিদের রচনা পড়িয়া বাংলা ভাষার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে এই নূতন ভাষা অবোধ্য। এ কথা লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, "কী যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ডু আমিই কি বুঝি তার কিছু?" আমরা অবাক হইয়া ভাবি এই সত্য কথাটা জানিয়াও তিনি অকাতরে কবিতা লিখিয়া যাইতে পারেন কী করিয়া? কিন্তু নজরুল সাহেব সংক্রান্ত সব ব্যাপারই এক একটা দুর্বোধ্য হেঁয়ালি। তাঁহার কাব্য হেঁয়ালি; তাঁহার কবিবৃত্তি হেঁয়ালি; তাঁহাকে যে তাঁহার ভক্তবৃন্দ "নবযুগরবি" বলিয়া থাকে তাহাও একটা হেঁয়ালি; সবচেয়ে বড় হেঁয়ালি এইটা, কী দেখিয়া বাংলাদেশের সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক সম্প্রদায় বিনা বাক্যব্যয়ে এই অসম্বন্ধ প্রলাপভাষীকে কবি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে![৫]

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর নজরুল-বিদূষণ 'শনিবারের চিঠি'র উদ্‌যোগে বিশেষ প্রেরণা লাভ করে। এই পত্রিকা নজরুল বিদ্বেষ প্রচারে যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, নীরদচন্দ্র ছিলেন তার অন্যতম সহযোগী। যোগানন্দ দাস (১৮৯৩-১৯৭৯), অশোক চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮--১৯৮২), মোহিলাল মজুমদার ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে নীরদচন্দ্রও এই পত্রিকায় ছদ্মনামে সমকালীন আধুনিক ও প্রগতিপন্থী লেখকদের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। এখানেও নীরদচন্দ্রের প্রথম আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন নজরুল। 'শ্রী বলাহক নন্দী' ছদ্মনামে 'শনিবারের চিঠি' (কার্তিক ১৩৩৪) তে 'প্রসঙ্গ কথা'য় তিনি লেখেন :

> বাংলাদেশের বালক-বালিকারা যাঁহাকে। 'ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর' 'ঝড়-কপোতী' অথবা এরকমই একটা দুর্বোধ্য নামে বিদ্রোহের অবতার বলিয়া জ্ঞান করে, তাঁহাকে এবং তাঁহার যে কবিতাটিকে বিদ্রোহ-বাণীর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বলিয়া ধরিয়া লয় তাহাকেই দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরি না কেন?... । আসি এটা, আমি সেটা, আমি জীবনের যত জীর্ণ, পরিত্যক্ত, জোড়াতালি দেওয়া জিনিস তাহারই ভগ্নাবশেষ। আমি ফাটা টর্পেডোর টুকরো, আমি সাইক্লোন, আমি কৃষ্ণের বাঁশি, আমি অর্ফিয়ুসের বীণা, আমি চেঙ্গিজ, আমি ভীম ভাসমান মাইন, আমি বিধবার দীর্ঘশ্বাস, আমি বন্ধনহারা কুমারীর বেণী'-ভগবান, ভগবান, বিদ্রোহীর মন কেমন জানি না, কিন্তু এমন স্বেচ্ছাচারী-বাদশাহ, এমন ভীরু পদানত কেরানীই বা কে আছে যে ষোড়শী তরুণীর গালের গুলবাগে, শুভ্র গ্রীবার উপর, সুকোমল বক্ষঃস্থলে দিনরাত লুটোপুটি খাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে ? এ তো বিদ্রোহ নয়, এ সে আত্মসমর্পণ।[৬]

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার এই শ্লেষাত্মক সমালোচনা দিয়েই নীরদচন্দ্রের 'শনিবারে চিঠিতে লেখার সূচনা এবং নজরুল-বিদূষণ দিয়েই তাঁর এই 'প্রসঙ্গ-কথা' নামীয় রচনার প্রবর্তনা।[৭]

জীবনসায়াহ্নেও নজরুল সম্পর্কে নীরদচন্দ্রের প্রথম জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। নজরুলকে তিনি অপছন্দ করেন, তাঁর প্রতি অপসন্ন তিনি-এ-কথা উল্লেখ করে নীরদচন্দ্র আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেয়েছেন। সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানেরও নজরুল-প্রসঙ্গে তাঁর বৈরী মনোভার অক্ষুণ্ন থেকেছে। তাই অতীতের কাসুন্দি ঘেঁটে স্মরণ করেছেন তিনি :

> Even before meeting Mohit Bau [Mohitlal Magumdar] I had developed an antipathy to a young Bengali Poet, whom, I found later, he disliked even more strongly. He was a Muslim named kayi Nayrul Islam, who had served in the 49 the Bengali Regiment in Mesopotamia in the first world war. this regiment was hat a success and was disbanded after the war, but Nayrul Islam had reached the rank of havildar in it, which was equivalent to being a sergeant. This made him inclined to make use of some cheap military claptrap in his poems, which were accepted then as the expression of a new revolutionary spirit, Through all that he became something of a rage. But in spite of having a good deal of untaught skill in the use of

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

language and metre, to me he seemed very superficial, indisciplined, and frothy. As if that was not enough to prejudice me against him, I was repelled by his references to torpedos and mines as symlofs the revo-lutionary spirit. I had out grown even the real Bengale revolutionary spirit of the early days of the nationalist movement, and was not likely to be impressed by the exhibition of it in a weak and spurious form. [৮]

নজরুলের প্রতি তাঁর বিরাগ ও বীতশ্রদ্ধ মনোভাব ক্রমশ দৃঢ়মূল হয়। এ-প্রসঙ্গে তিনি তাঁর এক অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করেছেন :

I cannot describe the contempt I felt when I saw a procession of Muslims marching under my windows at 41 mirga-Pore Street, chanting one of nazrul's poems on the victory of Mustafa kemal in 1922. It was a long rigmarole, which certainly Kemal, if he ever came to read it, would have trampled under foot, and it had the refrain: ` `Hurro, ho, hurro, ho, to-he Kamal KiA, Bhai!' (Hurrah, hurrah, thou hast pulled it off splendidly, O brother!) this was not Bengali but urdu—and this was consistent with the Bengali habit of employing English or Urdu and Hindi when in a passion. In the Poem the use of the word Kamal (which meant perfection or something splendid) was a pun on Kemal's name.'

উপরিউক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে "My dislike for Nazrul Islam grew"[10] বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও হয় নজরুল প্রসঙ্গে তার মনের আবিলতা কাটেনি, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বাপর অপরিবর্তিত থেকেছে,– এই স্মৃতিচারণা সেই সাক্ষ্যই দেয়।[১১]

শেষজীবনে ভ্রাতুষ্পুত্রী কৃষ্ণা বসুকে লিখিত এক পত্রে নীরদচন্দ্র প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন :

...কাজী নজরুল সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের মুসলমানের লেখাটি খুবই ঠিক। আমি দেখেছি পূর্ববঙ্গের মুসলমান লেখকেরা এখনও decent বাঙালি রয়েছে। কলকাতার লেখকেরা হিজড়ে ও বাঁদরের বর্ণসংকার...।[১২]

এই পত্রাংশ থেকে। 'পূর্ববঙ্গের মুসলমান'। লেখক ও তাঁর নজরুল সম্পর্কিত প্রবন্ধের পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে চিঠির ভাষ্য থেকে স্পষ্টই অনুমান করা চলে, পূর্ববঙ্গের কোনো লেখক সম্ভবত নজরুল সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করে থাকবেন, যা নীরদচন্দ্রের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই মনোঃপূত মন্তব্যে নীরদচন্দ্র আন্তরিক তৃপ্তিবোধ করেছেন এবং উক্ত লেখকের বক্তব্য সঠিক বলে সপ্রশংস রায় দিয়েছেন।

স্বভাবত উন্নাসিক, রক্ষণপন্থী ও উগ্র মতবাদী এই প্রতিভাবান পণ্ডিত তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্যতিক্রমী, প্রথা-বিরোধী, আক্রমণাত্মক ও চমক-সৃষ্টিকারী বক্তব্য প্রদানে অভ্যস্ত। নজরুল-বিবেচনায় তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি বোধকরি সর্বাধিক কঠোরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নজরুল প্রসঙ্গে তাঁর এই তীব্র প্রতিক্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক কারণ কী তার যথার্থ ব্যাখ্যা অনুসন্ধানযোগ্য। তবে এ-কথা বলা যায় যে, নজরুল ও নীরদ চৌধুরী ছিলেন দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। চিন্তা-চেতনা-মন-মননে উভয়ের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। নজরুল ছিলেন সমাজমনস্ক ও রাজনীতি সচেতন এবং পরাধীন স্বদেশের মুক্তিকামী। নজরুলের সাহিত্যের একটি বড় অংশ এই উদ্দেশ্যে রচিত ও নিবেদিত। অপরপক্ষে নীরদচন্দ্র ছিলেন ইংরেজের স্তবে মুখর সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিক শাসনের সমর্থক। হয়তো সেই কারণেই তিনি মূলত নজরুলের উদ্দীপকমূলক ও রাজবিরোধী বিপ্লবাত্মক কাব্য-কবিতারই তীব্র নিন্দা-সমালোচনা করেছেন। এই 'কৃষ্ণ সাহেবের' পক্ষে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের কারণে নজরুলের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন কিংবা কদরদানি ছিল অসম্ভব ও অপ্রত্যাশিত। নজরুল ও নীরদ চৌধুরী পাস্পরিক তুলনা করে কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান (১৯১৯-১৯৯৮) একদা যে মন্তব্য করেছিলেন তা বর্তমান আলোচনায় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: কলোনির বেনিফিসিয়ারিগণ কালে কালে মনিবের হাবভাব, খানাপিনা সবই অনুকরণ করে। এমনকি অনেকে বিদেশি সভ্যতার ঝলকে অন্ধ হয়ে যায়, স্বদেশের ভালো কিছুই দেখে না। উনিশ শতকের শেষে নীরদ চৌধুরী জন্মেছিলেন ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে : নজরুলের জন্মবর্ষ।[১৪] প্রথমোক্ত জনের সাধনা ছিল বিলেতি সাহেব হওয়া। হয়েছেনও তা-ই। এখন থাকেনও ইংল্যান্ডে। এই এক 'কাউয়া' মানে বাঙালি 'কাউয়া' বিলাতি সাহেব-ময়ূর হবেন। তা জন্য কি উদগ্র সাধনা। আর নজরুল ত নজরুলই। স্বদেশের মর্মবিহারী।[১৫]

–নীরদচন্দ্র চৌধুরীর নজরুল-বিদূষণের কোনো সূত্র হয়তো এই মন্তব্যের ভেতরেই রয়েছে প্রচ্ছন্ন।

তথ্যনির্দেশ

১. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'সমকালে নজরুল ইসলাম', ঢাকা, অগ্রহায়ণ ১৩৯০; পৃ: ১৭৬৩-৬৪- ৯৬-৯৭।

২. নজরুল যে কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ে "গোঁড়া ও উগ্র সাম্প্রদায়িক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি-সাহিত্যিকের আক্রমণে "জর্জরিত হয়েছিলেন তা নয়, পাশাপাশি হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যসেবীদের নিন্দা-বিরূপতারও শিকার হন।– রফিকুল ইসলাম, নজরুল-জীবনী, ঢাকা, মে ১৯৭২; পৃ. ৪৭০।

৩. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'চলমান জীবন', কলকাতা, প্রতিক্ষণ সংস্করণ-বৈশাখ ১৪০১; পৃ. ২০৩।

৪. Nirad c. Chaudhyry,' TRy Hard, great Anarch', New Delhi, 1987; P. 149.

৫. 'প্রবাসী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪; পৃ. ২৬৯।

৬. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, পূর্বোক্ত; পৃ. ৯২।

৭. সজনীকান্ত দাস, 'আত্মস্মৃতি', ১ম খণ্ড, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৬১; পৃ. ২৬৫-৬৬।

৮. Nirad C. Chaudhury, পূর্বোক্ত; P. 148.

৯. ঐ; P. 148. নীরদচন্দ্র-বর্ণিত এই শোভাযাত্রার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ মেলে নজরুল অনুরাগী কবি খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-১৯৮১)-এর স্মৃতিচারণায়।–' যুগস্রষ্টা নজরুল', ঢাকা, ডি.পি, ১৯৬৮; পৃ. ২১৪-১৫

১০. Nirad C. Chaudhury, পূর্বোক্ত; P. 148.

১১. মোবাশ্বের আলী, 'নজরুল ও সাময়িকপত্র', ঢাকা, মাঘ ১৪০০; পৃ. ১৫৬।

১২. কৃষ্ণা বসু, "বর্ণময় বাঙ্গালিয়ানার এই শেষ"। 'দেশ', ১৮ ভাদ্র ১৪০৬; পৃ. ৩৫।

১৩. নীরদচন্দ্র চৌধুরীর 'কৃষ্ণ সাহেব' অভিধাটি ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর দেয়া। নীরদচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর এক প্রবন্ধের নাম–' কৃষ্ণ সাহেবদের ক্রোধ ও লড়াই।–'আরণ্যক দৃশ্যাবলী', ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৫; পৃ. ৮৮-১০৫।

১৪. নীরদচন্দ্র চৌধুরীর জন্ম ১৮৯৭, আর নজরুলের ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে। সম্ভবত স্মৃতিবিভ্রমের ফলে এঁদের জন্ম সালের উল্লেখে ত্রুটি ঘটেছে।

১৫. শওকত ওসমান, "রাহনামা", চতুর্থ পর্ব : ভুবন চত্বরে, দৈনিক 'জনকণ্ঠ'।, ২১ ভাদ্র ১৪০৪; পৃ. ১৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় : কিছু অজ্ঞাত প্রসঙ্গ

কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) সুবিন্যস্ত জীবনী আজো লিখিত হয়নি। তাঁর বিস্তৃত ও প্রামাণ্য জীবনী-রচনার তথ্যোপকরণও সুলভ নয়। তবুও সন্ধিৎসু গবেষকের প্রয়াসে নজরুল-জীবনের নানা লঘু-গুরু তথ্য ও ঘটনা ক্রমশ উদ্ঘাটিত-আবিষ্কৃত হচ্ছে। এসব তথ্য নজরুলের ব্যক্তিজীবন, শিল্পমানস ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে নতুন আলো ফেলতে পারে। এমনই কিছু তথ্য-সংবলিত নজরুল-সুহৃদ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের (১৯০৫-১৯৬৩) একটি খাতা আমাদের হাতে এসেছে।[১]

দুই

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কল্লোল-যুগের একজন বিশিষ্ট লেখক। কথাশিল্পী, অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বেতার ও চলচ্চিত্রের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 'গল্পভারতী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সব মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দুইশত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে- 'মা' (অনুবাদ, ১৯২৫, মূল ঃ ম্যাক্সিম গোর্কি), 'শেলী' (জীবনী, ১৯২৮), 'মজার গল্প' (১৯২৮), 'কুলী' (অনুবাদ, ১৯৪৭, মূল : মুলুকরাজ আনন্দ), 'জনক-জননী' (উপন্যাস, ১৯৪৮), 'সোনার ভারত' (কিশোরপাঠ্য,১৯৪৯), 'এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং' (জীবনী, ১৯৫২),'অবিস্মরণীয় মুহূর্ত' (১৯৫২), 'নানাকথা' (প্রবন্ধ, ১৩৭১), 'মহীয়সী মহিলা', 'সান ইয়াৎ সেন' (জীবনী), 'শতাব্দীর সূর্য', 'শেক্সপীয়রের কমেডি', 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' (অনুবাদ, মূল ঃ মুলক্‌রাজ আনন্দ), 'এইচ. জি. ওয়েলসের গল্প' প্রভৃতি। তিনি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-কাব্যের যে গদ্যানুবাদ করেন তা বিশেষ সমাদৃত হয়।[২] সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি একসময় তিনি রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েন। সিটি কলেজে বি. এ. ক্লাসে পড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের (১৮৭০-১৯২৫) আহ্বানে কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দেলনে যোগ দেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুহৃদ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬) বলেছেন, "এক চোখে গাঢ় ভাবুকতা, অন্য চোখে আদর্শবাদের আগুন। এই আমাদের নৃপেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সে যুগের যন্ত্রণাহত যৌবনের রমণীয় প্রতিচ্ছবি।"[৩] এই রোমান্টিক', 'বিদ্রোহী' ও 'ভাবানুরাগী'র যৌবনের দিনগুলো কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। জীবিকার প্রয়োজনে "নৃপেন টিউশানি করেছে, বাজারের ভাড়াটে নোট লিখেছে।"[৪]

তিন

বছর ছয়েকের বয়সের ফারাক সত্ত্বেও নজরুলের সঙ্গে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কালক্রমে উভয়ে হয়ে উঠেছিলেন আক্ষরিক-অর্থেই 'অভিন্নহৃদয় বন্ধু'। এই দু'জনের প্রথম পরিচয়ের সাক্ষ্য মেলে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৯৩-১৯৭৪) স্মৃতিকথায়। তিনি বলেছেন :

> যতীনদার [কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী] বাড়ির... এক গানের আসার শেষ করে একদিন আর আফজল ['মুসলিম ভারত' পত্রিকার পরিচালক আফজালউল হক]।
>
> দু-পা এগোতে না এগোতেই পেছন থেকে কে যেন ডাকলে, শুনছেন! আমি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি একটি আঠারো-উনিশ বছর বয়সের সুদর্শন তরুণ। বললাম, আমাদের ডাকছেন আপনি? তরুণ বললে, এ বাড়িতে কাজী নজরুল ইসলাম প্রায়ই আসেন শুনেছি। তিনি কি ভেতরে আছেন? আমি জিজ্ঞেসা করলাম, কেন বলুন তো? তরুণ বললে, তাঁকে শুধু একবার দেখব। সেই সন্ধে থেকে আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে। নজরুল ও আফজাল ততক্ষণে ক-কদম এগিয়ে গেছে। আমি ডাকলাম, এই নূরু দাঁড়া। তারপর তরুণটিকে বললাম, ওই আগে, ঝাঁকড়া চুল, উনিই নজরুল।
>
> ওরা দাঁড়িয়ে গেল, আমরা দুজনে এগিয়ে তাদের কাছে গেলাম। নজরুলের সামনে গিয়ে যুবক বললেন, আপনি নজরুল ইসলাম? বলেই হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।
>
> ছেলেটিও চলল আমাদের সঙ্গে। ... বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রিটের দরজার এসে আমরা থামতেই তরুণ জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে—? আমি বললাম, নজরুল ও আফজাল এখানেই থাকে।
>
> দরজা থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেলাম। ওরা তিনজন তখনো দাঁড়িয়ে। পরদিন আফজালের কাছে শুনলাম, সেই ছেলেটির সঙ্গে নজরুল অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত পর্যন্ত পথে পায়চারি করেছে। যেকোনো সময় এসে হাজির হবার অনুমতিও দিয়ে রেখেছে নজরুল। ছেলেটির নাম নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।[৫]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ'– এও আছে এই সাক্ষাৎকারের চমকপ্রদ বর্ণনা।[৬] বোহেমিয়ান, সংসার-নির্লিপ্ত, খেয়ালি ও উড়নচণ্ডী স্বাভাবের সাদৃশ্যও উভয়কে কাছাকাছি টেনে এনেছিল।

নজরুলের সঙ্গে-নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের অন্তরঙ্গতার পরিচয় নানা সূত্রে পাওয়া যায়। একবার মোহনবাগানের বিজয়-উপলক্ষে কলকাতার ফুটবল মাঠ থেকেই আনন্দ উন্মাদনায় নজরুল, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ও দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১) –এই তিন বন্ধু শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে চেপে সরাসরি ঢাকায় চলে যান বন্ধু বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৮৭৪) বাড়িতে।[৭] কিংবা নজরুলের প্রথম পুত্র আজাদ কামাল ওরফে কৃষ্ণ মহম্মদের 'আকিকা' উপলক্ষে তাঁর হুগলীর বাসায় নিমন্ত্রিত 'কল্লোলে'র দলের সঙ্গে সেখানেও ছিল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের সরব উপস্থিতি।[৮] নজরুল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের পত্রালাপের কোনো হদিস মেলেনি। তবে নজরুলের কিছু পত্রে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের উল্লেখ মেলে।

নজরুল নানা কর্মযজ্ঞে ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের আন্তরিক যোগ ছিল। বিশেষ করে নজরুল-সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মুজফ্‌ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩) সূত্রে জানা যায় :

> 'ধূমকেতু'র কল্যাণে অনেক নূতন নূতন লোকের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়েছিল। অনেক সব নূতন বন্ধু নজরুল পেয়েছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও সেই সময়েই হয়েছিল নজরুলের প্রথম পরিচয়।... ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি ও কাভুরের জীবন নিয়ে নৃপেন 'ধূমকেতু'তে লিখত। নিজের নাম দস্তখত করত ত্রিশূল। 'ধূমকেতু' বার করতে গিয়ে নজরুল যাঁদের নূতন বন্ধুরূপে পেয়েছিল তাঁদের মধ্যে নৃপেন ছিল নজরুলের একটি বড়-পাওয়া।[৯]

অসুস্থ নজরুল-জীবনের পর্বেও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের ভূমিকার কথা জানা যায়। কলকাতা বেতারকেন্দ্রের এক অনুষ্ঠানে (৯ জুলাই ১৯৪২) নজরুলের আকস্মিক অসুস্থতার মুহূর্তেও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন। মুজফ্‌ফর আহমদ জানিয়েছেন :

> অল-ইন্ডিয়া রেডিওর স্টেশনে বলতে গিয়ে নজরুল কিছুই বলতে পারছিল না। তার জিহ্বা কেবল আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট্টোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিল। সে তখনই ঘোষণা করে দিল যে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রোগ্রামটি আর একদিন হবে। ... সেই রাত্রে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ই কবিকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।[১০]

চার

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ নজরুল সম্পর্কে দু-চারটে হালকা প্রবন্ধ লিখলেও তাঁদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বিষয়ে কোনো স্মৃতিচর্চা করেননি, তা করলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অজানা কথা শোনার সুযোগ হতো। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের নানা-বিষয়ক খাতাটি খুব সামান্য হলেও সেই অভাব হয়তো পূরণ করবে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১৯২২ সালে যখন কলকাতার সিটি কলেজের ইন্টারমিডিয়েট (আর্টস) ক্লাসের ছাত্র সেই সময়ের একটি খাতায় নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গের কিছু বিবরণ মেলে। '১০২ আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলকাতা' ঠিকানাচিহ্নিত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের এই লাইন-টানা এক্সাইড খাতাটি মূলত ডায়েরি ও কিছু কবিতা গানের উদ্ধৃতির সংগ্রহ। 'Leaves of Oak'-নামে ম্যাক্সিম গোর্কির রচনার কিছু উদ্ধৃতি, আর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের দু-একটি রচনার প্রাথমিক খসড়াও এখানে আছে। খাতাটির মাত্র এক-চতুর্থাংশে আছে এইসব লেখা, অবশিষ্ট পৃষ্ঠাগুলো শূন্য। 'নিশীথরাতের বাতি' শিরোনামে সাত দিনের দিনপঞ্জি এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। একদিনের অসমাপ্ত ডায়েরি ইংরেজিতে লেখা। মাত্র দুদিনের ডায়েরিতে তারিখের উল্লেখ মেলে। অন্য দিনগুলোর ডায়েরিতে কেবল বার ও সময়ের উল্লেখ আছে। ইংরেজিতে লিখিত ডায়েরিতে তারিখ পাওয়া যায় – 15.11.22 এবং শেষ দিনপঞ্জির তারিখ– ১০ জানুয়ারি ১৯২৩। অন্য দিনলিপিগুলো ১৯২২ সালের নভেম্বরের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে লিখিত।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের ডায়েরির এই কয়েকটি পৃষ্ঠায় আছে নিতান্তই কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ– প্রণয়-বিরহের রোমান্টিক আবেগমিশ্রিত অনুভূতির প্রকাশ। আছে সাহিত্য-প্রসঙ্গ ও কিছু সাহিত্যিক-আবেগমিশ্রিত অনুভূতির প্রকাশ। আছে সাহিত্য-প্রসঙ্গ ও কিছু সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্বের কথা। সেই সঙ্গে নানা বিষয়ের কিছু টুকরো মন্তব্যও। এখানে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের অকাল-প্রয়াত বন্ধু সুকুমার ভাদুড়ি, 'মোসলেম ভারত'-পত্রিকার পরিচালক আফজালউল হক (১৮৯১-১৯৭০), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) ও কাজী নজরুল ইসলামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

নজরুলের সূত্রে শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩৩) পুত্র আফজালউল হকের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের। খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমানো একটা সাহিত্যিক আড্ডার পরিবেশ রচিত হয়েছির আফজালউল হকের কলেজ স্কয়ারে অবস্থিত গ্রন্থ-বিপণি মোসলেম পাবলিশিং হাউস কে কেন্দ্র করে প্রায় প্রতিদিনই দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হতো। ডায়েরির এক জায়গায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ লিখেছেন :

> আ– [আফজালউল হক] সঙ্গে রায় মশায়ের হোটেলে খাওয়া গেলো। ওকে মোসলেম ভারতটা চালাবার কথা বললাম– কেননা সে যাই করুক– সেইটা তার একটা ভিত্তি হবে– একটা ঠিক আঁকড়ে ধরতে পারবে।
>
> [তারিখবিহীন, ১৯২২, শনিবার-রাত ১১টা]

এর পরের দিনের ডায়েরিতে পাওয়া যায় আফজালউল হকের অসুখের প্রসঙ্গে। সেই বিবরণ :

> ...আফজালের অসুখ হয়েছে– সে আমাকে ডেকেছে। তখনি সেখানে গেলাম। দেখি কাহিল হয়ে গেছে– গা হাত পায় বেদনা– টিপিতে [টিপে] দিতে বলল। তাই দিলাম। তারপর অবসন্ন এলো– বেলা হয়ে আসবে দেখে আমি চলে এলাম সু-র [সুকুমার ভাদুড়ি] কাছে।
>
> [তারিখবিহীন, ১৯২২, রবিবার রাত ১২টা]

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের গ্রন্থ প্রকাশের প্রসঙ্গেও এসেছে আফজালউল হকের কথা ঃ

আজ মনে হচ্ছে পূজোর ছুটির মধ্যে গল্পগুলো সব লিখে প্রকাশের একটা বন্দোবস্ত করে ফেলতে হবে। আফজালকে বললাম সব খুলে– সে বলল তো– নিশ্চয়ই প্রকাশ করবে।

তারিখবিহীন, ১৯২২, বৃহস্পতিরবার, রাত ১২-৩০]

প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের স্নেহ-প্রীতির একটা গভীর সম্পর্ক ছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের প্রতি তিনি বিশেষ স্নেহশীল ও মনোযোগী ছিলেন।
তাঁর কথা এসেছে এইভাবে :

> প্রমথদার [প্রমথ চৌধুরী সঙ্গে কথা বলতে আজ প্রাণটা কেঁদে উঠছে। কতদিন হলো– তাঁর সঙ্গে ভালো করে কথা বলা হয়নি। আমার নির্বুদ্ধিতা– আমার অজ্ঞতা– আমার অজ্ঞতা– আমার কত পতন-স্খলন-ত্রুটি তিনি কি সুন্দরভাবে সহ্য করেছেন!
>
> [তারিখবিহীন, ১৯২২, শনিবার, রাত ১০-৩০]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ছাড়া নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের ডায়েরিতে বিস্মৃত কয়েকজন সাহিত্যসেবীর মূল্যায়ন প্রসঙ্গ, 'স্ট্রান্ড ম্যাগাজিনে' টমাস আল্‌ভা এডিসন প্রসঙ্গ, সাহিত্য সম্পর্কে নিজস্ব ভাবনা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

পাঁচ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের ডায়েরির বেশ কয়েক জায়গায় কাজী নজরুল ইসলামের প্রসঙ্গ এসেছে, সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে। এসব উল্লেখে নজরুলের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা এবং নজরুলের প্রতি তাঁর অনুরাগ, প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় আছে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের জীবনে নজরুলের প্রভাব ছিল গভীর ও অপরিসীম। তাঁর কাছে নজরুল ছিলেন 'বন্ধু, দার্শনিক ও পথ-নির্দেশক'-এর মতো। ডায়েরির এক স্থানে তিনি তার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন :

> তারপর এলো আর এক মন্দির– বিশাল– সুবিশাল– অসংখ্য আরতিদীপ সেথা নিত্য জ্বলে– অনন্ত অসংখ্য যেখানে প্রাণের দান– দেবতা সে আমায় ডেকে নিল বুকের কাছে জীবনখানা তাকে ধরে দিলাম ভয়ে বিস্ময়ে প্রেমে শ্রদ্ধায়– সে দিবতা পুরুষ মূর্তি।

[তারিখবিহীন, ১৯২২, শনিবার, রাত ১১টা]

ঐ একই দিনের ডায়েরিতে সরাসরি নজরুলের উল্লেখ মেলে এইভাবে :

বিজয়ের আজ জ্বর হয়েছে, তাকে আজ আর পড়াতে যাইনি। কলেজ থেকে বরাবর ধূমকেতুকেন্দ্রে এলাম। দু' একটা লেখা দেখে-দুখানা ধূমকেতু নিয়ে আ-র [আফজালউল হক] সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। কাজী একখানা বিজ্ঞাপন দেখাল। রাণীগঞ্জে সে শক্তিদার বন্দোবস্তে রুদ্রমঙ্গল করছে। রুদ্র ওর মঙ্গল করুন।

[তারিখবিহীন, ১৯২২, রবিবার রাত ১২টা]

নজরুলের সাহিত্যবোধ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় ডায়েরির এক-অংশে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ লিখছেন :

> আজ সকালে বঙ্গসাহিত্যের কতকগুলো অভাব লিখে রেখেছিলাম তাকে দেখালাম। তার সঙ্গে আমার সঙ্গে ঠিক মিল হয়ে গেল!

[তারিখবিহীন, ১৯২২, রবিবার রাত ১২টা]

আর– একদিনে দিনপঞ্জিতে টুকরো নজরুল-প্রসঙ্গ :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ ভেবেছিলুম তালতলায় যাব– তা আজ যাওয়া হলো না। সু-র [সুকুমার ভাদুড়ি] একজন বন্ধুর সঙ্গে কাজীর আলাপ করিয়ে দিলাম। সেখানে শুনলাম আফজালের অসুখ হয়েছে– সে আমাকে ডেকেছে।

[তারিবিহীন, ১৯২২, রবিবার, রাত ১০টা]

ছয়

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মানো প্রকৃতির দিক দিয়ে নজরুল ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন সমানধর্মা। রোমান্টিক ভাবালুতায় দুজনেই সমান আচ্ছন্ন ছিলেন। উভয়ের মধ্যে যে-আন্তরিক সম্পর্ক রচিত হয়েছিল তা হয়তো এই কারণেও স্থায়ী ও গভীর হতে পেরেছিল। যে তীব্র রোমান্টিক আবেগ ব্যক্তি ও শিল্পী নজরুলের চরিত্রের মৌল বৈশিষ্ট্য ছিল, সেই একই বিশেষত্ব নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের পরিচালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের ডায়েরি থেকে কিছুটা নমুনা উদ্ধার করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন :

১. ওগো আমার যাত্রাপথের প্রথম সাথী– তোমায় প্রণাম! ওগো নিষ্ঠুর– প্রাণাভিরাম– তোমর প্রণাম! একদিন তুমি এসেছিলে পথিকের পথের সাথী হয়ে– তোমায় তাই প্রণাম; পথিকের পথের গানে তুমি বিশ্রামের সুর দিয়েছিলে– তোমায় প্রণাম; একদিন শান্ত পথিকের পাশে শান্তি হয়েছিলে– তোমর প্রণাম; একদিন নিবিড় রাতে– বেদনার বসনখানি আমার উত্তরীয় করে দিয়ে গেলে– দানের আড়ালে লুকিয়ে গেলে দাতা– তোমায় প্রণাম! আমার জীবনে প্রণাম– আমার মরণে প্রণাম! হৃদিমন্দির বাসিনী তোমায় প্রণাম!

[তারিখবিহীন,১৯২২, শনিবার, রাত ১১টা]

২. পথের বাঁকে দেখি একজন চাঁপাফুল বিক্রি করছে।... বৃষ্টির জলের ছিটে লেগে একটা চাঁপাফুলের কুঁড়ি টুক করে ফুটে উঠল! সে ফুলটা কিনলাম– দেবার জন্য– ওগো বল না কাকে?...হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এলো– পকেটে ফুলটা ছিল– তার গন্ধটা নাকে এসে লাগল! যার জন্য কেনা তাকে তো দিয়ে আসতে হবে। ... তাকে দিতে এলাম। সে তখন অন্ধকার ঘরে একা শুয়ে অন্ধকারে সে ফুলটা হাসছিল– তার হাতে দিলাম– তারপর ঘরে সেই ফুল– তার গন্ধ– সে আর অন্ধকার রইল! আর আমি?

[তারিখবিহীন,১৯২২, শনিবার, রাত ১১টা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. না– না– ওগো তোমার কথা তো বলা হলো না। আজ যে বড় জ্বালা প্রাণে এসে বিঁধছে। এসো– ওগো তুমি এসো– পরশপাগল আজ শুধু একটিবার পরশ চায়। একবার তোমকে রক্তাক্ত বুকে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠতে সাধ যায়– "ওগো– চাইনা তোমার বিশ্ব আমি শুধু তোমাকেই চাই– দিনশেষে শুধু এমনি একবার পরশ দিয়ে যেও গো!"

[তারিখবিহীন, ১৯২২, রবিবার, রাত ১০টা]

৪. যাই– যাই– গ্রহে গ্রহে তুমি আমায় ডেকেছ– নক্ষত্রে নক্ষত্রে আমায় চেয়েছ– অন্ধকারে আঁচল দুলিয়ে সারারাত জেগেছ– যাই– যাই; কতদিন আমার পথচলা সন্ধ্যারতির ধূপধূনার গন্ধে থেমে গেছে– দেখি তুমি আমায় ডাকছ– সন্ধ্যারতি দিয়ে– উন্মুখমালতী কুসুমে– দূরে স্নিগ্ধোচ্ছ্বাসবাহিনী পবনে– গাঢ়– সুগভীর ঐ অতল নীলের উতল বুকে! যাই– যাই– ক্রন্দনে তুমি ডেকেছ– ব্যাথায় তুমি চেয়েছ– কণ্টকে তুমি আমার আসন পেতেছ–... বেদনায় আমায় নিবিড়ে ঢেকেছ– আঘাতে আমায় পরশ দিয়েছ– ওগো যাই; বেলা গেল সন্ধ্যা হলো– এপারের খেয়াতরী ওপারে গিয়ে লাগে– ওগো যাই– ওগো যাই! আমায় তুমি তোমার সন্ধ্যেবেলার খেয়াপারের শেষ পথিক করো গো। সারাদিনের লাভে আমার রিক্ত খেয়া বুবে বাজবে না; যেমন করে পারো শেষ খেয়া ওগো আমায়!

[তারিখবিহীন, ১৯২২, বৃহস্পতিবার, রাত ১২-৩০]

৫. সারাদিন ধরে সে তার জীবনের পাত্রখানি ভরে তুলতে চেয়েছিল– কর্ম্মে-হাস্যে-সুখে-দুঃখে; বেলাশেষে কর্ম্মঅন্তে নিভৃতে দেখে পাত্র যে ভরেনি; এ শূন্য পাত্র তবে কি হবে গো আর?

[১০ জানুয়ারি ১৯২৩, রাত ১০টা]

উপরে উদ্ধৃতি-উদাহরণে স্পষ্টই বোঝা যায়, নজরুলীয় রোমান্টিক-চেতনার প্রসঙ্গ ও প্রকরণ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের রোমান্টিক অনুভূতির জগৎকে কী গভীরভাবে তা প্রকৃতপক্ষে নজরুলেরই স্বভাবের অন্তর্গত ছিল।

তথ্যনির্দেশ

১. নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের ডায়েরি ও মিশ্র রচনার এই খাতটি শান্ত পুরের কবি মোজাম্মেল হকের পুত্র আফজালউল হকের অনুজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবসরপ্রাপ্ত জেলা সাব-রেজস্ট্রার এম. আশরাফউল হক সাহেবের (১৯০৯-১৯৯৩) সৌজন্য দেখার সুযোগ পেয়েছি। আফজালউল হক সংরক্ষিত 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার ফাইল ও কাগজপত্রের সঙ্গে খাতাটি ছিল।

২. নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান' (কলিকাতা, মে ১৯৭৬; পৃ. ২৭১) ও হংসনায়ণ ভট্টাচার্য সংকলিত 'বঙ্গসাহিত্যাভিধান' (২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৯০; পৃ. ১৭৬-৭৭) গ্রন্থ থেকে।

৩. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত. 'কল্লোল যুগ'। প-স. কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৭২. পৃ. ৩৮।

৪. ঐ; পৃ. ২২৮।

৫. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'চলমান জীবন'। প্রতিক্ষণ সংস্করণ : কলিকাতা বৈশাখ ১৪০১; পৃ. ৩১২-১৩।

৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৯-৪১।

৭. ঐ; পৃ. ১৯৮।

৮. ঐ; পৃ. ৫৩।

৯. মুজফ্‌ফর আহমদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা'। তৃতীয় মুক্তধারা সংস্কারণ ঃ ঢাকা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭; পৃ. ২৪৫।

১০. ঐ; পৃ. ৩৬৮।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল : অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্মৃতি-অনুভবে

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) পেশায় ছিলেন সিভিলিয়ন, নেশায় সাহিত্যিক। জন্ম বাংলা মুলুকের বাইরে উড়িষ্যা রাজ্যের ঢেঙ্কানলে। প্রবাসী বাঙালি হিসেবে কয়েক পুরুষ ধরে এখানেই তাঁদের বাস ছিল। শিক্ষাজীবন কাটে উড়িষ্যা ও বিহারের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরীক্ষায় অসামান্য সাফল্য মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁর খ্যাতি আরো বাড়িয়ে দেয়। ভারতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস-এর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিভিন্ন পদমর্যাদায় ১৯২৯ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগের জন্য ১৯৫১ সালে চাকুরি থেকে অকালে অবসরগ্রহণ করেন। বিদুষী বিদেশিনী অ্যালিস ভার্জিনিয়া অর্নডর্ফ (পরে যাঁর নাম হয় লীলা রায়) এর সঙ্গে প্রণয় ও পরিণয় অন্নদাশঙ্করের জীবন ও সাহিত্যচর্চায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

AMARBOI.COM

দুই

অন্নদাশঙ্ককর রায়ের সাহিত্যজীবনের শুরু ওড়িয়া ভাষায় লিখে। আধুনিক উৎকল-সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা হিসেবে কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, হরিহর মহাপাত্র প্রমুখের সঙ্গে তাঁর নামও উচ্চারিত হয়ে থাকে। এরপর বাংলা ভাষায় লিখতে শুরু করেন। বিচিত্রা'য় প্রকাশিত তাঁর প্রাথমিক রচনাগুলো পাঠকসমাজের বিশেষ মনোযোগ আর্কষণ করে। তবে তাঁর সাহিত্যখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী 'পথে প্রবাসে' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। এরপর অন্নদাশঙ্করের লেখনী গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া-প্রবন্ধ নানা শাখায় চালিত হয়। আক্ষরিক অর্থেই তিনি সব্যসাচী সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১২০ ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর এপিক নভেল 'সত্যাসত্য' ও ক্রান্তদর্শী'র জন্য বাংলা সাহিত্যে তিনি স্মরণীয় হয়ে রইবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নর-নারীর বিচিত্র সম্পর্ক ও সমস্যা নিয়ে লেখা তাঁর গল্পে হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তিকে তিনি একটি সুতোয় বেঁধেছেন। সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা-সাহিত্য-রাজনীতি-স্বদেশ-নানা বিষয় নিয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তার পরিচয় মিলবে অজস্র প্রবন্ধে। সমাজবাস্তবতা ও সমকালীন ঘটনার প্রতিফলন তাঁর ছড়াকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। বাংলার পাশাপাশি ওড়িয়া ও ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থও আছে তাঁর। চিন্তা-চেতনা-শৈলীতে স্বাতন্ত্র্যবাদী, মুক্তবুদ্ধির এই মনীষী-'বিবেকী শিল্পী' হিসেবে চিহ্নিত। সাহিত্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব পুরস্কার ও সম্মাননাই লাভ করেছেন। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট. উপাধি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৯৫-এ পা দিয়ে এখনো তিনি সৃষ্টিশীল।

তিন

কল্লোল-কালিকলমগোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে সমানধর্মী অন্নদাশঙ্করের ছিল অন্ত রঙ্গ সখ্য। সেই সূত্রেই কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) সঙ্গে তাঁর পরিচয়। মাত্র এক-দু'বারই দেখা হয়েছে, তাই ঘনিষ্ঠতার সুযোগ মেলেনি। তবুও এই স্বল্পসময়ের দেখাশোনায় নজরুলের ব্যক্তিত্ব অন্নদাশঙ্করকে আকৃষ্ট করেছে, মুগ্ধ হয়েছেন তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত মজলিশি মেজাজের উষ্ণতায়। নজরুলের কবিতা ও গানও তরুণ অন্নদাশঙ্করকে কবির গুণগ্রাহী করে তুলেছিল। আর উভয়ের মধ্যে তারুণ্য, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও সমাজমনস্কতার একটা মিল তো ছিলই। উত্তরকালে বিদ্রোহী কবির উদ্দেশে অন্নদাশঙ্কর একটি মর্মস্পর্শী ছড়া লিখেছিলেন। ছড়াটি এখন প্রায় প্রবচনের মতো উচ্চরিত হয় মুখে মুখে :

'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নি কো নজরুল।

এই ভুলটুকু বেঁচে থাক
বাঙালি বলতে একজন আছে
দুর্গতি তার ঘুচে যাক।'

চার

কলকাতায় অন্নদাশঙ্কর রায়ের আশুতোষ চৌধুরী এভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে ১৯৯৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর নানা বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ হয়। তাঁর কালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীদের সম্পর্কে স্মৃতিচারণার সূত্র ধরে নজরুল বিষয়েও কিছু কথোপকথন হয়। এই আলাপচারিতায় নজরুলের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর যে সব মন্তব্য করেন, তা সংক্ষিপ্ত হলেও গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষণিক দেখার স্বল্প-মুহূর্তে নজরুল চরিত্রের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্ত করতে তিনি ভুল করেননি। প্রাণস্ফূর্তিতে পরিপূর্ণ, হাস্য-পরিহাসে উচ্ছল এক ঘরোয়া মজলিশি নজরুলকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। আরও লক্ষ করেছেন, কী অসামান্য জনপ্রিয়তা তাঁর, সখ্য-অর্জনে সম্মোহনী শক্তি তাঁর। সমকালে এমন অন্তর-মাতানো লেখক-কবি আর যে কেউ ছিলেন না, সে-সাক্ষ্যও পাওয়া যায় অন্নদাশঙ্করের ভাষ্যে। নজরুলের আবির্ভাব যে তরুণদের মনে কী দারুণ উত্তাপ ছড়িয়েছিল সে কথাও বলেছেন তিনি। তবে দূরবর্তী এই স্মরণ-কথায় সামান্য স্মৃতিবিভ্রমও এসে গেছে– যেমন সাল-তারিখের হিসেবে কিংবা নজরুল রচনার উদ্ধৃতিতে।

অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে এই আলাপ সম্পূর্ণই টেপ রেকর্ডারে বাণীবদ্ধ করি। আমার প্রাক্তন ছাত্র কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক মাসুদ রহমান এই সাক্ষাৎকারটি টেপ-রেকর্ডার থেকে লেখ্য রূপান্তরের দায়িত্ব পালন করেছে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সঙ্গে। নিঃসন্দেহে দুরূহ এই কাজ। কেননা উচ্চারণের অস্পষ্টতা অনেক সময়ই বাক্য-উদ্ধারের অন্তরায় হয়েছে। সে-সব ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হয়েছে শব্দ বা বাক্য, তা ধরা যাবে বর্জন চিহ্নের [...] ব্যবহার। দু-এক ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তিও বর্জিত হয়েছে।

AMARBOI.COM

পাঁচ

অন্নদাশঙ্করের অনুভব ও স্মৃতিতে নজরুল যেভাবে উন্মোচিত, তার অন্তরঙ্গ পরিচয় মিলবে এই আলাপচারিতায়।

আবুল আহসান চৌধুরী : কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতার এক প্রধান পুরুষ। আপনার সমসাময়িক। কল্লোল-কালিকলমগোষ্ঠীর লেখক যাঁরা আপনার ঘনিষ্ঠ, নজরুল তাঁদেরও বন্ধু ছিলেন। তো নজরুলের সঙ্গে আপনার কি পরিচয় ছিল– দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে কখনো?

অন্নদাশঙ্কর রায় : একবার মাত্র হয়েছিল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বিয়ের সময়। বরযাত্রীর দলে উনি ছিলেন। আমি এসেছিলুম, কিন্তু যাইনি বিয়ের সময়। কিছুক্ষণের জন্য একটু আলাপ হয়েছিল।

আহসান : সেই আলাপটা কী বিষয়ে?

অন্নদাশঙ্কর : আলাপটা বড়ই তুচ্ছ আলাপ। গোপালদাস মজুমদার বললেন যে, "কাজী নজরুল ইসলামের বই বেশির ভাগ হিন্দুরাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে।" কেউ কেউ বললেন, "না, না, না, হিন্দু না, বেশির ভাগ মুসলমানরাই পড়ে।" কাজী বললেন, "না, না, হিন্দুরাই বেশি পড়ে।" আমার সম্পর্কে কথা উঠল,– "আন্নদাশঙ্কর রায় কী করছেন?" কাজী বললেন, "অন্নদাশঙ্কর রায় তো রায় লিখছেন।" ভাবো, নজরুলের সঙ্গে সেই সবে আলাপ হয়েছে।...

আহসান : মানে প্রথম আলাপেই উনি সব সঙ্কোচ সব জড়তা ঝেড়ে ফেলেছিলেন।

অন্নদাশঙ্কর : উনি খুব রসিকতা করতেন। গেরুয়া পরে এসেছিলেন, গৈরিক পরা হিন্দু সন্ন্যাসীর মতো চেহারা হয়েছে ওঁর। কী একটা তান্ত্রিক সাধনা করছিলেন উনি।

আহসান : প্রথম দেখায় নজরুলকে কেমন মনে হয়েছিল আপনার?

অন্নদাশঙ্কর : খুব রসিক মানুষ। গল্পগুজব ভালোবাসেন, আড্ডাপ্রিয় লোক। তো সিরিয়াস কথাবার্তা ওঁর সঙ্গে কিছু হয়নি আমার, কারোর হয়নি।... অচিন্ত্যকে খুব পরিহাস করে বললেন, 'বে-দে'– 'বে-দে'। অচিন্ত্য বই লিখেছিল তার নাম 'বেদে' বলে 'বে-দে' 'বে-দে' করছিল।...অচিন্ত্যর সঙ্গে খুব ভাব ছিল ওঁর। আমার সঙ্গে এক রকম দেখা, তার মধ্যে কিছুটা কথাবার্তা হয়েছিল।

আহসান : এটা কোন সালের দিকে হবে?

অন্নদাশঙ্কর : ১৯৩০।

আহসান : এর পরে আর কখনো দেখা হয়নি?

অন্নদাশঙ্কর : এটা দ্বিতীয় দেখা। প্রথম দেখা যেটা, আমি পাটনা কলেজের ছাত্র, কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলাম।...শুনলাম নজরুল গান করছেন, একটা হারমোনিয়াম নিয়ে।

আহসান : কোন সালে?

অন্নদাশঙ্কর : সেটা '২৪ সালে হতে পারে। পাটনা কলেজের ছাত্র তখন আমি। নজরুল গাইলেন–

'হে ভাই চাষি ধর কষে লাঙ্গল'

আহসান : অনুষ্ঠানটা কোথায় হচ্ছিল?

অন্নদাশঙ্কর : অ্যালবার্ট হলে। 'হে ভাই চাষি ধর কষে লাঙ্গল',

'হে ভাই মজুর ধর কষে শাবল' –দুটো গান। তখন উনি চাষি মজুরদের দিকে যাচ্ছেন। 'বিদ্রোহীর যুগটা চলে গেছে। তারপর 'অগ্নিবীণা'র যুগও [শেষ] হয়ে গেছে। তারপর উনি চাষি মজুরদের নিয়ে লিখছেন– 'হে ভাই চাষি ধর কষে লাঙ্গল', 'হে ভাই মজুর ধর কষে শাবল'।

আহসান : নজরুলের গান আপনার কেমন লেগেছিল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্নশঙ্কর : পরবর্তীকালে তো গজল লিখলেন, অনেককিছু লিখলেন। কত রকম গান উনি লিখেছেন। তখন দুটো গানই শুনেছি আমি।

আহসান : আপনি কি সেই সময়ে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা পড়েছিলেন?

অন্নদাশঙ্কর : তার অনেক আগে পড়েছি আমি। বিদ্রোহী' কবিতা পড়েছি। নজরুলের কবিতা পড়েছি কবি আমি জানো? – দু'লাইনের কবিতা। ১৯১৯ সালে যখন আমার বয়স বছর পনেরো। তখন আমি 'প্রবাসী' কাগজের গ্রাহক। যখন 'প্রবাসী' আমার কাছে এলো তখন দেখলুম তাতে ছোট্ট দু'লাইনের কবিতা আছে, – [লেখক] হাবিলাদার কাজী নজরুল ইসলাম। তখন যুদ্ধ থেকে বোধহয় ফিরে এসেছেন, হবে। হাবিলদারের দু'লাইনের কবিতা।... আমি ভাবলাম, হাবিলদার নজরুল ইসলাম এ আবার কে? তার পরের বছর, 'প্রবাসী' নিয়েছি, কবিতা পড়ছি, দেখি ওতে 'মোসলেম ভারত' থেকে একটা কবিতা তুলে দিয়েছে ওঁর।

আহসান : সংকলন করেছে?

অন্নদাশঙ্কর : সংকলন করে দিয়েছে– 'বল বীর/ বল চির উন্নত মম শির/শির নেহারি আমারি নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রির'– ভালো inspiring কবিতা। ঐ একটা কবিতা পড়েই নজরুল ভক্ত হয়ে গেলাম আমরা। 'মোসলেম ভারত' থেকে ওটা 'প্রবাসী' তুলে দিয়েছে। সেই কবিতা সমস্ত পড়েছি আমি। এ নিয়ে সাহিত্যিক মহলে, পাঠক-মহলে, ছাত্রমহলে তোলপাড় হলো। এর প্যারডি ও হয়েছিল।...

আহসান : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বিয়ের পরে কি আর কখনো নজরুলের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

অন্নদাশঙ্কর : দু'বারই, আর না।

আহসান : কবিতা বা গান ছাড়াও নজরুল যে গল্প উপন্যাস বা প্রবন্ধ ও লিখেছিলেন, তা কি আপনি পড়েছেন?

অন্নদাশঙ্কর : ও-সব নজরে পড়েনি আমার।

আহসান : ওঁর কবিতার ভেতরে যেমন 'বিদ্রোহী'র মতো কবিতা – সমাজ-সচেতন আছে, আবার তেমনি প্রেমের কবিতাও আছে। তো এ সব মিলিয়ে নজরুলের কবিতা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

অন্নদাশঙ্কর : ধূমকেতু নিয়ে একটা কবিতা ছিল ওঁর– 'ওরে আমার চখা, ওরে আমার পলাতকা"– ওঁর ছেলে মারা যায় তাই নিয়ে লেখা হয়। এটা খুব করুণ রসের কবিতা। প্রেমের কবিতা আছে, করুণ রসের কবিতা আছে, বিদ্রোহী কবিতা আছে। ওঁর 'অগ্নিবীণা'র একটা কপি কিনেছিলাম আমি। ভালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো কবিতা।...

আহসান : নজরুলের কবিতা কি আপনাকে আকৃষ্ট করত খুব?

অন্নদাশঙ্কর : 'আনোয়ার-আনোয়ার
মেরে ফেল সব জানোয়ার!'–
তাই নিয়ে প্যারডি করা হতো–' ধরো সব জানোয়ার'।... সে সব কবিতা খুব মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। গোটা দুই কবিতার বই আমি কিনেছি, –'অগ্নিবীণা' আর তার পরেরটা। তারপরে আর কিনিনি, বিলেত চলে গেলুম। সেখানে ওঁর গজল শুনলুম। একজন গজল গেয়ে শোনাল– 'কে বিদেশি বন-উদাসী/বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে'। কিন্তু তারপরে ওঁর সঙ্গে দেখা হলো অচিন্ত্যর বিয়ের সময়। তারপর আর যোগাযোগ হয়নি। তারপরে নজরুল তো সম্পূর্ণভাবে গানের দিকে চলে গেলেন।

আহসান : নজরুলের গান আপনার কেমন লাগত?

অন্নদাশঙ্কর : ভালোই লাগত। সব তো শুনিনি আমি, কম শুনেছি।

আহসান : নজরুলের মূল্যায়ন আপনি কিভাবে করেন?

অন্নদাশঙ্কর : গানের জগতে উনি চিরকাল থাকবেন। কবিতার জগতে– 'বিদ্রোহী'র কবিতাগুলোর মতো পরে আর হয়নি। সে সুরটা চলে গেল।

আহসান : তাহলে কি আপনি মনে করেন নজরুলের 'বিদ্রোহী'র মতো কবিতাই কেবল টিকে থাকবে? তাঁর প্রেমের কবিতার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা কি নেই?

অন্নদাশঙ্কর : কিছু কিছু থাকবে নিশ্চয়। নজরুল অনকে কবিতা লিখেছেন। আমি সব পড়িওনি। যা-হোক কিছু না বলাই ভালো।

আহসান : নজরুলের কবিকৃতি সম্পর্কে কিছু বলুন।

অন্নদাশঙ্কর : নজরুল তো ছন্দে অদ্বিতীয়, মিলে অদ্বিতীয়, এদিক দিয়ে ঠিক আছে। আমি ওঁর ছন্দে ভুল-টুল দেখতে পাইনে।... কিন্তু আইডিয়া বড়ো কম, কী নিয়ে লিখবেন–! তবে নজরুল কতদিন লিখেছেন বলো? বিশ-পঁচিশ বছরের বেশি তো লেখেননি উনি। 'বিদ্রোহী' বেরোল, তার বিশ বছর পর তো লেখা বন্ধ করে দিলেন।

আহসান : আপনি কি মনে করেন যে নজরুল যতদিন বেঁচে ছিলেন এই পুরোটা সময় যদি উনি সুস্থ থাকতেন–

অন্নদাশঙ্কর : অনেক কিছু দিতে পারতেন। অনেক দিতে পারতেন, অনেক কিছু।

আহসান : তাতে কি তাঁর একটা সাহিত্যিক পরিণতি হতে পারত?

অন্নদাশঙ্কর : হওয়া তো উচিত– হতে পারত। আমি তো আশা করেছিলাম সেরে উঠবেন। একটা প্রবন্ধ লিখেছিলুম– 'দেশের দুর্দশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে নজরুল মৌন হয়ে গেছেন। আমাদের দেশের অবস্থান ভালো হলে আবার তিনি লিখবেন।' সেটা আর হলো না। আর দেশের সে দুর্দশায় যেকোনো লোক পাগল হয়ে যাবে। যে দুর্দশা দেশের– লেখা বন্ধ হয়ে যাবে যেকোনো লোকের। রবীন্দ্রনাথেরও হয়তো বন্ধ হয়ে যেত। কী লিখবে বলো দেখি– দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দেশভাগ– এই তো একটা কী চক্রের ভেতর দিয়ে গেলুম আমরা। কে কী লিখবে এসবে বলো!

আহসান : নজরুল তো একসময় খুব সাহসী সামাজিক ভূমিকা পালন করেছেন– একে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

অন্নদাশঙ্কর : খুব মূল্যবান, খুব সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন।

আহসান : ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। জেল খেটেছেন।

অন্নদাশঙ্কর : হ্যাঁ। সবচেয়ে বড়ো কথা, নজরুলের কাছে সাম্প্রদায়িক ভেদ ছিল না। কী হিন্দু, কী মুসলমান এ সব তিনি গ্রাহ্য করতেন না। আর ভীষণ পপুলার হিন্দুমহলে। এ রকম পপুলার কোনো মুসলমানকে আমি দেখিনি। ... নজরুলের বন্ধু বহরমপুরের নলিনাক্ষ সান্যাল– রাঢ়েন্দ্র ব্রাহ্মণ ওঁরা। ওঁর বিয়ে যখন হয়, বিয়েতে নজরুলকে আসন দেয়া হবে না। তখন নলিনাক্ষ বললেন যে, "নজরুলকে আসন না দিলে আমি বসব না। নজরুলকে আমার পাশে বসাতেই হবে, তা না হলে আমি বসবই না।" শেষ পর্যন্ত নজরুলকে পাশে বসিয়ে আসন দেয়া হলো।

আহসান : উনি কী করতেন– নলিনাক্ষ সান্যাল?

অন্নদাশঙ্কর : উনি ইংল্যান্ডে গিয়ে ফিজিক্সে পি-এইচ. ডি. হন। ... এম. এল. এ. হয়েছিলেন। ইনস্যুরেন্সের বিজনেস করতেন। বক্তা হিসেবে খুব নাম আছে ওঁর।

আহসান : তো ওঁর বিয়েতে এই ঘটনা ঘটেছিল।

অন্নদাশঙ্কর : ওঁর বিয়েতে। বিয়েটা হিন্দুমতে হয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়েছে। নলিনাক্ষ বললেন, "নজরুল আমার বন্ধু, বরযাত্রী এবং বরযাত্রীর আসনে আমার পাশে ওঁকে বসাতে হবে। তা নইলে আমি বসব না।" বর বেঁকে বসছে, তারপর আসন দিতে হলো।... হিন্দুর বিয়েতে বরযাত্রী হয়েছে নজরুল। এটা নলিনাক্ষের বিয়েতে, অচিন্ত্যকুমারের বিয়েতেও। হিন্দুর বিয়েতে বরযাত্রী হচ্ছে মুসলমান। তাঁকে জায়গা দেয়া হচ্ছে, উচ্চ আসন দেয়া হচ্ছে সম্মানের সঙ্গে, এ তো নজরুল আদায় করে নিয়েছে এটা। নজরুলের হিন্দু বন্ধুরা তাঁরা তাঁকে দিয়েছে এটা। অ্যান্ড হি ওয়াজ সো পপুলার।

আহসান : নজরুলের এই যে জনপ্রিয়তা এর কী কারণ ছিল বলে আপনি মনে করেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্নদাশঙ্কর : এর কারণ হচ্ছে– নজরুল খুব দিলখোলা মানুষ, বেপরোয়া ধরনের মানুষ। ও কাউকে তো গ্রাহ্যই করত না। নিজের করে বাঁচত। আর সকলের সাথে মিশত–সমাজের হিন্দু মুসলমান। আর সকলের বড়ো, কৃষক-শ্রমিক কী জমিদার। এ রকম মানুষ তো দেখা যায়না। সব সমাজে রয়েছে– সব খানে তে রয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহমদ : চিঠিপত্রের আলোকে

বাঙালি পল্টন ভেঙে গেলে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) করাচি থেকে কলকাতায় এসে তিনজন মুসলিম যুবকের সঙ্গে পরিচিত হন, তাঁরা হলেন ঃ মুজফ্‌ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩), কাজী আব্দুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) ও মোহাম্মদ আফজাল-উল হক (১৮৯১-১৯৭০)। অবশ্য মুজফ্‌ফরের সঙ্গে আগেই চিঠিপত্রে এবং ১৯২০ সালের গোড়ায় এক ঝলক দেখা হয়েছিল নজরুলের। যা-ই হোক, বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির অফিসে এঁদের সঙ্গে নজরুলও থাকতে শুরু করেন মজলিশি মেজাজের কারণে অল্পদিনেই সহ-বাসিন্দাদের সঙ্গে নজরুলের গভীর সখ্য সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অবশ্য মর্জি-মেজাজ-স্বভাব-ব্যক্তিত্বের তারম্যের কারণে তিনজনের সঙ্গে একই রকম সম্পর্ক রচিত হয়নি। মুজফ্‌ফর আহমদ ও আফজাল-উল হকের চেয়ে আবদুল ওদুদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত শিথিল ছিল। আবার অপর দু'জনের মধ্যে নানা কারণ তুলনামূলকভাবে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গেই নজরুলে ও সম্পর্ক গভীর ছিল। অবশ্য রাজনৈতিক কারণে রাজরোষে কারাবন্দি হওয়ায় মুজফ্‌ফরের সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগের দীর্ঘকালীন ছেদ পড়ে নজরুলের ব্যক্তিগত, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে মুজফ্‌ফরের সম্পর্ক ও জানাশোনা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। কলকাতায় ফিরে আসার পর একটা পর্যায় পর্যন্ত মুজফ্‌ফরের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক গভীর ও যোগাযোগ ছিল প্রায় নিয়মিত। তাঁর সাংবাদিকা ও রাজনৈতিক জীবনের যথেষ্ট প্রভাবও নজরুলের ওপরে পড়েছিল। মুজফ্‌ফর নজরুলের কাছে অনেকটা ছিলেন 'ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইডে'র মতো। নজরুলে 'হয়ে ওঠা'র পেছনে মুজফ্‌ফরের খুব গভীর একটা ভূমিকা ও অবদান ছিল। অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষক লেখা এক চিঠিতে (৮ জানুয়ারি ১৯৭০) মুজফ্‌ফর আহমদ বলেছিলেন : 'নজরুলকে আমি ভালোবাসি। তাকে আমি সাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলাম। সে আমার প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে গেছে।' নজরুল-মুজফ্‌ফরের প্রথম সাক্ষাতের সাক্ষী ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১৯০১-১৯৭৬)। পুরনো স্মৃতি হাতড়ে শৈলজানন্দ জানিয়েছেন : 'কথা যা হয়েছিল নজরুলের সঙ্গেই হয়েছিল। আমি ছিলাম তার নীরব শ্রোতা। নজরুলের প্রতি তাঁর সেই সহৃদয় ব্যবহার, তাঁর সেই উদার দাক্ষিণ্য, তাঁর মুখের শুধু দু-চারটি কথা, প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখচ্ছবি– আর একটি অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব আমাকে সত্যই সেদিন মুগ্ধ করেছিল।' নজরুলের সুস্থতার শেষপর্বে নানা কারণে যোগাযোগ একবারেই কমে এসেছিল কিন্তু মুজফ্‌ফর তাঁর খোঁজখবর রাখতেন এবং নজরুলের খ্যাতি-যশ-প্রতিষ্ঠা তাঁকে আনন্দ দিত যদিও ততদিনে দু'জনার পথ স্পষ্ট ভারেই ভিন্ন হয়ে গেছে।

দুই

মুজফ্‌ফর আহমদের প্রতি নজরুলের আস্থা-নির্ভরতা শ্রদ্ধা ছিল গভীর ও অটুট। তাঁর অনেক মৌসুমি বন্ধুর সঙ্গে তুলনা করলে নজরুলের জীবনে মুজফ্‌ফরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনায়াসেই অনুমান করা চলে। মুজফ্‌ফরের ত্যাগ নিষ্ঠা নীতি ও আর্দশ নজরুলকে প্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে– সংকট উত্তরণে সাহস জুগিয়েছে– জীবনে ও সাহিত্যে প্রেরণার উৎস হয়েছে। মুজফ্‌ফরের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বক্তিত্বের গরিমা সম্পর্কে নজরুলের সম্ভ্রম ও উপলব্ধির পরিচয় মেলে তাঁর লেখায়। এখানে এই দু'জনের সম্পর্ক নিয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই। শুধু সংক্ষেপে মুজফ্‌ফর সম্পর্কে নজরুলের মনোভাব কেমন ছিল তা-ই তুলে ধরব।

মুজফ্‌ফর আহমদ 'গণবাণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। 'গণবীণা' ছিল বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের মুখপাত্র। এই পত্রিকা সম্পর্কে স্বরাজ্য দলের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' (২০ আগস্ট ১৯২৬) পত্রিকায় একটি বিদ্বেষপূর্ণ আলোচনা প্রকাশিত হয় তাতে মুজফ্‌ফর আহমদ সম্পর্কেও বিরূপ ধারণা পোষণ করা হয়। অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির এই আলোচনা নজরুলকে যথেষ্ট আহত ও ক্ষুব্ধ করে। ৮ ভাদ্র ১৩৩৩ তারিখে নজরুল 'আত্মশক্তি'র সম্পাদক বরাবর লেখা এক চিঠিতে সরস ভঙ্গিতে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে এর দাঁতভাঙা জবাব দেন। তাতে মুজফ্‌ফর আহমদ সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করলে তাঁর চিন্তা ও মূল্যায়নের স্বরূপ বোঝা যাবে :

> ... বাজ-পড়া, মাথা-ন্যাড়া তালগাছের মতো সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখে চোখে জল চোখে জল আসে, বিশেষী করে যখন দেখি, "গণবাণী'র কর্ণধার হতভাগ্য মুজফ্‌ফর আহমদকে।... আমি হলফ করে বলতে পারি মুজফ্‌ফরকে দেখলে লোকের শুষ্ক চক্ষু ফোটেও জল আসবে। এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌন কর্মী, এমন সুন্দর প্রাণ, এমন ধ্যানীর দূরদৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা– সবচেয়ে এমন উদার বিরাট বিপুল মন নিয়ে সে কী করে জন্মাল গোঁড়া মৌলবীর দেশে নোয়াখালীতে, এই মোল্লা-মৌলবীর দেশ বাংলায়, তা ভেবে পাইনে। ও যেন আগুনের শিখা, ওকে মেরে নিবৃত্ত করা যায় না। ও যেন পোকায় কাটা ফুল, পোকায় কাটছে তবু সুগন্ধ দিচ্ছে।

আজ তাঁকে যক্ষ্মা খেয়ে ফেলেছে, আর কাটা দিন সে বাঁচবে জানি না। ওর পায়ের তলায় বসে শিষ্যত্ব করতে পারে না, এমন অনেক মুসলমান নেতা আজ এই সাম্প্রদায়িক হুড়োহুড়ির ও যুগের হুজুগের সুবিধে নিয়ে গুছিয়ে নিলে, শুধু মুজফ্‌ফর দিনের পর দিন অর্ধাশন অনশনে ক্লিষ্ট হয়ে শুকিয়ে মরছে।...বুদ্ধু মিঞাও আজ আজ লিডার, আর মুজফ্‌ফর মরছে রক্তবমন করে। অথচ মুজফ্‌ফরের মতো সমগ্রভাবে নেশনকে ভালোবাসতে, ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে কোন মুসলমান ভালোবাসতে, ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে কোনো মুসলমান নেতা দূরের কথা, হিন্দু নেতাকেও দেখিনি। এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দিনে যদি কারোর মাথা ঠিক থাকে, তা মুজফ্‌ফরের, "লাঙল" ও "গণবাণী"র লেখা প্রবন্ধ পড়লেই বুঝতে পারবেন। ('কলকাতা পুরশ্রী', ২৬ জুলাই ১৯৯৯; পৃ. ২৩)।

–নজরুলের চোখে এই ছিলেন তাঁর বন্ধু ও সহযোগী মুজফ্‌ফর আহমদ। তাঁর ভাষায়, 'আত্মবিক্রিয়ের অর্থ দিয়ে' 'যারা তাদের ত্যাগের মহিমাকে মলিন' করেননি, তাঁদেরই একজন মুজফ্‌ফর।

মুজফ্‌ফর আহমদকে বই উৎসর্গ করেও নজরুল তাঁকে গুণগ্রাহিতা ও বন্ধুকৃত্য উৎসর্গ করেন তাঁর দুই বন্ধু মুজফ্‌ফর আহমদ ও কুতুবউদ্দীন আহমদকে– 'আমার শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু'– এই কথা বলে।

তিন

নজরুলচর্চায় মুজফ্‌ফর আহমদের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। অবশ্য নজরুলকে নিয়ে তাঁর লেখালেখির সূচনা নজরুলের অসুস্থতার বেশ পরেই। পঞ্চাশ দশক থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নজরুল সম্পর্কে লিখতে শুরু করেন। নজরুলকে নিয়ে তাঁর প্রথম বই 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে' প্রকাশ পায় ১৯৫৯ সালে। এর ছ'বছর পর প্রকাশিত হয় 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতি কথা (১৯৬৫) বইটি। মুজফ্‌ফরের জীবিত-কালেই এই বইয়ের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর বাংলাদেশ-সংস্করণ বের হয়। নজরুল সম্পর্কে এই বইটিই সবচেয়ে প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুজফ্‌ফর আহমদের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। সেই সঙ্গে তথ্যনিষ্ঠা ও জিজ্ঞাসা, যুক্তি-উপস্থাপন ও খণ্ডনের কৌশল, ভ্রান্তি স্বীকারের সততা ও নিরাবেগ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি নজরুলচর্চায় তাঁকে একটি ব্যতিক্রমী মর্যাদা দিয়েছে।

এখানে নজরুল প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহমদের বেশকিছু চিঠিপত্র সংকলিত হয়েছে। বেশির ভাগ চিঠিই অগ্রন্থিত, সামান্য কিছু অপ্রকাশিত। জেলখানা থেকে লেখা চিঠিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এসব চিঠি আত্মীয়স্বজন, রাজনৈতিক সহকর্মী, নজরুল-বন্ধু ও নজরুল গবেষকদের কাছে লিখিত। বেশির ভাগ চিঠিই নজরুল সম্পর্কে তাঁর বই লেখার তথ্য সংগ্রহ এবং বইয়ের বিষয়ে অন্যকে অবহিত করা সংক্রান্ত। চিঠিগুলো পড়লে মাঝেমধ্যে বিস্মিত হতে হয় মুজফ্‌ফর আহমদের সঠিক তথ্য সংগ্রহের প্রতি ঝোঁক দেখে। 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা' বইটির কিছু পুনর্লিখন, তথ্য সংযোজন ও সংশোধন এবং প্রুফ দেখার কাজ জেলখানায় বসেই লেখক করেছেন– যখন তাঁর বয়স সত্তরের ওপর। তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই, পূর্বের মতো খণ্ডনের যুক্তি, সংশয়-মোচনের পন্থা, সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা মুজফ্‌ফর আহমদের নজরুলচর্চার এই পদ্ধতি ও প্রবণতা গবেষণার একটি আর্দশ হিসেবে গৃহীত হতে পারে।

সংকলিত পত্রাবলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান নজরুল-সম্পর্কিত তথ্যের জন্য যেমন, পাশাপাশি তেমনি মুজফ্‌ফর মানস উপলব্ধির সুযোগ পাওয়া যাবে সেই কারণেও। প্রতিলিপি আকারে প্রকাশের ফলে এই চিঠিপত্র একটি দালিলিক গুরুত্ব লাভ করবে।

সাল-তারিখের ক্রমানুসারে এখানে সংকলিত চিঠিগুলো বিন্যস্ত হয়েছে।

মুজফ্‌ফর পত্রাবলি ও নজরুল প্রসঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দমদম সেন্ট্রাল জেল,
কলকাতা-২৮
২৮শে জুন, ১৯৬৩

(S. P. Ghosh)
Superintendent,
DUM-DUM CENTRAL JAIL

CENSORED AN[illegible]D.
3.763
For D. I. O. I. B. O. I. [illegible] Bengal

প্রিয় আবদুল আজীজ সাহেব,

আপনার বিকানা আমি কখনও লিখে রাখিনি। আশ্চর্য এই যে যে-কলেজটিতে আপনি পড়তেন সে কলেজের নামও কোনো দিন আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিনি। বাধ্য হয়ে "বিংশ শতাব্দী"র সম্পাদকের মারফতে আপনার কাছে এই পত্র পাঠাচ্ছি। আশা করি আপনার বিকানা জানেন।

"বিংশ শতাব্দী"র জ্যৈষ্ঠ (১৩৭০) সংখ্যায় আপনার লেখা "নজরুল জীবনের এক অধ্যায়" পড়লাম। আপনি তাতে লিখেছেন "১৯২০ সালের মার্চের শেষে ৪৯ নং বাঙালী রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হল।" এই খবরটি আপনি কোথায় পেলেন? আমি লিখেছি "১৯২০ সালের শুরুর দিকে (কি মাসে তা আমার মনে নেই) নজরুলদের পল্টন ভেঙে দেওয়া হলো।"* আমার এই ছাপায় হয়ে যাচ্ছিল। এই তথ্যের জন্যে মিলিটারি কাগজপত্র ঘেঁটে তথ্য যাচাই করার সময় আমার হাতে ছিলনা। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বার করলে কি খবরটি তাতে দেব ভেবেছিলাম।

* [illegible]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

CENSORED. (২) (S. P. Ghosh) Superintendent, DUM DUM CENTRAL JAIL. I. D. W. Bengal.

আপনি মিলিটারির কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন বলেও তো মনে হয় না। তা হলে তো ঠিক তারিখটি দিতেন।

পল্টন ভেঙে যাওয়ার পরে নজরুল ইসলাম কলকাতায় এসে সোজাসুজি "ঈদীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির" বাড়ীতে না এসে প্রথমে যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মেসে উঠেছিল এবং সেখানে একটি অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটার পরেই "ঈদীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির" বাড়ীতে সে এসেছিল একথা আমার জানা ছিল। তার পরে নজরুল আমার সঙ্গেই থেকেছে। সে আমাকে কোনো দিন এই অপ্রীতিকর ঘটনার কথা জানায় নি। শৈলজানন্দের সঙ্গে তখনকার দিনে আমার প্রায় প্রতি দিনই দেখা হত। তিনিও কোনো দিন একথা আমায় জানান নি। শৈলজানন্দের "কেউ ভোলেনা কেউ ভোলে" বার হওয়ার পরেই আমি প্রথম কথাটা জানতে পেরেছি। ওঁর কথাই ঠিক। তবে, এ বিষয়ে আমি যা লেখেছি তা ছাড়া আমার আর অন্য কিছু লেখার উপায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

For D. I. G. I. B., C. I. D. W. Bengal.
(S. P. Ghosh)
Superintendent,
DUM-DUM CENTRAL JAIL.

ছিলনা। কারন, কথা ছিল নজরুল ইসলাম, সোজাসুজি আমাদের ওখানেই আসবে।

কি করে জানিনা আমার পুস্তকে বাইনোকুলারের অর্থ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের পরিবর্তে দিগদর্শন যন্ত্র ছাপা হয়েছে। আপনার দেখাদেখি দেখছি সেই একই ভুল রয়েছে। ভুলটি শোধরানো আবশ্যক।

নজরুল ইসলাম সরকারী চাকরি নিলে তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশ বিঘ্নিত হবে এ কথা শুধু আমি একা ভাবিনি। সাহিত্য সমিতির যাঁরা ছিলেন এটা ছিল তাঁদের সকলেরই কথা। আপনার লেখা এক পৃষ্ঠে। আফজালুল হক সাহেব প্রভৃতি সকলেই নজরুলকে চাকরির ইন্টারভিউতে যেতে বারন করেছিলেন, আমি একা নয়।

৩ নম্বর কলেজ স্কোয়ারে (এখনকার বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট) অবস্থিত মুসলিম পাবলিশিং হাউসের অন্যতম মালিক ছিলেন আফজালুল হক সাহেব। এই ঠিকানা হতেই মাসিক পত্রিকা "মোসলেম ভারত" প্রকাশিত হতো। ৩২, কলেজ স্ট্রীটে সাহিত্য সমিতির বাড়ীতে আফজালুল হক সাহেবকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৪)

(S. P. Ghosh)
Superintendent,
DUM-DUM CENTRAL JAIL.

একখানা দুর সাবলেট করা হয়েছিল। তিনি সেই দুরে বাস করতেন। সাহিত্যিক আড্ডা বেশীর ভাগ এই ঘরে হত।

আপনার লেখায় আমার সম্বন্ধে কিছু কিছু অতিরঞ্জন আছে। অতিরঞ্জিত না করে ঘটনাটা লেখা ভালো। এ কথা সব সময়ে মনে রাখবেন। আর সম্বন্ধে লিখলেন সে আজ রুদ্ধবাক। ভুল লিখলেও সে প্রতিবাদ করতে পারবেনা। আশ্চর্য নয় বইখানার লেখার ভাষা স্থানে স্থানে পরিষ্কার হয়নি। সে সব যদি দেখিয়ে দেন তবে দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ জায়গাগুলির ভাষা শোধরানো যায়। অবশ্য, দ্বিতীয় সংস্করণ যে বার হবে সে ভরসা কম। কারণ, আমি তো এখানে বন্ধ হয়ে থাকলাম। দ্বিতীয় সংস্করণ বার করলে তাতে আরও অনেক কিছু যোগ করতে হবে। এখানে কোথায় পাব সে-সব মাল-মসলা? নজরুলের একাধিক জন্ম-বার্ষিকীতে কিছু কিছু লেখা বা সংগ্রহ বার হয়েছে। সে-সব আমায় জোগাড় করে দিতে পারেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(S. P. Ghosh)
Superintendent,
DUM-DUM CENTRAL JAIL.

~~পত্রটি ভেঙে দেওয়ার অধিকারটি কাজে লাগাবেন।~~

জমিদার শম্ভু রায়কে যদি খুঁজে বার করতে পারেন তিনি অনেক টাকা আপনাকে দিতে পারবেন। ১৯২০ সালে উনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। এরপর কিছু চোরাকারবার করে থাকবেন। ওঁর দেশ পাকিস্তান হয়ে গেছে। কাজেই, ওঁর কলকাতা মাকার সম্ভব। ওঁর ছোট ভাইয়ের নাম কিরণ রায়— লেখক একজন।

আপনি আমার ভালোবাসা নিন।

আপনার
মুজফ্ফর আহমদ

২৮শে জুন, ১৯৪৬

পুনশ্চ— আমার যদি পত্র লেখেন নীচের ঠিকানায় লেখা ভালো। তাতে দু এক দিন আগে পাওয়া সম্ভব।

Muzaffar Ahmad
D.I. Rules Detenu, Dum Dum Central Jail
c/o D.I.G. of Police, I.B., W. Bengal
13, Lord Sinha Road, Calcutta-16

To
Janab Abdul Aziz Al-Aman
c/o Shree Haraprasad Mukherjee
Editor, Bingsha-Shatabdi
20. Grey Street, Calcutta-5

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীসমীর দাশগুপ্ত
c/o সনাতন প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩, আমীনুদ্দিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১১

Dum-Dum Central Jail.
Calcutta-28
2.9.1963

বন্ধুবর,

Dy D.I.G., I.B., O.I.D. W. Bengal
DUM-DUM CENTRAL JAIL

কোথায় দুখানা পাই পেয়েছি। এখন কাজের কথা বলছি। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার তিনটি খণ্ডই আমার এখানে চাই। রেফারেন্সের জন্যে বড় বেশী দরকার। আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" বইখানার নিঃশেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পুনর্লিখন করতে হবে। তার জন্যে অনেক মাল-মসলার দরকার হবে। পত্র পাওয়া মাত্রই সাহিত্য পত্রিকার তিন খণ্ডই রেজিস্টার্ড করা বুক প্যাকেটে পাঠাবে। Acknowledgment due করে দেবে। এখানে যে ঠিকানায় দিচ্ছি সেই ঠিকানায় দেবে।

Muzaffar Ahmed
D.I. Rules Detenu, Dum Dum Central Jail
c/o D.I.G. of Police, I.B., West Bengal
13, Lower Sinha Road, Calcutta-16

AMARBOI.COM

প্যাকিংটা যেন খুব ভালো হয়। এভাবে পাঠালে বইগুলো খোলবার কষ্টে জিনিসগুলি তিন বারের জায়গায় দু'বার নাড়াচাড়া হবে। তা ছাড়া কিছু আগেও পাওয়া যেতে পারে। আমি আই. বি. অফিসে আগেই লিখে জানিয়েছি যে তুমি এই জীর্ণ পত্রিকাগুলি আমায় পাঠাবে।

এছাড়া যে বইগুলির তালিকা তুমি আমায় পাঠিয়েছ তা থেকে নিম্ন লিখিত বইগুলি আমায় পাঠাবে:-

(১) নূতন চাঁদ (৪) যুগবাণী (৭) ভুলো ফকির
(২) পূবের হাওয়া (৫) সঞ্চিতা (৮) বিষের বাঁশী
(৩) ভাঙার গান (৬) ব্যথার দান (৯) ধূমকেতু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১০) বন-গীতি (১১) অগ্নি-বীণা (১২) বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম (১৩) কবি নজরুল (সংস্কৃতি পরিষদ) (১৪) কাজী নজরুল (প্রভাতেশ চট্টোপাধ্যায়)।

এই বইগুলি জেল গেটে জমা দিয়ে রশিদ নেবে যেমন বরাবর নিয়ে থাক।

টুকরো কাগজগুলির কোনটাতে কি আছে তা মনে নেই। তবে, তার এক টুকরোতে "খালেদ" কবিতাটি কোন্ সালের কোন মাসে "প্রবাসী"তে ছাপা হয়েছিল তা লেখা আছে। ওই তারিখটি ভাঙ্গে পাঠাও। অন্য টুকরোটিতে নজরুল সংগ্রন্থ কিনে মাকড়ে তবেই পাঠাও। ন্যাশনাল অর্নাইজ নিচ্ছিটেডের অনুষ্ঠান পত্রের হাতের লেখা প্রতিলিপি নিশ্চয় রয়েছে। পাঠিয়ে দিও। হাতের লেখা মহাদেবের।

শ্যামসুন্দরের যে "অনুশীলন" নাম দিয়ে একখানা কাগজ মাঝে মাঝে বার করে তা নিশ্চয় জান। ১৩৬৮ সালের আশ্বিন সংখ্যায় "কবি নজরুল ইসলামের পরিবার" নাম দিয়ে লেখা বার হয়েছে। এই সংখ্যাটি আমার ঘরে আছে। কিংবা হলে আমার যে অনুমান আছে তাও থাকতে পারে। এটা খুঁজে বার করতে হবে। আমি নিশ্চিত জানি যে কাগজখানা তখানে আছে। তবুও যদি না পাও তবে শ্যামসুন্দরের নিকট থেকে একখানা জোগাড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

CENSORED AND PASSED

Dum-Dum Central Jail.

করে [illegible] দেবে এবং বলবে যে কাগজখানা ফেরত পাঠাতে হবে। অন্য সব কথা আমি তাঁকে পত্র লিখে জানাব।

"মাহে নও" নামে পেলেন? এটা পাকিস্তান সরকারের সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। বিশেষ সংখ্যার মানে আমাদের দেশের শারদীয় সংখ্যার মতো মোটা নয়। যে সংখ্যায় নজরুল সম্পর্কে কিছু মনস্থ সমস্যা আবদুল কাদির ছাপিয়েছে সেখানেই আমার চাই। কাগজখানাতে আমার দরকার নেই, লেখাটির প্রতিলিপি পেলেই হবে। অসুবিধা না থাকলে [illegible] থাকতে পারে। গিরেফতার হওয়ার দুটিন [illegible] আমি দেখিনি। বেশী সময় হাতে নিয়ে ও [illegible] থাকলে তবেই আনাতে পারে। তা না হলে কিছু [illegible] পারবেন না। হাঁ, অনুষ্ঠানে আমার নাম লেখা থাকলে তা এমনভাবে কেটে দেবে যাতে আর না পড়া যায়। অবশ্য যাতের লেখায় শুধু কাটবে, ছাপার হরফ কাটার দরকার নেই।

শুনলাম আমার লেখার একটি সঙ্কলন বার হয়েছে এবং আরও একখানা পুস্তিকা। এখানে এই বইগুলি কেন যে পাঠানো হলো না তা বুঝতে পারছিনে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আমায় তো বকে দিতে পারে? "আমার স্মৃতিকথা" যদি এই সঙ্কলনে স্থান পেয়ে থাকে তবে ওই লেখার প্রুফ কষ্ট পাঠানোর দরকার নেই।

সুর মহল কাগজের একটা কার্বন পেপার তৈরি করে আমায় পাঠাতে পার? [illegible] আমার চেয়ে লেখার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভ্যাস হওয়ায় কাজ সামান্য করিলে হলেও কপালের
ঘাবনাশ হয়ে যায়। ১৪ সাইজের এক দেড় দিস্তা
কাগজের পাড় হলেই চলবে। ফিনিশিং প্যাড করবে সাদা কাগজে
মন বিষয় হয় ঠিক তেমন।

সুনীল কুন্দস্বামীর নিকটে দুশ (২০০) টাকা
আছে। এই টাকাটা এখনই ব্যাঙ্কনোট বুক এজেন্সীতে
পীযূষ বাবুর নিকটে রেখে আসতে বলবে। আর শ্রীচিত্ত
বিশ্বাস ও একাউন্টান্টকে বলবে দেশে আমার যে
কাকাশ্বশুর আছে তাঁকে ৩০০ টাকা যেন এখনই পীযূষ
বাবুর কাছে পৌঁছিয়ে দেন। আমার পুরানো দেনা
সুদ শোধ না দিলেই নয়। ৩০০ টাকা হলে
এখন দেনাটা শোধ হয়ে যাবে। সুনীল যদি নেতে
পারে তার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে তুমিই না হয়
পৌঁছিয়ে দেবে। আমার শোধ দিতে না পারলে পরজন্মে
আমার মাথায় কাটা যাবে। আশা করি তোমরা সব বুঝবে।
সুনীলের ৫০ টাকা বেতনের চাকরি হয়েছে তাতে অসুবিধা না।

ওদের এত বড় কোম্পানীর সরকার ঘড়িটা যে মেরামত
করতে দেওয়া হয়েছিল তা তো তুমি নিয়ে আসতে পারতে।
ঘড়িটি এখনও আমার কাছেই রয়েছে। তবুও মানু গিয়ে ঘড়ি
মেরামতকারীদের বিক্রি করছে কেন? মানুর কাছে বোধ হয়
রিভলভার রয়ে গেছে। ওর কি হয়েছে বলতে পার? তুমি দোকানদারকে
একটা কিছু শিখিয়ে দিয়ে আসবে।

তোমরা আমার ভালোবাসা নেবে।

পুনশ্চ— Aludron পাইনি।
সেটেশ্বর মাসে কটি টাকা পাঠাবে।

তোমার
মুজফ্ফর আহমদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

CENSORED AND PASSED

CENSORED AND PASSED
২ ১৮.১১.৮৮
For D. I. G., I. B., G. I. D. W. Bengal

দমদম সেন্ট্রাল জেল
কলকাতা-২৮ (পশ্চিম বঙ্গ)
১৩ই নবেম্বর, ১৯৮৪

কল্যাণীয়া আদিকা আক্তর
৬০/৫, আজীমপুর [illegible]
ঢাকা-[illegible]

হলে আমার ঠিকানা বদল হয়েছে। এই বদল-হওয়া ঠিকানা তোমাদের জানাবার জন্যেই এই পত্র লেখা।

আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" বইখানা দেড়-দু বছর আগে ছাপিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের জন্যে হাত দিয়ে দেখলাম অনেক কথা বড় সংক্ষেপে বলা হয়েছে, আবার অনেক কথা একেবারেই বলা হয়নি। দু-চারটি ঘটনার ভুলও আছে। কাজেই, পুরো বইখানার পুনর্লিখনে ছাড়া উপায় ছিলো না। আমি যা জানি তা শেষ বারের মতো বলে যেতে চেয়েছিলাম। বইখানা যখন নূতন করে লেখা হলো তখন তার নামও বদলে দিয়েছি। "কাজী নজরুল ইসলাম :: স্মৃতিকথা" এই নাম দিয়েছি। [illegible] প্রুফ দেখে পাঠিয়েছিলাম। এইভাবে [illegible]

Superintendent,
DUM-DUM CENTRAL JAIL

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(২) CENSORED AND PASSED 3
Ex D. I. R., I. B., C. I. D. W. Bengal

ছাপাও হয়ে গেছে। তার পরেও এখানে চলে এসেছি। এখন ভবিষ্যতের কথা শুধু ভবিষ্যৎই জানে।

হাঁ, "বাবা শুধুর" সাম্প্রদায়িকের দ্বারা যে-পুস্তিকা নজরুলের পাঠ হিসাবে ছাপাও হয়েছে তা নজরুলের পাঠ নয়। আত্মীয় স্বজনকে বোঝানোর জন্যে আমার আকবর আমাকে পত্রখানা জবাব করতে হয়েছিল। পত্রের ভাষা ত্রুটিপূর্ণ, এক জায়গার বক্তব্যের সঙ্গে অন্য জায়গার বক্তব্যের মিল নেই। একই শব্দের বানানে আড়ষ্টতা বানান। পত্র যে জাল তা আরও বোঝাচ্ছে প্রমাণ হচ্ছে এই যে ১৯২১ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নজরুল কুমিল্লায় ছিলেন না, ছিলেন কলকাতায়। তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি রথখোলার পাড়ে গিয়েছিলাম, অথচ ৮ই জুলাই তারিখে কুমিল্লা ছেড়েছিলেন।

হিবানামা কি রেজিস্ট্রি করতে পারলে? তোমরা সকলে আমার স্নেহাশিস নিও। ফিরার প্রতীক্ষায় কি শুরু হলো?

শুভার্থী
মুজাফ্ফর আহমদ

Superintendent,
DUM-DUM CENTRAL JAIL

আমার ঠিকানা:
Muzaffar Ahmad
D.I.R. Detenu,
Dum-Dum Central Jail
Calcutta-28 (West Bengal)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Dum-Dum Central Jail
Calcutta-28
Superintendent,
DUM-DUM CENTRAL JAIL
CENSORED AND PASSED
18.1.1965

শ্রীশ্যামসুন্দর চৌ.

কল্যাণীয়েষু।

তোমার চিঠি পত্র পাচ্ছি কিন্তু বুঝতে পারছিনে। তোমাদের তরফ হতে উত্তর আসছে কম। আমি সব নিয়ে ওতে পৃষ্ঠা পাঠিয়েছি তোমাদের পাঠিয়েছি। তাতেই প্রায় ছবি কমপ্লিট হয়ে যাবে, হয় তো বেশীও হতে পারে। প্রথমে যে বলেছিলাম ১৬/১৬ পৃষ্ঠার বই হবে সে আন্দাজ আর থাকছে না। এমন তো মনে হচ্ছে বইটি ২০ ফর্মারও বড় হতে পারে। ভাল কাগজ তোমরা কিনেছ তাতে কুলোবেনা। কাগজের কমটা তোমার এখন ভাবতে হবে। আজ সাত এর ফর্মার, অর্থাৎ ৬৭ পৃষ্ঠা হতে ৭২ পৃষ্ঠার প্রুফ-এ আপনা করা প্রুফ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(২)

এমন যে অধ্যায়টির লেখা আমি শুরু করেছি তার নাম "কবি মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুল ইসলাম।" এটা আমার পুস্তকে সবাপেক্ষা বড় অধ্যায় হবে। এমন বেশ কয়েক দিন তোমাদের কোনো পাণ্ডুলিপি পাঠাবনা। তোমাদের হাতে যে পাণ্ডুলিপি আছে তাতে তো বেশ কিছু দিন চলবে।

এর আগে তোমাদের যে পত্র লিখেছি তাতে যাদের নির্দিষ্ট প্রবন্ধের কথা বলেছি। সে কাজ কি শুরু করেছ? এমন হতে কাজটে যদি এগিয়ে না রাখ তবে শেষ মুহূর্তে নির্ঘন্ট আর প্রস্তুত হবেনা। কাজটে যে তোমরা করছ এটা আমায় না জানালে আমি কি করে বুঝব কি হচ্ছে, না, হচ্ছে?

একুশ বছরের নজরুলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। তাঁর সেই বয়সের একখানা ছবি পুস্তকে দিতেই হবে। এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

CENSORED AND PASSED
Superintendent,
Jail-DURI CENTRAL JAIL.

কথা হচ্ছে নজরুলের ১৯২০ সালের একখানা ছবি কোথায় পাবে? ওই বছরের হাবিলদার বেশে তোলা তার একখানা ছবি আছে এবং "আমার দান" নামক গল্প পুস্তকে তা ছাপা হয়েছে। আমি আমার পুস্তক হতে ছিঁড়ে নিয়ে ছবিখানা তোমায় পাঠালাম। ছবিখানা কিঞ্চিৎ ফেকাসে হয়ে গেছে। কাজেই এই ছবি ভালো ব্লক হবেনা। সেই জন্যে এই ছবির ফটো তুলে নিয়ে সেই ফটোটাকে তুলি দিয়ে এখানে-ওখানে retouch করিয়ে নিলে তা থেকে ভালো ব্লক হবে। আমাদের সাপ্তাহিক যুগের সময় তোমাদের যুগের মতো উজ্জ্বল ক্যামেরা ছিলনা বলে ভালো ফটোগ্রাফাররা আর্টিস্টও হতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৪)

আজকালকার ওঁরা তুলি হাতে নেন না। এই জন্যে ফটোটা retouch করানোর জন্যে তোমায় কোনো portrait painter-এর সাহায্য নিতে হবে। এখন থেকে যদি কাজটি করে রাখ পরে তোমায় আর দুটোদুটি করতে হবেনা।

কিছু জিনিসপত্র নিয়ে সমীর দেখা করতে এসেছিল। সে বলছে পরশু থেকে কি একখানা বই এসেছে তাতে নাকি আমার নামোল্লেখ আছে। সেখানে ভারতের সম-সাময়িক ইতিহাসের বিষয়ে। রুশ ভাষায় ওঁরা পুস্তক ছেপেছেন তার ইংরেজি অনুবাদ বার হলো নাকি? একখানা বই তবে আমায় পাঠাবে। তোমরা R. Palme Dutt-র নূতন গ্রন্থ The Internationale-এর অর্ডার নিশ্চয় দিয়ে থাকবে। একখানা বই আমার জন্যে রেখে দিবে।

ভালোবাসা নাও।

তোমার - মুজফ্ফর আহমদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪/২

Dum-Dum Central Jail
Calcutta - 28
3.2.1965

CENSORED IN ... PASSED
For D. I. G. I. B., G. I. D. W. Bengal
Superintendent,
DUM-DUM CENTRAL JAIL.

কল্যাণীয়েষু,

শ্যামসুন্দর, তোমার ২৭শে জানুয়ারী তারিখের পত্রখানা আমি পেয়েছি। এই পত্র তোমার পরে তুমি আমার একখানা পত্র নিশ্চয় পেয়েছ। সেই পত্রে index-এর সম্বন্ধে কথা ছিল। আমার ~~[illegible]~~ হারিদাস বেশে ~~[illegible]~~ নজরুলের ছবিখানা যে পেয়েছ তাতে আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি। ~~[illegible]~~ আমার উপদেশানুযায়ী কাজ করে যদি ছবিখানাকে উদ্ধার তুলতে পার তবে ভালোই হবে। "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" ~~[illegible]~~ কয়েকখানা ব্লক আছে। তার মধ্যে নজরুলের ঘুমিয়ে পড়া ছবিখানা (ওখানা আঁকা ছবি, আমার ভালো লাগেনা) বাদ দিয়ে বাকী চার খানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(২)

ব্লক কি "বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী" তোমাদের দেবে? যদি তাঁরা দেন তবে অনেক সময় বেঁচে যাবে। তাতে আছে:

(১) নজরুলের বাঁকড়া চুলওয়ালা একখানা ছবি;

(২) ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের বাড়ীর ছবি;

(৩) ৩/৪-সি, হরিতকী বাগানের বাড়ী ছবি;

(৪) ৬, টার্নার স্ট্রীটের বাড়ীর ছবি।

জানিনে আমার পরে থেকে থেকে ব্লকগুলো নষ্ট হয়ে গেছে কিনা। তা ছাড়া, নজরুলের এখনকার একখানা ছবি দিতে হবে। এই ছবি ফটোগ্রাফার নিয়ে গিয়ে তোমাদের তুলতে হবে। নজরুল এখন তার বড় ছেলে কাজী সব্যসাচীর সঙ্গে আছে। ঠিকানা হচ্ছে:-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৩)

Superintendent,
DUM-DUM CENTRAL JAIL

CENSORED AND PASSED
For D. I. G. I. B. G. I. B.

কাজী সব্যসাচী
সি. আই. টি. বিল্ডিংস
ব্লক "এল", ফ্ল্যাট ৪
ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪
টেলিফোন ৪৪-৩৭১২ (44-3712).

টেলিফোনে আগে হতে সময় ঠিক করে নেবে। সব্যসাচীকে বলবে ছবি তোলার আগে সে কবিকে ভালো করে চোখ পড়িয়ে দেয়। ছবিটা তৈরি হয়ে গেলে, তার পেছনে তোলার তারিখটা লিখে রাখবে। ওই তারিখটা বইতে দিতে হবে। সব্যসাচী আর তার ছোট ভাই অনিরুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করবে ওদের মায়ের অসুখের আগের কোনো ছবি আছে কিনা। থাকলে সেই ছবি পুস্তকে দেব। আর না থাকলে অসুখের পরের একখানা ভালো ছবি ওদের জোগাড় করে দিতে বলবে। ওদের দিদিমার (শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীর) একখানা ছবি পাওয়া গেলে খুবই ভালো হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৪)

নজরুলের ছোট ছেলে কাজী অনুরুদ্ধের বিকানা ১৪৬-সি মন্মথ দত্ত রোড, বেলগাছিয়া, কলকাতা-৩৭। উত্তর দিকের সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠতে হয়। ও-বাড়ীতেও টেলিফোন আছে, নম্বর মনে নেই। ডিরেক্টরিতে দু ভাইয়ের নাম আছে। কাজী K দিয়ে লিখেছে, না, G দিয়ে, তা মনে পড়ছে না। শুধু টেলিফোনে কাজ হতে পারে। হয় তো তোমরা দু একবার যেতেও পার। অনিরুদ্ধকে বাড়ীতে না পেলে বৌ-মা কে বলবে সেও সাহায্য করতে পারবে। তাঁর ডাক নাম ছবি, ভালো নাম মনে নেই।

আট ও নয়-এর ফর্মার প্রুফ পাড়ে দিয়েছি। কপির সঙ্গে মিলিয়ে তোমরা আর একবার পড়বে। আর "কাজী নজরুল ইসলাম ও কবি মোহিতলাল মজুমদার" শীর্ষক অধ্যায়টি লেখা শেষ করেছি। দু চার দিনের ভিতরে পাঠাব। অনেক ছুটি পাড়ে গেছে। এটা বড় অধ্যায়, তোমাদের তিন ফর্মার বেশী হবে। এই অধ্যায়টিতে আছে (১) 'মোসলেম ভারত'কে লেখা মোহিতলালের পুরো পত্র (২) মোহিতলালের "আর্টি" শীর্ষক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

CENSORED AND PASSED.

Bar D. I. G. I. B., C. I. B., W. Bengal.

Superintendent,
DUM-DUM CENTRAL JAIL

প্রবন্ধ (সম্পূর্ণ) (৩) নজরুলের পুরো "বিদ্রোহী" কবিতা (৪) নজরুলের পুরো সর্বনাশের ঘণ্টা (৫) মোহিতলালের প্রেম-গুরু। তোমাদের আগে হতেই জানিয়ে রাখছি যে এ অধ্যায়ের ছাপানোতে অসীম মনোযোগ দিতে হবে। এর পরে হবে "ব্যর্থ চেষ্টা" নাম দিয়ে একটি ছোট অধ্যায়। এর পরের অধ্যায় হবে "দূরকেন্দ্র"।

তোমরা পাঠানো প্রবন্ধগুলোর পাণ্ডুলিপি পেয়েছি। Contemporary History of India এবং আরও কিছু জিনিস এখনও পৌঁছায় হয়ে আসেনি।

তোমরা থাকলে আমার গভীর ভালোবাসা নাও।

শুভার্থী
মুজফ্ফর আহমদ

* কবি শ্যামসুন্দর দে-কে লিখিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(২৭)

Dum-Dum Central Jail
Calcutta-28
15. 3. 1965

DUM-DUM CENTRAL JAIL

কল্যাণীয়েষু

শ্যামসুন্দর, ক'দিন তোমার চিঠি-পত্র পাইনি। তাই, বুঝতে পারছিনে আমার সব চিঠি তুমি পেয়েছ কিনা। তবে, সমীরের মারফতে প্রমীলার চোখ ইত্যাদি সম্বন্ধে যা বলে পাঠিয়েছ তা জানতে পেরেছি। নজরুলের বড় ছেলে সব্যসাচী (তার কাছেই নজরুল এখন আছে) আমায় একখানা পত্র লিখেছে। তুমি টেলিফোনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছ সে কথা সে লিখেছে জানিয়েছে, এও জানিয়েছে যে তার বাবার চোখ গ্রহণে এখন আর কোনো অসুবিধা নেই।

'সোভিয়েত ভারত' হতে কবি মেহিতলালের পত্রের উদ্ধৃতিতে কল্লোলের হাতের লেখা একজায়গায় আছে 'নটিনীলাঞ্ছন' পড়েছিলাম। কিন্তু তা থেকে কোনো মানে বের না হওয়ায় সন্দেহ প্রকাশ করে আমি তোমায় পত্র লিখেছিলাম। উটের মহাদেব সাহা দেশে এসে যা লিখেছেন তা থেকে বুঝতে পারছি যে কথাটা "নটিনীলাঞ্ছন নৃত্যশীল"। এখন বুঝতে পারছি যে অনেক চেষ্টা করলে কল্লোলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখাকে 'নটনীসোহাগ' পড়া যেত। এত কম বয়সেও তাঁর লেখা বড় পাকা হয়ে গেছে। আমার মতো বৃদ্ধের পক্ষে মাঝে মাঝে তা পড়া পুলকিত হয়ে পড়ে। যাক, আশা করি তুমি পাণ্ডুলিপিটা শুধরে নিয়েছ।

পুরনো "স্টেটসম্যানের" ফাইল ঘেঁটে ডক্টর মহাদেব আরও একটি মস্ত বড় ভুল পেয়েছেন। সে ভুলটি আমার 'ধূমকেতুর উদয়' শীর্ষক অধ্যায়ে আছে এবং এই ভুলটি যাঁরা এতকাল আমার লিখেছেন তাঁদের সকলেই করেছেন। কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুহ্রাবর্দী ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে নজরুলকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের (Indian Penal Code-এর) ১২৪-এ ধারা মতে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। আমরা সকলে লিখেছি ৮ই জানুয়ারী। এটা বড় ভুল। অবশ্যই শুধরে দিও। আমি লেখার কোনো কপি রাখিনি। আমার শরীরের অবস্থায় রাখা সম্ভব নয়। এই সাজার তারিখটা লেখার পরে আমি বোধ হয় লিখেছি যে নজরুলের হিস্টরি টিকিটে (জেলখানায় থাকে) তার মুক্তির তারিখ লেখা হয়েছিল ১৯২৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

DUM-DUM CENTRAL JAIL

সালের ৭ই জানুয়ারী। এটা যদি লিখে থাকি তবে ভুল লিখেছি। মুক্তির তারিখ নিশ্চয় টিকিটে লেখা হয়েছিল ১৯২৪ সালের ১৩ই জানুয়ারী। এটাও শুদ্ধ করে দেবে।

"ধূমকেতুর উদয়" শীর্ষক অধ্যায়ে একটি ফুটনোট যোগ করতে হবে। প্রমথ নজরুলের লেখা হতে পূর্ণ স্বাধীনতা সম্বন্ধে তার বক্তব্য তুলে দিয়েছি। এই উদ্ধৃতি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে স্টার চিহ্ন (*) দিয়ে তলায় পাদটীকা দিতে হবে। এই পাদটীকা আলাদা কাগজে লিখে দিলাম

সর্বনাশের মন্ত্র কে কবে করে এনেছিলেন? বলুন বাবু কি? তাঁর পুরো নাম কি?

হীরেন বাবুর লেখা ভারতের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড শুধু পেয়েছি। প্রথম খণ্ড কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৪)

২ পাইনি?

২ রবি ঘোষ আমার নিকট হতে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড নিয়েছিলেন।

কক্সবাজারে বসে তাঁর পত্র পেয়েছি। পরে উত্তর দেব।

তোমরা আমার ভালোবাসা নাও।

শুভার্থী

মুজফ্ফর আহমদ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুট নোট (পাদটীকা)

* নজরুল ইসলামের এই লেখার সঙ্গে ১৯২১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের ৬ আহমদাবাদ অধিবেশনে মাওলানা হসরৎ মোহানী উর্দুতে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের ভাষা তুলনীয়।

"The object of the Indian National Congress is the attainment of Swaraj or Complete independence free from all foreign Control by the people of India by all legitimate ~~means~~ and peaceful means." প্রস্তাবটি উর্দু ভাষায় লেখা ছিল। গান্ধীজীর তীব্র বিরোধিতায় প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে গিয়েছিল, তবে অনেক ভোট পেয়েছিল। প্রস্তাবটি সমর্থন করেছিলেন বোম্বে ক্রনিকলের এস. বেঙ্কটরামন, কুমারানন্দ, ইয়াকুব আলী খান, ভি. পি. ও সালতুর (অন্ধ্র)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

DUM-DUM Central Jail
Calcutta-28
20.3.1965

Superintendent,
DUM-DUM CENTRAL JAIL.

শ্যামসুন্দর,

কমরেড মহাদেব সাহা অনেক পরিশ্রম করে যে সব-জরিপগুলি উদ্ধার করেছেন সেগুলি সযত্নে পাহারার যথাস্থানে বসিয়ে দিতে হবে। হয়তো কোনো কোনো জায়গায় জায়গাও পরিবর্তন করতে হবে।

শুভার্থী
মুজফ্ফর আহমদ

১৯২২ সালের ৮ নবেম্বর তারিখে পুলিশ ৭ নম্বর প্রতাপ চাটার্জি লেন স্থিত 'ধূমকেতু' আফিসে তল্লাশীর পরওয়ানা ও কাজী নজরুল ইসলামের নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা নিয়ে এসেছিল। নজরুল তখন সমসাদিপুরে গিয়েছিল বলে গ্রেফতার হয়নি। তল্লাশী করে নিষিদ্ধ "ধূমকেতু" সংখ্যাগুলি পুলিশ নিয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত আমার লেখায় এই রকমই আছে। মিলিয়ে দেখবে।

১৯২২ সালের ২৩শে নবেম্বর তারিখে কুমিল্লায় গ্রেফতার হওয়ার পরে আমাকে বিচারার্থে পুলিশ পাহারায় কলকাতায় আনা হয়। [এই তারিখটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কোনো নেই। আশাদুল্লাহ বলিয়া জেরা।]

১৯২৩ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার সুইন যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪-এ ধারা অনুসারে কাজী নজরুল ইসলামকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তখনকার স্টেটসম্যান হতে এই সঠিক তথ্য বার করা হয়েছে। ৮-ই জানুয়ারী (১৯২৩) তারিখেতেই সাজা হওয়ার খবর সম্পূর্ণ ভুল। ২২ জানুয়ারী তারিখেও তাকে কোর্টে হাজির করা হয়েছিল।

কেউ কেউ লিখেছেন, এক বছর সাজা পুরো হওয়ার আগেই কাজী নজরুল ইসলাম জেল হতে মুক্তি পেয়েছিল। জেলখানার কায়দা সম্বন্ধে তাঁরা অভিজ্ঞ নন বলেই তাঁদের মনে এই ধারণা হয়ে থাকবে। ডিভিজন একের কায়দা অনুসারে দণ্ডিত বন্দীরা প্রতি মাসে চার দিন হিসাবে এমন রিমিশন পান। কিন্তু নজরুলের যখন সাজা হয়েছিল তখন প্রতি মাসে তাঁরা তিন দিন হিসাবে রিমিশন পেতেন। সাজা হওয়ার মাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Superintendent
DUM-DUM CENTRAL JAIL.

ও মুক্তি পাওয়ার আগে কয়দীরা কোনো বিলিফান পান না। কাজেই, দশ মাসে নজরুল নিশ্চয় প্রিয় দিনের বিলিফান পেয়েছিল। তবে, ছাড়া পাওয়ার আগে জিলা এক জাজের আদালতে নজরুলের নামে আদালতে একটি মোকদ্দমা হয়েছিল। ১৯২৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখের "অমৃত বাজার পত্রিকা" হতে জানতে পারা যায় যে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে নজরুল ইসলামকে বহরমপুরের সব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এন. কে. সেনের আদালতে হাজির করা হয়েছিল। শহরের বিশিষ্ট হিন্দু-মুসলমান উকীলেরা বাবু ব্রজভূষণ দত্তের নেতৃত্বে কবির পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। পুলিশের অনুরোধে ম্যাজিস্ট্রেট ১৪ই ডিসেম্বর (১৯২৩) তারিখে মোকদ্দমার দিন ফেলেন। "অমৃত বাজার পত্রিকা"র রিপোর্ট হতে এও জানা যায় যে নূতন করে জামিন না পেলে কবি ১৫ই ডিসেম্বর (১৯২৩) তারিখে বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) ডিস্ট্রিক্ট জেল হতে মুক্তি পাবেন। দশ মাসে প্রিয় দিন বিলিফান পেলে ১৫ই ডিসেম্বর তারিখেই কবির মুক্তি পাওয়ার কথা। তাহলে নিজে ওই তারিখে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দী ছিলেন। বাইরের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৪)

আমার ছিল না। তবে, আমার মনে হয় প্রিজন্ এক্টের মেয়াদ শেষ পর্যন্ত গবর্নমেন্ট চালায় নি এবং নজরুল ১৯২৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে জেল হতে মুক্তি পেয়েছিল। আর, ১৩ই ডিসেম্বর (১৯২৩) তারিখে যদি সে মুক্তি পেয়ে থাকে তবে সে ঠিক সময়েই মুক্তি পেয়েছিল, দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হওয়ার আগে মুক্তি পায় নি। ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্তের ৩রা অক্টোবর (১৯২৩) তারিখে নজরুলের মুক্তি পাওয়ার তথ্য সম্পূর্ণরূপে ভুল।

শ্যামসুন্দর,

এটা পাওয়ার সাথেই ত্রুটি স্বীকার করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দমদম সেন্ট্রাল জেল
কলিকাতা-২৮
১২ই মে, ১৯৬৩

প্রিয় কমলেশ,

ক'দিন আগে আপনার পত্র পেয়েছি। আপনার ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গেছে জানতে পেরে সুখী হয়েছি। যাঁর সঙ্গে বিয়ে হলো তিনি কি করছেন? কলকাতাতেই থাকেন নিশ্চয়। বিয়েতে আপনার মা ও ছোট ভাই কি আসতে পেরেছিলেন?

মোহিতলাল মজুমদারের লেখার ওই অধ্যায়ের ছাপার ভুলই ছিল। বড়ই ড্যাম কন্টাকিত লেখা। কমাটার "নয়ন সর্বলোচ্ছ" ন হবে জানতে শোনার সন্দেহ নেই, তবে "তন্দ্রী" কমাটার আগে একটা কিছু ছিল। আপনারা কেউই মহাশ্বেতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাহিনী জানেননা এটাই হচ্ছে মুস্কিল। কাহিনীটা জানা থাকলে বোঝা যেত কোন্ ধরনের বীণা মহাশ্বেতা বাজাতেন। যাক, এখন আর কিছু করণীয় নেই। আমরা 'নয়ন সলিলাদ্র' করে দিয়েছি।

বইটি শেষ পর্যন্ত বড়ই হয়ে গেল। এত বড় বই করার ইচ্ছা আমার ছিলনা। সবটা এক সঙ্গে ছাপতে হয়, [illegible] বাইরে পাঠিয়েছি। এখনও কিছুটা লিখতে বাকী আছে। সব নিয়ে ২৮ হতে ৩০ ফর্মার বই হবে। খরচ হবে প্রচুর, কাজে কাজেই দামও হবে বেশী। এই বেশী দাম হওয়াটাই আমি চাইছিলাম না। তবে, আমি আমার জীবনের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি, আমি যা জানি তা বলে গেলাম। নক্সালের বিষয়ে যাঁরা লিখেছেন কিংবা ভবিষ্যতে লিখবেন তাঁদের কিছু সাহায্য নিশ্চয় হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমর, হিমাংশু, ও নন্দবাবু, তাঁরাই
আপনারও ও-বাড়ীতে রয়েছেন - আপনাদের
প্রত্যেকেই আমার গভীর ভালোবাসা গ্রহণ
করুন।

ইতি
মুজফ্ফর আহমদ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত্যন্ত জরুরী

দমদম সেন্ট্রাল জেল
কলকাতা-২৮
১৯শে মে, ১৯৬৩

DUM-DUM CENTRAL JAIL

শ্যামসুন্দর,

আমাদের কড়েয়া রোডের বাড়ীর পাশে যে নয় তলা নূতন বাড়ীটি উঠেছে সেই বাড়ীর তিন তলায় ডাক্তার অশোক বাগচী থাকেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ করনানী হসপিটালের নিউরো সার্জন। নজরুলকে যখন ভিয়েনায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন তিনি সেখানে ছিলেন। ১৯৬৩ সালের ২৭শে ডিসেম্বরের 'যুগান্তরে' 'ভিয়েনায় নজরুল' শিরোনাম দিয়ে তাঁর একটা লেখা প্রকাশ হয়েছিল। এই লেখাটা আবদুল্লার উদ্দীন খান তাঁর "বাংলা সাহিত্যে নজরুল" নামক পুস্তকে (চতুর্থ সংস্করণ, ৬১ পৃষ্ঠা) তুলে দিয়েছেন। তাঁর কাছে গিয়ে এমন লেখাটা যাচাই করে নিতে হবে। আমাদের দোকানে নিশ্চয় আবদুল্লার উদ্দীন খানের পুস্তক আছে। তার একখানা তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে।

ডাক্তার বাগচী যদিও আমাদের পাশের বাড়ীর পড়শী তবুও তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। এই ব্যাপারেই আমি পরিচয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(২)

Superintendent,
DUM-DUM CENTRAL JAIL

তাঁর সঙ্গে করতে বলেছিলাম এবং দীনেশ রায়কে পরিচয় করিয়ে দিতে বলেছিলাম। তিনি দীনেশের আত্মীয়, সম্ভবত এক জিলার লোক। কিন্তু দীনেশের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগেই আমি জেলে চলে এসেছি।

এই পত্র পাওয়া মাত্রই তুমি আগে টেলিফোনে কথা বলে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। তাঁর বাড়ীর নম্বর সম্ভবত ৩৭, কড়েয়া রোড, কলকাতা-১৭। সকালে তিনি হসপিটালে যান। কাজেই তোমাকে বিকেলের দিকে কোনো সময়ে যেতে হবে। আজহার উদ্দীন খান যা তুলে দিয়েছেন তা ঠিক আছে কিনা, তিনি আরও কিছু পেশ করতে চান কিনা, তাঁর নিকট হতে জেনে নিতে হবে। 'পিকশ' জিজিং কথাটা কিছিৎ বিশদ করা যায় কিনা জিজ্ঞাসা করবে তাঁকে। করতে পারলে ভালো হয়।

এই ব্যাপারটি খুবই জরুরী। সময় কিছুতেই নষ্ট করবেনা। অতএব কাজটাকে টেলিফোন বিলের দিকেই করতে হবে। তুমি যখন আসছিলে আসবে তখন তিনি হসপিটালে থাকবেন না।

ভালো কথা নাও!

তোমার

মুজফ্ফর আহমদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
১৩৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড,
কলিকাতা-৩৭

দমদম সেন্ট্রাল জেল
কলিকাতা-২৮
২৭শে জুলাই,
১৯৩৩

DEPUTY JAILER
DUM-DUM CENTRAL JAIL

পরম প্রীতি ভাজনেষু,

আপনার মনে আছে কিনা জানিনে, আপনাকে আমি বলেছিলেম যে নজরুল ইস্লামের সম্বন্ধে আমার বইখানায় আমি নূতন করে লিখব। তারই জন্যে সজনীকান্ত দাসের ছেলের নিকট হতে কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের "দ্রোন-গুরু" কবিতাটি সংগ্রহ করে দেওয়ার কথাও আমি আপনাকে বলেছিলেম। এই পুস্তকের কাজ আরম্ভ করার অল্প দিন পরেই গত অক্টোবর পক্ষের ৩০ শে তারিখে আমি আবার জেলে চলে আসি। কিন্তু এখানে এসেও আমি কাজ চালিয়ে গেছি এবং কয়েক পৃষ্ঠা লেখা হওয়ার পরে তা দেখেও পাঠাতে পেরেছি। এত দিনে আমার লেখা শেষ হয়েছে এবং পুস্তকখানার ছাপাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে না হলেও তৃতীয় সপ্তাহে পুস্তকখানা বার হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(২)

এবারে পুস্তকখানার নাম দিয়েছি

"কাজী নজরুল ইসলামের

স্মৃতিকথা"।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড আমার পুস্তকখানা প্রকাশ করছেন। আমি তাঁদের বলে দিয়েছি যে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একখানা পুস্তক তাঁরা আপনাকে পাঠিয়ে দেন। পুস্তকখানাকে তথ্যবহুল করার চেষ্টা আমি করেছি। আপনার আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুস্তকখানা পড়বেন এবং তা সম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশকদের তাঁদের অফিসের ঠিকানায় (২, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২) লিখে জানাবেন।

আপনার স্বাস্থ্য এখন কেমন আছে?

আপনার

লুৎফর রহমান

(ডি. আই. রুপশ বন্দী)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দমদম সেন্ট্রাল জেল

কলিকাতা-২৮

২৮ আগস্ট, ১৯৬৫

Superintendent
DUM DUM CENTRAL JAIL

প্রিয় প্রাণতোষ,

আমার জন্মদিনে শুভেচ্ছা যে জানিয়েছ তার জন্যে তোমায় ধন্যবাদ। তোমার স্বাস্থ্যের কথা কিছু লেখনি। আশা করি, এখন ভালো আছ তুমি। আমার পুস্তকখানা দশ-বারো দিনের ভিতরে বাজারে বের হবার সম্ভাবনা আছে। তোমায় একখানা পুস্তক দেওয়ার জন্যে আমি ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেডকে লিখে দিয়েছি। পুস্তকখানা বার হলে তার ঘোষণা কোনো না কোনো ছাপা হবে। তখন তুমি একখানা পুস্তক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(২)

আফিয়া (২, সূর্য সেন স্ট্রীট) হতে নিয়ে যাবে। তোমার রক্তের চাপ বেশী। যদি তোমাকে উঠতে তোমার কষ্ট হয় তবে তুমি সুরেন দত্তকে একখানা পত্র লিখে অনুরোধ করবে যে তোমার কাউন্টার হতে (২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট) একখানা বই দেওয়া হয়। তা তিনি কাউন্টারকে সেই রকম উপদেশ দিয়ে রাখবেন।

আমার বইখানা পড়লে তুমি খুব ভাল তোমার পুস্তকের কোনো কোনো স্থানে পরিবর্তন করে নিতে পারবে।

বেশ কয়েক দিন আগে আমি আমার মেয়েকে একখানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৩)

Superintendent
DHAKA CENTRAL JAIL

পত্র লিখেছি। হয় তো সে-পত্র ফাতুর আগে তোমার নিকট হতে খোঁজ নিয়েছে। কিংবা হতে পারে সে পত্র তোমা পায়ই নি। বুঝতেই তো পারছ যে এত নিকটে থেকে আমাদের নিকটে বিদেশ বিভুঁই।

তুমি আমার ভালোবাসা নাও।

তোমার
মুজফ্ফর আহমদ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Superintendent,
DUM-DUM CENTRAL JAIL.

দমদম সেনট্রাল জেল
কলকাতা-২৮
২৪শে জানুয়ারী, ১৯৬৬

শ্যামসুন্দর,

মুলাকাতের সময় তোমায় বর্ণেন্দুদের যে কিছু তথ্য-সংশোধন পাঠাব। আজ এই সঙ্গে তা (চার পৃষ্ঠা) পাঠালাম। পুস্তকের এক পৃষ্ঠা সাইজের কাগজের দু পিঠে এটা ছাপিয়ে দেবে। পাইকা টাইপে না ছাপলে স্মল পাইকা ব্যবহার করবে। যে লেখেই দেবে দু-তিন দিনের ভিতরে এটা ছাপিয়ে বের করে দেবে। তোমাদের বীর গতিতে বড় অসহনীয় ঠেকে। মোট ১১০০ ছাপবে। যে সব বই বাঁধানো হয়ে গেছে তাদের সময়ে তার প্রত্যেক পুস্তকের ভিতরে সংশোধনের পাতাটি ঢুকিয়ে দেবে। আর যে-পুস্তকগুলি এখনও বাঁধা হয়নি সেগুলির শেষ দিকে এই পৃষ্ঠাটি সেঁটে দিবে। যে-সকল কাগজে কিংবা ব্যক্তির নিকট সমালোচনার জন্যে বই পাঠিয়েছ তাঁদের নিকটেও এই সংশোধন পাঠিয়ে দেবে। পুস্তকের কাগজের মতো ভালো কাগজ না হলেও চলবে। যে-কোনো কোয়ালিটির প্রিন্টিং পেপার দেবে। খরচ কমের জন্যে এই কথা কহি।

রবীন্দ্র মৈত্রের সমালোচনা 'চতুষ্কোণে' পড়েছি। তিনিই আমার একটি ভুলের জন্যে দায়ী। তিনি তো লিখেছিলেন মোহিতলালের 'জীবন জিজ্ঞাসার' অনুকৃতি। জীবন জিজ্ঞাসা যে একখানা পুস্তকের নাম এ কথা থেকে কি তা বোঝা যায়? তিনি বাঙ্ময় সাহিত্যের অধ্যাপক হওয়ার কারণে মোহিত বাবুর 'জীবন জিজ্ঞাসা'র সঙ্গে পরিচিত

১৫২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জীবন জিজ্ঞাসা' নামে যে মোহিত বাবুর একখানা পুস্তক আছে আমার বিশ্বাস বাংলা দেশের বহু বুদ্ধিজীবীও তা জানেন না। তবে, "দারিদ্র্য" যে বি.এ. ক্লাসে পাঠ্য ছিল একথা আমি বন্ধুবর জ্যোতি বসুর মুখে শুনেছিলাম। তিনি ১৯৩৩ কিংবা ১৯৩৪ সালে বি.এ. পাশ করেছিলেন। হয় তো আমার ভুলও হতে পারে।

আচ্ছা, "আমি"র সেই গ্রন্থাস্বত্বের ব্যাপার নিয়ে তোমাদের সঙ্গে যখন লেখালেখি করেছিলাম তখন তোমরা জানতে পেলেনা কেন যে "জীবন জিজ্ঞাসা" নামে মোহিত বাবুর একখানা পুস্তক আছে? তখন যদি দু'চার জনকে জিজ্ঞাসা করতে তা হলে জানতে পারতে যে এই পুস্তকেই "আমি" ব্যবহৃত হয়েছে। যাই হোক, এখন "জীবন জিজ্ঞাসা" হতে "আমি"র সেই প্যারাটি আমায় কপি করে পাঠিয়ে দাও। রবীন্দ্র সংঘের সমালোচনা পাঠে তোমার এত দিনে তা করা উচিত ছিল। তবে, দেবনার ভাবে আমার নিকট হতে একখানা পত্র পাওয়ার জন্যে বোধ হয় অপেক্ষা করে আছ।

সুকুমারকে আমি দু'খানা পত্র লিখেছি। আমার পত্র কি তিনি পাননি?

তোমরা আমার ভালোবাসা জেনো।

শুভার্থী — মুজফ্ফর আহমদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬১, কড়েয়া রোড,
কলকাতা-১৭
২০শে জুলাই, ১৯৬৯

পরম কল্যাণীয়াসু,

আফিকা, তোমাকে ক'দিন আগে একখানা পত্র লিখেছি। আজ আবারও লিখছি। একজন বন্ধু ১৩৭১ সালের "বাংলা একাডেমি পত্রিকা" হতে নকল করে একটি লেখা আমায় পড়তে দিয়েছেন। লেখাটি "কুমিল্লায় নজরুল" শিরোনামে মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস সাহেবের লেখা। এই লেখাটিতে ঘটনা ও তারিখের ভুল বড় বেশী। 'বাংলা একাডেমি পত্রিকা' আমি কখনও দেখিনি। তবে, এখানা যে সম্ভ্রান্ত পত্রিকা এতে কোনও সন্দেহ নেই। দূর ভবিষ্যতে যাঁরা নজরুল সম্বন্ধে চর্চা করবেন তাঁরা হয়তো এই লেখা হতেই উপাদান সংগ্রহ করবেন।

তোমাদের সঙ্গে কি আবদুল কুদ্দুস সাহেবের পরিচয় আছে? যদি থাকে তবে তাঁকে আমার বইখানা (কাজী নজরুল ইসলাম :: স্মৃতিকথা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার পড়তে দিও। অবশ্য, যদি তিনি আগ্রহ করে পড়তে চান। তাঁর লেখায় নানান ঘটনার জট পাকিয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, আমার বইখানার পাঠকে অনেক বিষয়েই তিনি অবহিত হতে পারবেন। দু গবর্নমেন্টের মধ্যে ব্যবসায়গত অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় আমার বইখানা পাকিস্তানে একেবারেই গেলনা।

AMARBOI.COM

কাদির তোমাদের কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের চাকরী হতে অবসর গ্রহণ করেছে বলে হাবীবুর রহমান সাহেব জানালেন। অল্প ক'বছরের চাকরী তার হয়েছিল। কোনো পেন্‌শন সে কি পেল?

কাদিরকে জিজ্ঞাসা করবে তো "নজরুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচনাবলী" নজরুলের ছেলেদের পাঠানো হলো না কেন? আমার তো মনে হয় ওদের বই পাঠানো কেন্দ্রীয় বোর্ডের উচিত ছিল। আচ্ছা, এই রচনাবলীর জন্যে ছেলেদের কি কিছু টাকা দেওয়া হবে? আগে তো শুনেছিলাম ওদের কিছু টাকা দেওয়া হবে। অবশ্য, এখন তো দু' গবর্নমেন্টের লেন-দেন বন্ধ আছে।

আবদুল আজিজ আল-আমান যে 'নজরুল রচনা সম্ভার' প্রমাণে বার করেছেন তার রয়ালটি কে পাচ্ছেন? কাদিরকে বলবে 'নজরুল হোমের পুস্তকে ভুল আছে। 'সর্বহারা' খুব বড় পুস্তক নয়। জ্ঞানভোষের নিকটে পুস্তকখানার প্রথম সংস্করণ আছে। তবে, সে খুব অসুস্থ লোক। ব্লাড প্রেশারে প্রায়ই তাকে বিছানায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুয়ে থাকতে হয়। ভালো লোককে দিয়ে বোর্ডের কাজ করিয়ে নেওয়া উচিত।

তোমরা সকলে আমার স্নেহ ও ভালোবাসা নিও।

শুভার্থী
মুজফ্ফর আহমদ
২০ শে জুলাই, ১৯৬৬

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্যামসুন্দর,

এই মাসে সাহিত্য পরিষদের নামে একখানা পত্র পাঠালাম। তুমি একবার সেখানে যাবে। যখন সেখানে যাচ্ছই তখন আমার হয়ে কিছু কাজও করবে। প্রমথ দেখবে ১৩২৮ সালের শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী"। তাতে নজরুলের "বিদ্রোহী" উদ্ধৃত হয়েছে। তুমি বেরিয়ে কোথা হতে তাঁরা উদ্ধৃত করেছেন — "বিজলী" হতে, না, "মোসলেম ভারত" হতে?

১৩২৮ সালের ২২শে পৌষ (৬ই জানুয়ারি ১৯২২) তারিখের "বিজলী"তে "বিদ্রোহী" ছাপা হয়েছে। তুমি এই "বিজলী"ও দেখবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে "মোসলেম ভারত" হতে উদ্ধৃত করব
বিষয়ে যা লেখা হয়েছে তা নিম্নে আসবে।
এটাও দেখবে "বিজয়ী"র ওই সংখ্যায় কার্তিক
মাসের "মোসলেম ভারতের" কোনো সমালোচনা
বের হয়েছে কিনা। 'কার্তিক মাসের 'বিজয়ী'
হতে "মোসলেম ভারত" হতে কবিতাটি 'বিজয়ী'
উদ্ধৃত হয়েছে একথা কবিতাটির ওপরে কিংবা
নীচে কোনো কথা আছে কিনা দেখবে।
মাকথে তা নোট করবে।

১৯৪৯ সালে আমি যে সাহিত্য পরিষদে
'বিজয়ী' পড়েছিলেম, আমার মনে পড়ে
(ভ্রান্তিও হতে পারে) তা বাঁধানো ছিলনা।
তাতে যেন কবিতাটির উর্ধ্ব দিকে দেওয়া ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ১৯৬৪ সালে আমি যে পড়েছি। গীতিহাসের
তখন দেখলাম 'বিজলী' বাঁধাই করা। ২২শে
পৌষ ওঁদের বর্ষ বদলের সময় ছিল কিনা
তাও দেখবে। 'বিজলী'তে 'বিজয়া' দুবার
ছাপা হয়েছিল। দু বারে দু রকমের সাইজ
হয়েছিল কিনা কে জানে? 'নববর্ষে' তা
হতে পারে। কাজেই তুমি বাঁধাই ও অন্যান্য
খুঁটিনাটি দেখবে।

শুভেচ্ছাসহ আহমদ
২১শে জুলাই, ১৯৮৯

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬১, কারেয়া রোড,
কলকাতা-১৯
২রা আগস্ট,
১৯৬৬

কাদির,

তুমি যে নিজের নাম সই করে বহু বছর পরে পত্র (পত্র বলব কি?) লিখেছ তার জন্যে তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। হবিবুর রহমান সাহেব জানিয়েছিলেন যে তুমি চাকরী হতে অবসর গ্রহণ করেছ। তার পরে সত্যসাধীত তোমার পত্র পেয়েছে। আজও তোমার অবসর গ্রহণের সংবাদ ছিল। কিছু পেন্সন কি পেলে?

আমার বয়স সাতাত্তর বছর পুরো হলো। ওই আগস্ট তারিখে আটাত্তর পা বাড়াব। শরীরের শক্তি খুবই কমে গেছে। পথ চলতে পারি না, চোখের অবস্থাও ভালো নয়। সব চেয়ে কষ্টকর হয়ে পড়েছে লেখা। সামান্য কাজ করলেও হাত কাজ করতে চায় না। একখানা ছোট্ট চিঠি লিখতেও আমার অনেক সময় লেগে যায়। কতকগুলি শব্দ লিখে যাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে
হয়, কাজ এগুয়নি। সেদিন হালীম হঠাৎ মরে গেলো। আমার পঁয়তাল্লিশ বছরের কাজের সাথী। যে কোনো দিন আমিও হঠাৎ মরে যেতে পারি। আমি মরে গেলে তো আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু আমিই যে কাজটা করে গেলাম তার জন্যে আমার সহকর্মীরা সনঃকষ্ট পাতে থাকবেন।

থাক, আমার কথাগুলি সম্বন্ধে লেখা শুরু করলাম। কবে যে এ লেখা শেষ হবে তা জানিনে।

(১) মোহিতলালের 'জীবন জিজ্ঞাসার' খবর কম লোকই জানেন। 'আর্যমি'-তে ছাপার গোলমালে ছিল। সেটা তো কোনো রকমে ঠিকই করেছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেম, আমার মনে সন্দেহ হলো যে তন্ত্রীর আগে কোনো বিশেষণ আছে। নিজে তো গেলে দিলেম, বাইরের বন্ধুদের জোটালুম রামানন্দ পণ্ডিতের নিকটে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বাদ গেলেন না। তিনি আবার 'শনিবারের চিঠির' পাতে, কাজে কাজেই মোহিতলালের সাথেও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি বা অন্য কেউ বলেন নাই যে মোহিতলালের "জীবন জিজ্ঞাসা" নামে একখানা পুস্তক আছে এবং তাতে 'আমি' ছাপা হয়েছে। অধ্যাপক রবীন্দ্র গুপ্ত এই থেকে বোঝা যায় না যে জীবন জিজ্ঞাসা একখানা পুস্তক। যদি ইন্‌ভার্টেড কমার ভিতরেও তিনি নামটা লিখতেন তবে মনে প্রশ্ন জাগত। সব কিছু সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছে যে মোহিতলালের শুধু 'তন্ত্রী বীনা' বলা ঠিক হয় নি। সব বীনাই তো তারের হয়। মহাশ্বেতার ক'তারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীনা ছিলে, তার কি বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা তাঁর বলা উচিত ছিল।

(২) 'মুক্তি'র সম্বন্ধে আমি যা কিছুই লিখিনা কেন, তোমাকে মনে করে লিখি নি। বহু লেখক 'মুক্তি' সম্বন্ধে লিখেছেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ বলেছেন, ~~[illegible]~~ কাঁচা লেখা বলেছেন ইত্যাদি। একজন কবি বলেছেন 'মুক্তি' একটা সদ্য [illegible]।

(২) আমি যা লিখেছি সেকথাই সত্য। 'মুক্তি'র পরে "কবীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় নজরুল সম্পর্কে তার গল্পের কোনো কবিতা পাঠায় নি। সব কিছু তো আমার হাতেই আসত। মোজাম্মেল হক সাহেব অন্য জায়গায় থাকতেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব তখন কলকাতায় এসেছিলেন কিনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি যে রোমান্টিসিজম্ বুঝতেন না
একথা তোমায় কে বলল? তা ছাড়া, কাজী
ইমদাদুল হক নামে আর একজন ব্যক্তি যে ছিলেন
সে কথা ভুলে যাও কেন? একটি গল্প ইব্রাহীম
সাহেবের লেখা তা ~~[illegible]~~ না জেনেও (গল্পটি
'সাজাহ' স্বাক্ষরিত ছিল) কাজী সাহেবই তো
কাগজের জন্যে নির্বাচন করেছিলেন। মোজাম্মেল
হক সাহেব বা শহীদুল্লাহ্ সাহেব তার কিছুই
জানতেন না। শহীদুল্লাহ্ সাহেব তো ঢাকাতেই
আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখ তো তিনি
'হেনা' ও 'ব্যথার দানের' প্রুফ দেখেছিলেন
কিনা।

(৩) 'মেঘ পারের হেনার কথা দ্বিতীয়
সংস্করণে উল্লেখ করব।

(৪) তুমি কোথায় পেলে যে 'বন্ধু আমার'
থেকে থেকে 'কোন্ সুদূরের নিজন সুরে'
রবিশাস্ত্রে লেখা? একেবারেই নয়। এ গান
লেখার উপলক্ষ ছিল। রবিশাস্ত্রে কি এমন
ব্যাপার ঘটেছিল যে নজরুলের গানের
কাগজ বন্ধ হয়ে গেল? "মোসলেম
ভারত" "প্রবাসী" ছিলনা যে প্রত্যেক মাসের
পয়লা তারিখে তা ডাকযোগে গ্রাহকদের
হাতে পৌঁছে যাবে। প্রথম দু মাস পরেই
কাগজ অনিয়মিত ছিল। ১৩২৭ সালের
কার্তিক মাসের 'মোসলেম ভারতে' গানটি
ছাপা হওয়ার থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় কেটে গেল। কবিতা বা গান লেখার সময় কোথায় ছিল নজরুলের? শেষ দিনটা তো বরিশালের অরুণ কাসেম সাহেব এসে মাটি করে দিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের "যামিনী না যেতে কেন জাগালে না" নামে বেশ হলো মরিস্যাজ'র 'শাহন্-ই-নজুল' বিষয়ে আমাদের আলোচনা করছিলেন। অরুত গল্প আর গল্প। 'হয়তো তোমার পাব দেখা'র কথা আমার মনে আছে। আমরা যখন কলকাতা ফিরছিলাম তখন নজরুল আমাকে এই গানটি লিখেছিল।

"কোন্ মরুতীর মরম-ব্যথা" সম্বন্ধে আমি জোর করে কিছু বলবনা। তা বরিশালে লেখা হতেও পারে, নাও হতে পারে। তবে, আমার এটা তার একটা পুরনো লেখার মার্জিত সংস্করণ। আমি লিখেছি, নজরুল যখন পালটন থেকে ফিরেছিল তখন তার সঙ্গে একটি কবিতার খাতা ছিল, — লেখা খাতা নয়, ফুলস্ক্যাপ ফলিও সাইজের একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে। আমার কাছে তো সব কবিতাই ভালো লাগছিল, কিন্তু এই কবিতাগুলি কাজে না ছেপে নজরুল, মুজফ্ফর আহমদের কাছে করেছিল। এগুলি ছাপালে সে এত তাড়াতাড়ি কবি প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারত না। অনেক দিন পরে যখন কবিতার চাহিদা বেড়ে গেল তখন সে, একাকে কিছু কিছু কবিতার পুনর্লিখন করে কাজে ছেপেছিল। কোন পুস্তকে মনে নেই, নজরুলের 'অবেলায়' নামে একটি কবিতা আছে। এই কবিতাটি তই মতো হতে নেওয়া কবিতার মার্জিত সংস্করণ।

(৫) "নাম হারা তুই পথিক শিশু" ১৩২২ সালের, অর্থাৎ নজরুল যখন "কৃষ্ণকেতু" বার করছিল তখনকার লেখা। মনেহয় আবার তুমি কোনো কাল্পনিক পত্রের ফরমাসে পড়েছ। এটা যদি মনে রাখ যে বাঙলা দেশে একমাত্র 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ'ই নিয়মিত প্রকাশিত মাসিক পত্র ছিল, তবে তোমার কাজের সুবিধা হবে।

(৬) 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে'তে আমি কি আলী আকবর খানকে 'দুশ্চরিত্র' বলেছি? বইখানা এখন আমার হাতের কাছে নেই। তাঁর যে অসুখ হয়েছিল সে অসুখের নামও যতটা মনে পড়ে আমি পুস্তকে দিইনি। জন্টুর শুধু যদি আমার লেখা পড়ে, সিদ্ধান্তে এসে থাকেন যে আলী আকবর খান দুশ্চরিত্র ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের দৌলতপুরের করুণ অধ্যায় সম্বন্ধে নজরুল ভালো থাকার সময়ে কিংবা তার হতসম্বিৎ হওয়ার পরেও আমি বন্ধুর পর বন্ধুর কোনো কিছু তোমাকে লেখাতে দূরের কথা, মুখেও কোনো কথা বলিনি। তোমাকেও কি কোনো কথা বলেছিলেম আমি? আমার চেষ্টা ছিল এই অধ্যায়টি চিরদিনের জন্যে চাপা পড়ে থাক। কিন্তু যে দিন তুমি কলকাতায় এসে আমায় জানালে যে আজীজুল হাকীম সাহেবের নিকট হতে একতাড়া পত্র তুমি পেয়েছ সেদিন আমি তোমায় প্রায় সব কথাই খুলে বলেছিলেম। কারণ, আমি বুঝেছিলেম যে আমি হয়তো ওগুলি কোনো না কোনো রকমে আকারে ছাপিয়ে দেবে। তাই করলে তোমরা। শুধু যদি তাই করতে তা হলেও ক্ষতি ছিল না। তোমরা আপাত সাবধানে এমন সব মন্তব্য তোমাদের লেখায় করতে যার ভিতরে ছিল নার্গিস বেগমের দোষক্ষালনের চেষ্টা। তোমাদের সেই চেষ্টার ভিতর দিয়ে দোষগুলি গিয়ে চাপল কাজীর নজরুলের ঘাড়ে। তোমাদের কথা সত্যি হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো দুঃখ ছিল না।

তোমাদের ঢাকার দেখাদেখি কলকাতাও নানান রকম গল্প বানানো শুরু করে দিল। তখন আমার মনে হলো যে আমি যা জানি তা যদি ~~[illegible]~~ না বলে যাই তবে খুবই অন্যায় করব। তাই আমি 'নজরুল প্রসঙ্গের' লেখাগুলি লিখেছিলেম। 'নজরুল রচনা সম্ভার' আমি পেয়েছিলেম অনেক দেরীতে। আর কিছু কিছু সতর্ক লেখা যত তোমাদের সহানুভূতি কোন্ দিকে তা বোঝা গেল। আশ্চর্য এই যে আলী আকবর খানের ব্যাপারে তুমি রুচির কথা তুলেছ! যে লেখক সারাজীবন রুচিকে দু'পায়ে মাড়িয়ে চলেছেন তাঁর সম্বন্ধে কি তুমি রুচির পরিচয়? আবারো আমি বলছি যে গভীরভাবে সমস্ত কথা চিন্তা করে বোঝার চেষ্টা ~~করো~~ করো। তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু আজিজুল হাকীমের 'ব্রীফ' না নিতে এই ব্যাপারে উনিতো চাপা পড়েই থাকতো।

(৭) তুমি কী যে গবেষণা করছ এবং কেন করছ, আমি কিছুই বুঝিনে। ইন্দ্রকুমার সেন গুপ্তের কাজের শিষ্যদের নিয়ে লোক ছিল মাত্র ৭ জন। পাঠকের কাজের সম্পাদককে নিয়ে লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১০ জন। আলী আকবর খান তাঁদের নিয়ে যেতে এসেছিলেন। তাঁকে নিয়ে লোক সংখ্যা ~~[illegible]~~ হয়েছিল এগারো জন। [illegible]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো পুত্র ছিলো না। তার দেওয়া থেকে সংখ্যাবিশেষ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ, ~~[illegible]~~ তাঁর বিয়ে নিশ্চয়ই মতে রাখতে থাকার কথা যে তিনি নিজেদের তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না কেন? আইন মতে বিয়েই হয় নি, তাছাড়া নিশ্চয় বলবে যে আমার বাড়িতে বিবাহচ্ছেদ হয়েছে। মুসলমানের ছেলে হয়ে মামুলি ব্যাপারটাও বুঝবে না, শিওপাজিটিভ না কোনো মেয়ে-মেয়েছেলের সঙ্গেও আলাপ করবে না, কাজে যা শিখবে তাই শিখে বসবে।

হাঁ, তোমরা তোমাদের প্রথম বিবাহচ্ছেদের কথা পড়েছিলে। কিন্তু আমার বই তোমার সময়ে তা জায়গাটা আর কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারলে না। তোমরা মোটে মোটে বই বার করবে, তার কোনো index দেবে না, কি করে তোমা বার করা যাবে? একটা গুণের পুস্তকে index আছে বলে তোমাটা খুব সহজে বার করতে পেরেছিলাম। মেহিতলাল তোমাকে তা আবার দিয়েছেন। [illegible]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের অন্তরঙ্গ ছেলের ব্যাপার যখন এসেছিলেন (একবারই শুধু এসেছিলেন) তখন মোহিতলাল সেখানে ছিলেন না। তাঁর সুন্দর বহুমান ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে আসতেন, আমাদের বাসায় কখনও আসতেন না।

বীরেন সেন আমায় বলেছিলেন যে তাঁদের এক উপলক্ষে দৌলতপুর গ্রামে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আমাদের অন্যতম আদি আনেরই ছিল, দৌলতপুর পৌঁছানোর পরে তিনিই তাঁদের "Royal reception" দিয়েছিলেন। ইংরেজি কথাটা বীরেন সেনের। তাঁদের বাড়ীর লোকেরা আপ্যায়ন করেছিলেন যে নজরুলও বিরজাসুন্দরীকে যেতে অনুরোধ করে পত্র। পেয়েছিলাম কলকাতা (বিরজাসুন্দরীর মেয়ে) এখনও সে কথাই বলছে। পরিচয়, আদি আকর্ষণ আনেরজন্যেই। তাঁর জন্যেই মূলত বিরজাসুন্দরীরা গিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কি আসে যায়?

(৮) দৌলতপুর গ্রামে গিয়ে নজরুল কবিতা লেখেননি, একথাটা তোমার পক্ষে বেদনাদায়ক হচ্ছে কেন? আচ্ছা কি দৌলতপুরে গিয়েছিলেন? তবে বেড়ে না আনলে দৌলতপুরের কথা লেখার আমার কোনো উপায় ছিলনা। আমার পুস্তকের প্রথম সংস্করণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩৬ পৃষ্ঠা হতে ১৬৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমি যা লিখেছি নজরুলের মুখে শুনেই লিখেছি। ~~[illegible]~~ আলী আকবর খানের দ্বারা "আহত, প্রতারিত ও অপমানিত" হওয়ার কথা নজরুলই আমায় লিখেছিল। আজ সে হতশ্রদ্ধ ও রুদ্ধবাক। আমার লেখার একচুলও আমি পরিবর্তন করবনা। তুমি বড় শিথিল পায়ে পথ বাড়িয়েছ। তোমায় অনুরোধ করব এপথ হতে ফিরে যাও। নার্গিস বোনকে ~~[illegible]~~ বরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার যতই চেষ্টা করবে ততই তাঁকে ততোধিক ভোগাবে।

আগের কথা, 'নার্গিস বানু তোঁ, বাহার কি আমাতোঁ," দিয্যাদি লেখা গানটি ১৯২০ সালে লেখা।

এ পত্র এত বেশী দীর্ঘ হয়ে ~~[illegible]~~ যাচ্ছে যে, কখনও শেষ হবে বলে আমার মনে হয়না। অবশিষ্ট তোমার সকল কথা উহ্যই থেকে, ~~[illegible]~~ কারণ নয়।

নূপেনকে কেন যে টেনে আনলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় অনেকেরই মনমত সরকার হয়ে যায়। মৌলবী মনিরুজ্জামান ইসলাম আবাদীর মতো লোক ১৯২৬ সালের দাঙ্গার সময়ে তাঁর সারা জীবনের পুণ্যকে বুলেয় লিখিয়ে দিয়েছিলেন। শিবরাম যদি নৃপেনের হাতে ছুরি দেখে থাকেন তাঁর থাকেন তাঁর অন্য কিছুও দেখা উচিত ছিল। আসলে তিনি কিছুই দেখেন নি। একটা কথা রটে যায় যে মেছুয়া বাজার হতে পাঠানেরা অস্ত্রশস্ত্রে হয়ে টনটনিয়া কালী বাড়ী ভাঙতে আসছেন। কথা শুনে কয়েকটি হোস্টেলের ছাত্ররা রিপন হোস্টেলে জড়ো হয়। সেখান থেকে তাঁরা মশারির দণ্ড কাঁধে (কাঁধের) কাঁধে নিয়ে টনটনিয়া কালী বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেন। এই ছাত্রদের ভিতরে নৃপেন ও শিবরামের বন্ধু গিরিজা মুখার্জিও ছিলেন। তাঁরা ৩৭ নম্বর হ্যারিসন রোডের সামনে পর্যন্ত (সিজাইং ও হ্যারিসন রোডের সংগম স্থলে) পর্যন্ত এগোইলেন। তখন একজন হিন্দু ভদ্রলোক, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আর্থি তাঁদের মাঝখানে অনেক বুঝিয়ে দেয়। পাঠিয়ে দিলেন। এই হলো ঘটনা। টনটনিয়ার কালীবাড়ী শিখদের মন্দির ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(গ) প্রমীলার ডাক নাম তাদের বাড়ীতে দুলি ছিল। একটি মেয়েকে দুলু মাসী ডেকে এ কথা শুনেছি। প্রতিবেশীরা হয়তো স্নেহ করে দোলনও ডেকেছেন। দোলনা দেবী নাম কখনও শুনিনি। সম্ভবতঃ সোনা বৌঠি হয় বিয়ের সময়ের নাম।

জেল হতে ফিরে আসার পরে ১৯২৬ সালের দাঙ্গার সময়ে ধীরেন্দ্রকুমার সেনের সঙ্গে আমার তিন বৎসরাধিক কাল পরে দেখা হয়। আমার বিশ্বাস ছিল তিনি অন্তত নজরুল আর প্রমীলার বিয়ের সমর্থন করেন। কিন্তু দেখা হওয়ার পরে বুঝলাম যে ব্যাপারটা উল্টো। গিরিবালা দেবী তাঁর মেয়েকে বাড়ী হতে নিয়ে এসে যে মুসলমানের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন এটা দেখলাম ধীরেন সেনও হজম করতে পারেননি। গিরিবালা দেবীর বিরুদ্ধে অনেক কথা তো তিনি বলেছেন এবং নজরুলের বিরুদ্ধেও তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

~~অনেক কথা~~ তিনি কখনো কিছু বলেননি। পরে দেখেছি তাঁদের মিলন হয়ে গেছে। বোনের বাড়ীতে যাতায়াত করছেন বীরেন সেন।

(১০) ১৯২৬ সালের মে মাসে কৃষ্ণনগরে তিনটি সম্মেলন হয়েছিল। এই তিনটি সম্মেলনের জন্যেই নজরুল উদ্বোধনী সঙ্গীত লিখেছিলেন। এতে কোনো মত ভেদ নেই। প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্যে যে লিখেছিলেন

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু দুস্তর পারাবার।
হে মোর সম্মেলনের জানেছ আহ্বান
আজিকে আমরা আমরা বল
আমরা ~~বল~~ জয়দল।

আর এগানকার সঙ্গীত হচ্ছে যে

চল চল চল!
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল
চল্ চল্ চল্ ॥

কৃষ্ণনগরের যুব সম্মেলনের উদ্বোধন সঙ্গীত।

আমার "কাজী নজরুল ইসলাম :: স্মৃতি কথা" পড়ে বঙ্কিমের কয়েকজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধু জানিয়েছেন যে ১৯২৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে বর্ধমানে ~~[illegible]~~ তাল বেদখলে ~~[illegible]~~ হয়ং-সেবক মুসলিম কনফারেন্স হয়েছিল। তাতে এই সঙ্গীতটি শুধু গাওয়া হয়নি, ছেপে বিতরণও করা হয়েছিল। বিখ্যাত গায়ক কে. মল্লিক গানের তালিম দিয়েছিলেন।

এমন বলে দেওয়া আমি কি করতে পারি? ঐদেরই বা আমি কি করে অমান্য করতে পারি?

তুমি বড় অসন্তুষ্ট হয়ে গেছ। যদি আমাকে 'সাহিত্য-পিপাসুক' বলতে সেটা তেমন অশোভন হতো না। প্রমেদ সেনগুপ্তকে তুমি জাননা, চেননা,—তাঁকে মিছামিছি 'সাহিত্য-পিপাসুক' বলতে গেলে কেন? আমি তাঁর কাছে তাঁর কোনো সাহিত্যিক গবেষণার ফল জানতে চাইনি, তাঁর স্মৃতিতে কি লেখা আছে তাই শুধু আমি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেম। তিনি ছাত্র ও যুব আন্দোলনের কর্মকর্তাদের একজন ছিলেন। নজরুলের সঙ্গেও তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মননিষ্ঠ ছিলেন তিনি। তিনি আত্মপ্রচার চর্চা করেন নি।

প্রমোদ যেন শুদ্ধ সাহিত্যিকও বটেন। ইংরেজি, ফরাসী ও জার্মান এই তিনটি ইউরোপীয় ভাষা তিনি জানেন। আমাদের Progressive Writers' Association প্রথম লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুল্করাজ আনন্দ, হীরেন মুখার্জি ও সজ্জাদ জহীর প্রভৃতির সঙ্গে তিনিও এই এসোসিয়েশনের একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বাঙ্গালায় তাঁর ৮৩ সালের বিদ্রোহের উপরে ও নীল বিদ্রোহের উপরে বড় বড় পুস্তক আছে। হালে তাঁর "রবীন্দ্রনাথের প্রথম রমাঁ রলাঁ" বার হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি আবার কাজটা আবদুল ওদুদ সাহেবকে ভুলালে কেন? তিনি তো আমায় কখনও বলেননি যে "চল্ চল্ চল্" ঢাকায় যেতে।

আসলে নজরুল তোমাদের ঢাকায় গিয়ে গানের ভাষা বদলেছিল তাতেই যত গোলমাল বেধেছে।

তোমরা বলছিলে যে "চল্ চল্ চল্" নজরুল ঢাকা গিয়ে লেখেছিল ~~[illegible]~~ তখন তোমাদের ~~[illegible]~~ সাহেব জিজ্ঞাসা করা স্বাভাবিক যে কৃষকগানের ও সাম্যবাদের ভাষ্য গান কেননটি?

কৃষকগানের সুর সাম্যবাদীদের সুরের সঙ্গে নজরুল লিখেছিলেন তাতে তো সন্দেহ নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২৬ সালে বাঙলার দেশ বিভক্ত হয়নি, তোমরা কবি ও সাহিত্য জগতের লোক, বিশেষ করে তুমি নজরুলের স্নেহাস্পদ বন্ধু। তোমাদেরই তো বলতে হবে কৃষ্ণনগরের যুব সম্মেলনের জন্যে নজরুল কোন গানটি লিখেছিলেন।

যাক, আমার সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা করতে গেলে একখানা বই লেখা হয়ে যাবে। আমার "কাজী নজরুল ইসলাম :: স্মৃতিকথা" লিখতে গিয়ে তথ্য নিষ্ঠ হওয়ার জন্যে আমি প্রাণপণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেষ্টা করেছি। দুটি ভুল তথ্য ধরা পড়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধিত করে দিয়েছি। তোমার মতে আমার অনেক কথা মনগড়া। তুমি নিজ নামে কিংবা ছদ্মনামে পুস্তকাকারে বিস্তৃত সমালোচনা ছাপাতে কিংবা এমনকার কাগজে ছাপাতে পার। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার কোনো তথ্যের বিরোধিতা করেছেন। তুমি তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করতে পার। তাঁর ঠিকানা: শ্রীঅরবিন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্রম, পণ্ডিচেরী-২।

একটি অনুরোধ। আমার এই পাণ্ডুলিপি কাগজে ছাপাবার জন্যে নয়,—আমার জীবনে তো নয়ই, মরে গেলেও না। এখানা নষ্ট করে দিও।

আমি জীবনে অনেক অনধিকার চর্চা করেছি। আমাকে যদি নরসিংহকে চিঠি-পত্র লিখে কাকুতি না আনাতাম তা হলে সে অন্য কোথাও চাকরী নিয়ে চলে যেত। তাকে সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করার যে চেষ্টা আমি করেছি তা করার অধিকার আমার ছিলো না। ~~এবার মাপেও~~ আমি তাকে যত বড় দেখতে চেয়েছিলাম তার চেয়েও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলীর অনেক, অনেক বড় হয়েছে। কাজেই, অনধিকার চর্চা করেই তার জন্যে আমার মনে কোনো খেদ নেই। নজরুল যে আমার পদে রাজনীতিতে ঢিকে রইলেন না, সে যে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করল তার জন্যে অবশ্য আমার মনে খেদের অন্ত নেই। যদিও আমি বহু দীর্ঘ বছর অনুপস্থিত ছিলেম তবুও আমার মনে হয় আমি হেরে গেছি।

মুজফ্ফর আহমদ
৮ই আগস্ট, ১৯৬৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

49, LAKE PLACE,
CALCUTTA-29

২রা জুলাই, ১৯৬৯

শ্যামসুন্দর,

'বিদ্রোহী' একটি বিখ্যাত কবিতা। তাতে তোমাদের ~~এই~~ আন্দোলনের দেশে আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি। কমরেড অরুণ রায়ের নিকটে এটা পাঠালে, কবি পাঠালেন না, এটা কেমন কথা হলো? এটা কি জানেন না যে নজরুল ইসলামের ছাপাখানা পুস্তকগুলি, বিশেষ করে 'সঞ্চিতা' ছাপার ভুলে ভরা। তোমরা যে পুস্তকের তৃতীয় মুদ্রণ করছ তাতেই একমাত্র উল্লেখ আছে। তবুও কমরেড অরুণ রায়কে সঞ্চিতা সামনে রেখেই 'বিদ্রোহী'র ~~ফ্রুফ~~ পড়তে হলো এটা মর্মান্তিক। নূর আহমদ একজন কংগ্রেসকর্মীও। সে কি কবিতার ফ্রুফ নিজে নিয়ে অরুণ রায়ের নিকটে পাঠাতে পারেন না? কাটা ফ্রুফ সঙ্গে পাঠালেন না কেন? বড় কষ্টের নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নষ্ট হওয়ার ভয়ে?

এনড্রু য়ুলের কাগজটাই আমার ভালো লেগেছে।

ইংরেজি পুস্তিকাটা আরও কত কাল এ ভাবে চলবে?

তরুণ প্রেমে আমার একটা সামান্য কাজ আছে। তোমাকে পাঠাতে চেয়েছিলাম। তুমি টেলিফোনে বলেছিলে যে সোমবারে আসবে।

'নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা'র প্রুফ যেমন পাঠিয়েছিলে তেমনই ফেরৎ পাঠালাম। কমরেড তরুণ মজুমদারকে কপি পাঠিয়ে আবার কাছে এসো।

মুজাফফর আহমদ

পুনশ্চ- পুঁথি-পুস্তকে বিয়াগাতে 'স'-ই দেখতে পাই। 'সৌন্দর্য' - 'সুবর্ণ' 'শ' লিখলেও কাজী আবদুল ওদুদ ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ' লিখেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Telephone :
46-0551

49, LAKE PLACE,
CALCUTTA-29

4.9.1969

প্রিয় কাদির,

তোমার ২৭ শে আগস্টের তারিখের পত্র সবে কাল আমার হাতে এসেছে। তুমি যদি নজরুল রচনা-সম্ভার দ্বিতীয় খণ্ড আমায় পাঠাবার কথা লিখে থাক তবে তা নিশ্চয় পাঠানো হয়েছে। আগে আগে যাঁদের বই যাঁদেরই পাঠানো হয়েছে তাঁরা তা পেয়েছেন। মনে হচ্ছে হাতে অবস্থায় অবনতি ঘটেছে। আমি পোস্ট আফিসে জিজ্ঞাসা করব পাকিস্তানে পুস্তকের রেজিস্টি করা পার্সেল যাবে কিনা। যদি তাঁরা পার্সেল গ্রহণ করেন তবে তোমায় তা আবার পাঠাব। সম্প্রতি পাকিস্তান গবর্নমেন্টের নীতিতে বেশ হয় কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। আমার নিকটে 'জনতা' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা আসত। সেখানা আর আসছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল আজীজ আজ-আমান বড় লোকের জামাই। আজীজ সাহেবের শ্বশুরের একমাত্র সন্তান আজীজ, তাঁর স্ত্রী। মেয়েটি বি.এ. পাস। সম্প্রতি শ্বশুর মারা গেছেন। আজীজ সাহেব এখন চার লাখ টাকার সম্পত্তির মালিক। বেশ্যা দাসও হতে পারে।

ব্যবসায়ও তিনি ভালো বোঝেন, বিশেষ করে মুসলমানদের সঙ্গে ব্যবসায়। রাজনৈতিক সম্পর্কিত ব্যবসায়ও তিনি ভালো বোঝেন। কিন্তু এখানে তাঁর ভেল্কি বড় বেশি। তাই, তৃতীয় খণ্ড নিয়ে বড় বিপদে পড়েছেন। এই তৃতীয় খণ্ড আর বিক্রয় করতে পারবেন না। যার তার বই ছেপে দিয়েছেন। ক'দিন আগে ডাক্তার আবুল আহসানের যে ছেলেকে আর্টিস্ট কাজী সাহেবকে দেখতে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে ২৭৫০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। বই আর বিক্রয় করতে পারবেন না। যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা আমাদের কোনো কাজ থেকে
আমি তোমায় সরাব।

হ্যাঁ, হাসিনার বিয়ের কথা বোধ আমার
ছিলেছিল। বিয়ে তো আয়নুল হক সাহেবের
দ্বিতীয় পুত্রের সাথে হবে। তোমার ছিলেছিল
বিয়ের পরে ওরা দু জন কলকাতায় আসবে।

তোমরা এখনো আমার ভালোবাসা নিও।

শুভেচ্ছা
মুজফ্ফর আহমদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

49, LAKE PLACE,
CALCUTTA-29

১৪ই অক্টোবর,
১৯৬৯

পরম কল্যাণীয়াসু,

আশিস, তোমার চিঠি ~~পেয়ে~~ সেপ্টেম্বরের পর পেয়েছি। বড় দেরীতে পেয়েছি পত্রখানি। তোমরা 'গুলশনে' বাড়ী করে আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে বড় দূরে পড়ে গেছ। সুখী কষ্টের এ ব্যথা। কিন্তু কি আর করবে? হতে পারে যে 'গুলশনের' বাড়ী ভাড়া দিয়ে অন্য কোথাও ভাড়াটে বাড়ীতে গিয়ে থাকতে ~~পারবে~~ পারো। সেই রকম বাড়ী কি পাওয়া যাবে?

এ মাসের ৭ই তারিখে তোমাকে কয়েকখানি নজরুলের বই রেজিস্টার্ড বুক পোস্টে পাঠিয়েছি। তাতে নজরুল রচনার সংগ্রহের ২য় ও ৩য় খণ্ড আছে। স্বরলিপির বইও বোধ হয় ~~দু~~ দুখানা আছে। আমার আরও অনেক জানবে বাড়ীতলি থেকে কিনব। "গিফ্‌ট" রূপে পাঠানো হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলের গানের সংখ্যা সম্বন্ধে। নজরুল নিজেই ১৯৩৭ বা ১৯৩৮ সালে আমাকে ~~বলেছিলেন যে~~ ৩০০০ বলেছিলেন। নাজমুল হোসেনও তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে নজরুলের গানের সংখ্যা ৩০০০। তাঁর আব্বুর আত্মীয় আলহাজ আলহাজ একদিন সুরেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে এসে বলেছেন নজরুলের সংখ্যা চার হাজার।

নজরুলের রেকর্ডের গানের প্রথম ছত্র সংখ্যার ব্যাপারে আকাশ উদ্দীন আহমদ ও রবীন্দ্রউদ্দীন আহমদকে সাহায্য করেছিলেন। আমার কাছে মোট ৫০০০ গানের প্রথম ছত্র আছে।

তুমি নাটক লিখতে আসতে চাইছ? কিছুতেই এসো না। এখানে থাকার জায়গা নেই, আরও নানান অসুবিধা। পথের কষ্ট তো আছেই, তার ওপরে তোমার লাভ খেলার বেশী। ছেলে-মেয়েদের জন্যে নিজে বাঁচার চেষ্টা কর।

আমার "কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা" ইতিমধ্যে মুদ্রণ চার-পাঁচ দিনের ভিতরে বের হবে। তোমরা আমার শুভাশিস নিও।

শুভার্থী
মুজফ্ফর আহমদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

49, LAKE PLACE,
CALCUTTA-29

৮ই জানুয়ারী, ১৯৭০

ডক্টর অজিত কুমার ঘোষ এম.এ., পি.এইচ.ডি,
ডি.লিট
শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও যে আপনাকে এই পত্র লিখছি তার জন্যে আমি আপনার নিকটে ক্ষমা চাইছি।

আমি কবি নজরুল ইসলামের সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথা লিখেছি। এই সূত্রে প্রায় আড়াই বছর আগে শ্রীবাঁধন সেনগুপ্তের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি লোকের সঙ্গে ভালো দিতে পারেন বলে তাঁর এই পরিচয় এমনি ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তিনি নজরুল ইসলামের কাব্য ও গীতি নিয়ে গবেষণা করছেন। যদিও সঙ্গীত সম্বন্ধে আমি অতি তুচ্ছ তবুও আমি একান্ত ভাবে চাইছিলেম যে, কবির এই দিকটি নিয়ে বেশি চর্চা করলে বড় ভালো হতো। যখন শুনলাম শ্রীবাঁধন সেনগুপ্ত এই দিকটি নিয়েই কাজ আরম্ভ করেছেন তখন আমি বড় খুশী হয়েছি। আমি তাঁকে তথ্যানুসন্ধানে কিছু কিছু সাহায্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারছি মাত্র। আপনার নির্দেশে কাজ করতে তিনি একটি প্রথম শ্রেণীর নিবন্ধ রচনা করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। কারণ, তাঁকে নিরহঙ্কার, পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ আমি মুগ্ধ।

নজরুলকে আমি ভালোবাসি। তাকে আমি সাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলাম। সে আসরের প্রত্যাশাকে হারিয়ে গেছে। এমন কেউ যদি তার সৃষ্টির একটি বিশিষ্ট দিকের ওপরে গবেষণা লিখে উদ্ধারে পারে তবে আমোদ আনন্দের বস্তু হবে।

বিনীত

[illegible]

AMARBOI.COM

Dr. Ajit Kumar Ghosh
M.A., Ph.D., D.Litt
Head of the Deptt. of Bengali
Rabindra Bharati
Cal

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~